উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩০ চৈত্র ১৪৩১ রবিবার ৭.০০ টাকা 13 April 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 323

রংদার রোববার

একদিন পরেই পয়লা বৈশাখ। বাঙালি যেদিন বাংলা তারিখ মনে রাখে। নতুন বছরের প্রেক্ষাপটে দেখা যেতে পারে, সাহিত্য-খেলা-গানের জগতে কী জায়গায় রয়েছেন বাঙালিরা। বাঙালি মেয়েদের পরিস্থিতি কীভাবে পালটেছে।

বাঙালিয়ানা

১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

আদালত অবমাননার নোটিশ

চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে ঢুকতে দেওয়ায় আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠালেন মুল মামলাকারী ববিতা সরকার, নাসরিন খাতুন, লক্ষ্মীতুঙ্গা ও আব্দুল গনি আনসারি। ৫

আইনজীবী নিতে নারাজ রানা

তার মাধ্যমে অন্য কেউ যশ ও খ্যাতি লাভ করতে পারে, এই যুক্তিতে আইনজীবী নিতে নারাজ তাহাউর রানা। ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার মূলচক্রী হলফনামায় এই কথা জানিয়েছে। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২২°	২২°	২২°	২১°

ট্রাম্পকে বার্তা ভারতের

আমেরিকা যেভাবে ভারতের ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তাতে কেন্দ্র যে মোটেও খুশি নয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। ১২

কোর্টের নির্দেশে মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশি ব্যর্থতার অভিযোগে বড় ধাক্কা রাজ্য সরকারের। মুর্শিদাবাদ শুধু নয়, রাজ্যের কোথাও অশান্তি হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মামলায় বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বিশেষ বেঞ্চের এই নির্দেশ অস্বস্তিতে ফেলল রাজ্য সরকারকে।

হত ৩, শান্তি রক্ষায় আর্জি মমতা ও বোসের

শনিবার বিকেলে এই নির্দেশ এলেও সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডেলে 'ধর্মের নামে কোনও অধার্মিক আচরণ করবেন না' বলে বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'প্রত্যেক মানুষের প্রাণ মূল্যবান। রাজনীতির স্বার্থে দাঙ্গা লাগাবেন না।' ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান ইত্যাদি এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠায় তিনি এই আবেদন করেন।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

দুপুরে নবান্নে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম প্রমুখ। তারপরই ডিজি সাংবাদিক বৈঠকে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সতর্ক করে বলেন, 'পুলিশের সংযমকে দুর্বলতা ভাববেন না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোরতম ব্যবস্থা নেবে।' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করা যায়। কিন্তু হিংসাত্মক আন্দোলনকে সমর্থন করা যায় না।'

তিনিও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার কথা বলেন। পরে বিকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিজি ও এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)। জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। পুলিশের পাশাপাশি বিএসএফ এলাকায় টহল দিতে শুরু করে। অশান্তির জেরে গত দু'দিনে মুর্শিদাবাদে প্রাণ গেল তিনজনের। এর মধ্যে দুজন বাবা ও ছেলে। আরও দুজনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর মিলেছে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

ক্ষোভের আগুনে পুড়েছে বাস। জঙ্গিপুরে।

আইএসএল ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশন। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

বাগানে ট্রফির বান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট- ২
(কামিংস-পেনাল্টি, ম্যাকলারেন)
বেঙ্গালুরু এফসি-১
(আলবার্তো-আত্মঘাতী)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : আতশবাজির রোশনাইয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার ওদের চোখের জল। এই জল আনন্দের! এই জল গর্বের!

জটায়ু থাকলে নিশ্চিতভাবেই লিখতেন, যুবভারতীতে জয়জয়কার। এই আইএসএল মরশুমে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অপ্রতিরোধ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অশ্বমেধের ঘোড়া। গতবার মুম্বই সিটি এফসির কাছে ৩-১ গোলে হারের দগদগে ঘা নিয়ে মাঠ ভরিয়েছিলেন ৫৯,১১২ জন দর্শক। তাঁদের ইচ্ছাশক্তি এবং ১৭ জন ফুটবলারের মানসিক জোর ও পরিশ্রমে ভর করে অবশেষে দ্বিমুকুট মোহনবাগানের। ম্যাচের পর যখন মাথা নীচু করে মাঠ ছাড়ছেন সুনীল ছেত্রী নামের এক কিংবদন্তি তখন জার্সি খুলে ওড়াচ্ছেন আপুইয়া। গ্যালারিতে ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে মেরুন আর সবুজ রংমশাল। যার ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেলেন সুনীল-আলবার্তো নগুয়েরারা। যেন একদিকে বিদায়ের সুরের সঙ্গে বেজে উঠল নবীনের জয়জয়কার। ২০২২-'২৩ মরশুমের পর আবারও ফাইনালে মোহনবাগানের কাছে হার বেঙ্গালুরু এফসির।

যুবভারতীতে লেখা হল ইতিহাস। মুম্বই সিটির পর দ্বিতীয় দল হিসাবে মোহবাগানও গড়ে ফেলল একই মরশুমে লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ের রেকর্ড। এদিন প্রথমে পিছিয়ে যাওয়ার পর গোল শোধ করেও শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ যাওয়া আটকাতে পারেননি সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। সংযুক্তি সময়ে গ্রেগ স্টুয়ার্টের পাস থেকে জেমি ম্যাকলারেনের ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে মিস করা মানা যায় না। তিনি আরও বারদুয়েক গোলে বল রাখতে পারেননি। সেই পাপক্ষালন তিনি করলেন ৯৬ মিনিটে দলকে এগিয়ে দিয়ে। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পাস ক্লিয়ার করতে পারেননি চিংলেসানা সিং। এরপর চোদ্দোর পাতায়

APTI PLUS
Academy for Civil Services Pvt. Ltd.
CREATING CIVIL SERVANTS FOR THE NATION
Admissions Are Open For
UPSC WBCS
[With Descriptive Pattern]
By Best Faculty Of DELHI
KOLKATA
Call: 8820341777, 8100765577

বিকল ক্যামেরা, বিপদে পুলিশ

সিসিটিভি ফুটেজ খুঁজতে গিয়ে হিমসিম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : কোনও দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করা হোক বা পরবর্তীতে আদালতে প্রামাণ্য হিসেবে পেশ, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশি তদন্তে বড় ভূমিকা নেয়। শহরের নিরাপত্তা, বিশেষ করে রাতের সুরক্ষার স্বার্থে শিলিগুড়িতে প্রচুর সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। কখনও নিজেদের উদ্যোগে, কখনও ব্যবসায়িক বা সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায়।

সিসিটিভি ক্যামেরার সৌজন্যে একাধিক মামলায় সাফল্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য, মাটিগাড়ায় নাবালিকা স্কুলছাত্রী খুন কাণ্ডে দোষীকে ফাঁসির সাজা। কিন্তু বর্তমানে শহরজুড়ে লাগানো ৯০ শতাংশ ক্যামেরাই বিকল হয়ে গিয়েছে। সংখ্যাটি তিনশোর বেশি। যার ফলে তদন্তে নেমে বিপাকে পড়ছে পুলিশ। কীভাবে বিকল হল? কোথাও রাস্তার কাজ করতে গিয়ে ছিঁড়েছে কেবল, কোথাও দেখভালের অভাবে হয়ে গিয়েছে অকেজো।

শিলিগুড়িতে নিখোঁজ অসুস্থ তরুণীর খোঁজ করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এনটিএস মোড় থেকে মহাবীরস্থান পর্যন্ত লাগানো পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে মাথায় হাত পড়ে তদন্তকারীদের। একটিও ক্যামেরা ঠিক নেই বলে সূত্রের খবর।

এ নিয়ে কথা বলতে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সদর) তন্ময় সরকারের সঙ্গে শুক্রবার বিকেলে দু'বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'একটি সংস্থাকে ক্যামেরার পোল বসানোর জন্য টেন্ডার ডেকে কাজ দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ হয়ে গেলে নতুন ক্যামেরা বসানো এবং অকেজোগুলো সারাই করা হবে।'

গৌরব শর্মা পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন শহরের প্রতিটি থানা ও ফাঁড়িকে নিজ নিজ এলাকায় সিসিটিভি এরপর চোদ্দোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শুন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
ISAR আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

কোথায় কেমন হাল

- শিলিগুড়ি, এনজেপি ও ভোরের আলো থানা এলাকায় ক্যামেরা মেরামত হয়নি
- বাগডোগরা থানা এলাকার একাংশ সারাই হয়েছে, বাকি অকেজো অবস্থায় পড়ে
- এয়ারভিউ, জলপাই মোড়, এনটিএস ও দাদাভাই মোড় এবং মহাবীরস্থানে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ
- ভক্তিনগর মেইন রোড ও এনজেপি সংলগ্ন এলাকাতেও অধিকাংশ অকেজো

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
ORMACOMIN
অরম্যাকোমিন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

রাষ্ট্রপতিকে সময় বেঁধে দিল আদালত

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : একদিনে দুই নজিরবিহীন ঘটনা। বিধানসভায় গৃহীত বিল অনুমোদনে রাষ্ট্রপতিকেও সময় বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট। তিন মাসের মধ্যে বিলে সই করতে হবে রাষ্ট্রপতিকে। অন্যদিকে, শীর্ষ আদালতের আগের রায়ের সুবাদে রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়াই বিধানসভায় গৃহীত ১০টি বিলকে আইনে পরিণত করে ফেলল তামিলনাড়ু সরকার।

দেশের সাংবিধানিক প্রধানের জন্য নিয়ম তৈরি এবং তামিলনাড়ু সরকারের পদক্ষেপ- দুটি ঘটনাই নতুন নজির তৈরি করল সুপ্রিম কোর্টের সৌজন্যে। তামিলনাড়ু সরকারের দায়ের করা একটি মামলায় শনিবার বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে বলে, 'রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো বিলের ব্যাপারে তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

তামিলনাড়ুতে অনুমোদনবিহীন বিল আইনে পরিণত

শুধু তাই নয়, ওই সময়সীমার মধ্যে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে দেরির কারণও জানাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে গত মঙ্গলবার দিনের পর দিন বিল অনুমোদন না করে ফেলে রাখার জন্য তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিকে ভর্ৎসনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। শনিবার রাষ্ট্রপতিকেও বিল অনুমোদনে শীর্ষ আদালত সময় বেঁধে দেওয়ায় বিরোধীশাসিত অন্য রাজ্য সরকারগুলির সামনেও সুযোগ চলে এল।

তামিলনাড়ু সরকার আবার রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতির সই ছাড়া বিলকে আইনে পরিণত করায় সেই নজিরই বিরোধী শাসিত রাজ্য সরকারের গ্রহণ করার পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অপরাজিতা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একাধিক বিল রাজভবনের অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর পশ্চিমবঙ্গও তামিলনাড়ুর মতো পদক্ষেপ করতে পারে বলে চর্চা শুরু হয়েছে।

তামিলনাড়ু সরকারের আইনজীবী তথা ডিএমকের রাজ্যসভার সাংসদ পি উইলসন এরপর চোদ্দোর পাতায়

মন্ত্রীর সামনে চা কর্তাকে তুলোধোনা ঋতব্রতর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিরেক্টরকে তুলোধোনা করলেন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সামনেই তিনি ডিরেক্টরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। ঋতব্রতর অভিযোগ, ছ'মাস হল ডিরেক্টর দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু দু'দিন মাত্র অফিসে বসেছেন। বাকি সময় তিনি কলকাতায় বসে থাকছেন। এটা একেবারেই কাম্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এর পরেই শ্রমমন্ত্রী ওই ডিরেক্টরকে নিয়মিত অফিসে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে সমস্ত চা বাগানে দ্রুত ক্রেশ তৈরি করা এবং বন্ধ বাগানগুলি চালুর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক শেষে টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেছেন, 'বাগানগুলিতে শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার প্রচুর কাজ করেছে। শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি বাগানে ক্রেশ তৈরি করা, চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর তৈরি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের শ্রমিকদের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করার জন্য ২০১৫ সালে রাজ্য সরকার টি ডিরেক্টরেট তৈরি করেছিল। প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে এই টি ডিরেক্টরেট কাজ করেছে। গত বছর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই টি ডিরেক্টরেট শ্রম দপ্তরের হাতে এসেছে। তার পরেই টি ডিরেক্টরের অফিস মাল্লাগুড়ির বিবেকানন্দ ভবন থেকে সরে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে গিয়েছে। এই ডিরেক্টরেট পরিচালনার জন্য একটি টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল রয়েছে।

শনিবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠক হয়। সেখানে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছাড়াও রাজ্যসভার সাংসদ সহ কাউন্সিলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলির বর্তমান পরিস্থিতি, সেখানকার শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে শ্রমমন্ত্রীর পাশে বসে সাংসদ এখানকার ডিরেক্টরের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'ছ'মাস হচ্ছে ডিরেক্টরের দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিন অর্ধদিবস ডিউটি করে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। আর এদিন মন্ত্রীর বৈঠক থাকায় এখানে এসেছেন। ডিরেক্টরই এমন হলে কীভাবে অফিস চলবে? চা শ্রমিকদের সমস্যাগুলিই বা কীভাবে চিহ্নিত করে সমাধানের কাজ হবে?'

উত্তরবঙ্গে কাজ করতে হলে উত্তরবঙ্গেই থাকতে হবে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে সহমত জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রীও। যদিও শ্রমমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় অবসরের পরেও ওই প্রাক্তন আমলাকে এক বছর করে পরপর সাতবার পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

বৈঠকে যোগ দিতে মলয় ঘটক।

গরহাজিরায় ক্ষোভ

- শ্রমমন্ত্রীর সামনেই ডিরেক্টরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ
- ছ'মাস আগে ডিরেক্টরের দায়িত্ব নিলেও মাত্র দু'দিন অফিসে বসেছেন
- শ্রমমন্ত্রী ওই ডিরেক্টরকে নিয়মিত অফিসে আসার নির্দেশ দিয়েছেন
- এদিনের বৈঠকে উত্তরের চা বাগানগুলির পরিস্থিতি, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নিয়ে আলোচনা

ভাওয়াইয়ার শহরে ইংরেজি ব্যান্ড

গান ভালোবেসে
গান

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল : ওদের কেউ গিটারে তোলে ঝড়, কারও ড্রাম আবার মুগ্ধ করে দেয় সকলকে। তো কেউ আবার কিবোর্ডের মধ্যে তোলে সুরের হিল্লোল। আর এইসবের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় ইংরেজি গান তখন দর্শকের পক্ষে সেই রেশ ছেড়ে বেরোনো কার্যত মুশকিল হয়ে যায়। ওদের চোখে একরাশ স্বপ্ন, ওরা ‘টিএলএফ গ্যাং’।

মঞ্চ মাতাচ্ছে কোচবিহারের ব্যান্ড টিএলএফ গ্যাং। ছবি : জয়দেব দাস

ভাওয়াইয়া সহ লোকসংগীতচর্চায় কোচবিহার বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু সেই শহরই পশ্চিমী সংস্কৃতির হিপহপ কিংবা রক গান থেকেই বাদ থাকবে কেন? সালটা ২০১৭, কুমার হার্দিকনারায়ণ, প্রান্তিক দে’রা তখন বাবুরহাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। এই প্রশ্নটাই বারবার ভাবাত ওঁদেরকে। সেখান থেকেই সূত্রপাত। শহরের মানুষকে অন্য ধরনের কিছু শোনানোর এবং সবচেয়ে বেশি নিজেদের গান বানানোর তাগিদে তৈরি হয় ‘টিএলএফ গ্যাং’। একে একে সেই ব্যান্ডে পরবর্তীতে এসে যুক্ত হন বিশালকুমার ঝা, সৌম্যদীপ মজুমদার, সৌভাগ্য গোস্বামী, দুকসেন লামারা। ইতিমধ্যেই প্রায় ১৯টা গান তৈরি করে ফেলেছেন ওঁরা। আর এই সমস্ত গানের কথা লেখা থেকে সুর দেওয়া, সবই করছেন নিজেরাই। ব্যান্ডের লিড সিঙ্গার হার্দিক বলেন, ‘প্রথম থেকেই আমাদের চিন্তাভাবনা ছিল অন্যরকম কিছু করে দেখানোর। সেখান থেকেই ইংরেজিতে গান তৈরি করা শুরু। আমরা আমাদের গানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের নানা সময়ের বৈচিত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করি।’ ব্যান্ডের অন্য কলাকুশলীরা জানান, হিপহপ, রক, র‍্যাপ বা এই সংক্রান্ত গানের চাহিদা এখন ধীরে ধীরে বাড়ছে। আর তাই তাঁদেরও নিজেদের শহর তো বটেই, গান গাওয়ার ডাক আসছে অসম থেকেও। সম্প্রতি গুয়াহাটিতে একটি অনুষ্ঠানে তাঁদের পরিবেশনা দর্শকের মন কেড়েছে। এছাড়াও ‘সানফ্লাওয়ার স্যাডনেস’ নামে ১৮টি গান সংবলিত একটি অ্যালবাম তৈরি করছেন প্রান্তিকরা। তাঁর কথায়, ‘নিজেরা গান তৈরি করে বিভিন্ন মিউজিক ফেস্টিভালে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। কোচবিহার থেকে তৈরি হওয়া গান গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি।’ গানের ‘অডিও’ তৈরির পাশাপাশি কয়েকটি গানের ‘ভিডিও’ তৈরি করেছেন তাঁরা।

কোচবিহারের পাশাপাশি কলকাতায় সেগুলির শুটিং করা হয়েছে। গান তৈরির পর সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন গান প্রকাশকারী সংস্থার মাধ্যমে সেগুলি প্রকাশ করা হয়।

পরিবেশ বাঁচাতে উদ্যোগ

পর্যটনকেন্দ্রে এত্তা জঞ্জাল, হবে বর্জ্য প্রকল্প

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১২ এপ্রিল : জঙ্গল ও পরিবেশ বাঁচাতে পর্যটনকেন্দ্রে নজর রাজ্যের। পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে আবর্জনামুক্ত রাখতে ৭৮টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। এরমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলাতেই আটটি প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলির পর্যটনকেন্দ্রগুলিও রয়েছে রাজ্যের পরিকল্পনার তালিকায়। কিন্তু কেন এমন পরিকল্পনা? পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তাদের বক্তব্য, বেড়াতে এসে পর্যটকদের একাংশ পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে আবর্জনায় ভরে তোলেন। বন ও পরিবেশ রক্ষায় পর্যটন, বন দপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ লাগাতার করে যাচ্ছে। কিন্তু এর পরেও পরিস্থিতির তেমন বদল ঘটছে না। তাই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত।

পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ‘জঙ্গল ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ৭৮টি ছোট ও মাঝারি আকারের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করা হবে। প্রকল্প নিয়ে জেলা পরিষদগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় আটটি পর্যটনকেন্দ্রে এধরনের প্রকল্প তৈরি করা হবে। এমন প্রকল্প হবে উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাতেও।

পাহাড়ি রাস্তা হোক বা জঙ্গল পথ, পর্যটনকেন্দ্রগুলি বর্তমানে অনেকটাই যেন আস্তাকুঁড়ে পরিণত। যেমন, গত ফেব্রুয়ারি মাসে জয়ন্তী মহাকালে শিবচতুর্দশী অনুষ্ঠান শেষে বক্সার জঙ্গল কার্যত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়। এর পরেই বক্সার জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ শুরু করে বন দপ্তর। জঙ্গলের মাত্র

পরিকল্পনা

- পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে আবর্জনামুক্ত রাখতে ৭৮টি সলিড ওয়েস্ট প্রকল্প গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- এরমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলাতেই আটটি প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে
- উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলির পর্যটনকেন্দ্রগুলিও রয়েছে পরিকল্পনার তালিকায়

দুই কিলোমিটার এলাকা থেকে ৩২০ কেজি আবর্জনা সংগ্রহ হয়। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে রাজ্য সরকার। যে কারণে রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে ৭৮টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে সমীক্ষার কাজ চলছে। কোন জেলায় কতগুলি প্রকল্প প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখা হবে। এই সংক্রান্ত রিপোর্ট দপ্তরে জমা দেবে জেলা পরিষদগুলি। তারপরেই অনলাইনে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরু করা হবে। তবে ইতিমধ্যে আলিপুদুয়ারে আটটি জায়গাকে বাছা হয়েছে। জায়গাগুলি হল জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, মেন্দাবাড়ি, বক্সাফোর্ট, রায়মাটাং ও ভুটানঘাট।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, ‘রাজ্যের এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এতে জঙ্গলের পরিবেশ একদিকে যেমন বাঁচবে, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীরাও অনেক নিরাপদে থাকবে। আমরা একটি রিপোর্ট তৈরি করছি।’ আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের এডিএম সুবর্ণ রায় জানান, সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষ। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেই তলিকায় কিছুটা রদবদল করা হতে পারে। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, ‘পর্যটকদের আমরাও সতর্ক করি। এছাড়া স্থানীয় পর্যটকরাও জঙ্গল নোংরা করে। খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে পরিবেশ ও জঙ্গল, দুই-ই রক্ষা পাবে।’

শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার, পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী তথা কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না ও আরেক পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় জটিল কাজের সমাধান। বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারেন। সংসারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের কারণে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। কোনওরকম প্রলোভন সামনে এলেও তা আপনার পক্ষে অশুভ। উচ্চরক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

বৃষ : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য নিজে গর্বিত হবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ জরুরি। সপ্তাহ ধরেই উদ্বেগ থাকতে পারে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি।

মিথুন : ব্যবসায় বাড়তি অর্থলাভ হবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। অধিক ভোগেচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে সমস্যা তৈরি হবে।

কর্কট : বিভিন্ন রকমের ব্যবসা শুরু করার চিন্তা মাথায় আসবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা খুবই প্রয়োজন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে ব্যবহার করে তার উদ্দেশ্য পূরণ করার সুযোগ নেবে।

সিংহ : নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফিরে পেতে পারেন। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হবে। অহেতুক আবেগে অতিরিক্ত অর্থব্যয় এবং সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বললেই সংকট কাটবে।

কন্যা : শরীরের দিকে নজর দিন। বিনিয়োগ নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যবসায় এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ নিয়ে কারও পরামর্শ নিন। পথে বের হলে খুব সতর্ক থাকুন। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে কোনও কাজে সমস্যা তৈরি করে ফেলবেন।

তুলা : এ সপ্তাহে আপনার সৃজনশীলতা প্রত্যেকের প্রশংসা লাভ করবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। পরিবারে ছোটখাটো মতবিরোধ। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অতি ভোগেচ্ছায় সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হবে।

বৃশ্চিক : চাকরিক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সংশয় থাকলেও তা গ্রহণ করুন। সহকর্মীরা সহায়তায় এগিয়ে আসবেন। দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। পাওনা আদায়ে অতি সক্রিয়তা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু : নিজের অজান্তেই কোনও অন্যায় কাজের সমর্থন করে মানসিক অশান্তি। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পাবেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকা ভালো। লোভ আপনার ক্ষতি করবে। কোনও মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে খুশি হবেন। সংসারের প্রয়োজনে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হবেন।

মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ হলে অবশ্যই যোগ দিন। কোনও সুসংবাদ পেতে পারেন। আঘাতজনিত কারণে বন্ধ রাখতে হতে পারে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ।

কুম্ভ : বাবার সঙ্গে হঠাৎ সামান্য কারণে মতানৈক্য। বাড়ির কোনও কাজে অর্থ ব্যয় হলেও তা মানসিক শান্তি দেবে। বাবার পরামর্শ নিয়ে কাটিয়ে উঠতে পারেন কোনও জটিল সমস্যা। মাত্রাতিরিক্ত খরচে রাশ টানুন।

মীন : দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে খুশি হবেন। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি মিলবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ মিলবে। দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে আবেগে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৩ চৈত্র, ১৩ এপ্রিল, ২০২৫, ৩০ চ’ত, সংবৎ ১ বৈশাখ বদি, ১৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৫৩। রবিবার, প্রতিপদ অহোরাত্র। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ৭।৫৯। হর্ষণযোগ রাত্রি ৮।৪৫। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৫। ৩৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৬।৪৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ৭।৫৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে। বারবেলাদি ১০।৪ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৪ গতে ২। ৩১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।৩ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ৮।৪৫ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১২।১১ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নীলপুজো ও নীলের উপবাস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৩ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৭।৩৩ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২। ৪৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৩ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।০ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 31+/5'-5", M.A. (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী (অল্পদিনের বিবাহিত) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র কাম্য। Ph : 7431807030. (C/115779)

■ পাত্রী ক্ষত্রিয়, 32/5', M.Sc., B.Ed., ICSE স্কুলে কর্মরত। সরকারি কর্মরত পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। বয়স (33-39)। (M) 6294005543. (C/115771)

■ বারুজীবী, নর্থ-ইস্ট, 5'-5"/27, B.Tech., DRDO, IT, Bengaluru-তে কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9609148847. (K/D/R)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, 27/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। M.A., B.Ed., CTET, NET। 32 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8167863854, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/115784)

■ জেনারেল, B.H.M.S, 30+, ফর্সা, 5'-3", মাঝারি গড়ন, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7980677976, 9933314352. (S/C)

■ পাত্রী সাহা, 26+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/116028)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, Gen., 33+/5'-2", B.A. (Hons.), পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। পাত্রী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। পাত্রী বিয়ের পর চাকরি করবে। সরকারি or বেসরকারি চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832026617, 8927699055. (C/113451)

■ শীল, 28, M.A., B.Ed., 4'-11", ফর্সা, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃসঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 8101481661. (C/115797)

■ কায়স্থ, মকর, দেব, 31/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। (M) 6296774335. (C/115522)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", LLM, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ব্যাঙ্গালোর, পুনে, হায়দরাবাদ অগ্রগণ্য। (M) 7325904150. (C/114797)

■ পাত্রী ২৮/৫'-৪", সুশ্রী, গৌতম গোত্র, বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে। সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) ৮৬১৭৫৬৯৫৯০. (C/114798)

■ General (Dey), 35 years old, BCA (Graduate), Fair, Bengali Bride living in Siliguri looking for a suitable Groom. (M) 9475909303. (C/116038)

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা (২০১০), M.A., B.Ed., 35/5'-3", সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 8250470063. (B/S)

■ কুণ্ডু, কিশনগঞ্জ নিবাসী, 25/5', M.A. Pass, ব্যবসায়ী পিতার পাত্রীর উপযুক্ত চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8250017165. (C/116030)

পাত্র চাই

■ নমশূদ্র, 28/5'-3", গায়ের রং শ্যামলা, ইংরেজিতে মাস্টার ডিগ্রি, পাত্রীর জন্য 29-33/5'-6"-6', উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নেই। শিলিগুড়ি-9735011006. (C/116030)

■ সাহা, 23/5'-3", সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9733066658. (C/116030)

■ গোয়ালা, 26/5'-3", B.Sc., গভঃ হেলথে কর্মরত, গানজানা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7003763286. (C/116030)

■ কোচবিহার নিবাসী, 24/5'-4", M.A. পাশ, সুন্দরী, ব্রাহ্মণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 7407777995. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা, গান জানে। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc., পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116030)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাজবংশী, 35/5', প্রাথমিক শিক্ষিকার জন্য চাকুরে/ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। মোঃ 7679949427. (D/S)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৪, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116030)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, B.Sc. পাশ, পিতা রাজ্য সরকারি কর্মচারী। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, B.Tech., MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116030)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৩ বছর বয়সি, B.Sc. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা, এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9332710998. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৯, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত, মাতা মৃত। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9332710998. (C/116030)

■ কায়স্থ, দেবারি, ৩৪+/৫'-৫", বিএ, ফর্সা, স্লিম, একমাত্র কন্যার জন্য স্বরোজগারি, অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র চাই। (M) 9474937673. (C/116040)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ২৯, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/116030)

■ ২৬ বছর বয়সি, M.Sc. (Zoology) (Medalist) working as Sr. Research Associate, পিতা অবসরপ্রাপ্ত Govt. Officer, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি কর্মচারী/MNC/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত পাত্র কাম্য। 080-69141300. (K)

■ কায়স্থ, বয়স 27, উচ্চতা 5'-2", গ্র্যাজুয়েট, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9563315565. (C/115523)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 28/5'7" M.A., B. Ed., সুশ্রী, ফর্সা, একমাত্র কন্যা, গান জানা, বেঃসঃ স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। ঘটক ও ম্যাট্রিমোনি সংস্থা ব্যতীত। M -9609035083 (M- E.D)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, বৈদ্য M.A, D.E.L. ED, ফর্সা সুশ্রী 30+/5'1" শিক্ষিকা (Govt Cont.) পাত্রীর জন্য বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সরকারি চাকুরিজীবী শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাঙ্গলিক পাত্র চাই। M - 7431034489 (M - 114066)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 37+/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/115756)

■ Siliguri, established businessman, 29yrs, Saha (EB), BBA. Looking for a suitable bride. 9609053552. (C/115773)

■ পাত্র সাহা, 37/5'-4", বিকম, রেলে কর্মরত, 26/27 বৎসর বয়সের মধ্যে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-এর মধ্যে পাত্রী চাই, কায়স্থ চলবে। মোঃ 9609327745. (P/S)

■ শিবমন্দির নিবাসী, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, M.Sc., B.Ed., কন্যা, দেবগণ, 34/5'-7", পাঞ্জাবে সৈনিক স্কুলে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য মধ্যবিত্ত, স্নাতক, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ঘটক নহে। 9563237739. (M/M)

■ ফালাকাটা নিবাসী, দুবাইয়ে কর্মরত, ৩১/৫'-১১ ইঞ্চি পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফ্যামিলি যোগাযোগ করিবেন. Mb.: 9593612243. (B/S)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, পুলিশ কনস্টেবল, 34/5'-6", পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/113452)

■ কায়স্থ, 37/5'-6", C.A, Tax Consultant, কলকাতা যাদবপুর নিবাসী পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 32 পাত্রী কাম্য। পাত্রের আয় বছরে 36 Lac. (M) 6289249175. (C/114673)

■ Gen., 38/5'-4", ডিভোর্সি, Pvt. Co.-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8170863598. (C/115521)

■ MBBS, WBHS, MD ASP, 34+/5'-6", ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 28, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক রুচিসম্পন্ন পাত্রী চাই। 9474061782. (C/114677)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 30+, B.Tech., 5'-8", ফর্সা, MNC (Pune)-তে চাকরিরত, একমাত্র পুত্রের জন্য যোগ্য চাকরিরত পাত্রী চাই। (M) 9475391420. (C/115794)

■ কায়স্থ, 34/5'-6", প্রাইভেট চাকরি, পিতা ডিফেন্স রিটায়ার্ড, সুপাত্রী কাম্য। মাঙ্গলিক বাদে। (M) 8768882432. (B/B)

■ কায়স্থ, 31/5'-6", MBA, MNC-তে কর্মরত, মাঙ্গলিক, একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, ২১-২৮, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9733228905. (P/S)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, দাস, মহেশি গোত্র, SC, 29/5'-6", SBI Clerk, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। Caste no bar. 9883691421. (C/114794)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, ডেন্টাল সার্জন, নিজস্ব চেম্বারে প্র্যাকটিসরত, ৩০ বঃ/১৬৪ সেঃ মিঃ, পিতা ডাক্তার, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9474031150. (C/115788)

■ পাত্র হাইস্কুল শিক্ষক (Eng. PG-2012), 36/5'-7", অনূর্ধ্ব 32, সরকারি চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। জলপাইগুড়ি শহর অগ্রগণ্য। (M) 7908939882. (C/114792)

পাত্রী চাই

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 30/5'-6", B.Tech. (Civil), MNC-তে কর্মরত। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9232731450. (C/114799)

■ ব্রাহ্মণ, ডিভোর্সি, বয়স ৩৬, কর্পোরেট-এ কর্মরত, নিজস্ব ব্যবসা আছে, একমাত্র সন্তান-এর জন্য আগ্রহী পাত্রীর অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। 8509068645. (C/116104)

■ Caste no bar, ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", M.Sc., উত্তরবঙ্গ নিবাসী, BDO অফিসার পদে কর্মরত, নেশাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9432076030. (C/115030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, একমাত্র পুত্র, 30+/5'-9", MDS (Endodontics), নিজস্ব ক্লিনিক। পাত্রী চাই, ডাক্তার অগ্রগণ্য। 9832647322. (C/115793)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর NHPC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116030)

■ জন্ম ১৯৮৯, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/116030)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর বয়সি, PWD-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116030)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, MBA, পাত্র সরকারি দপ্তরে উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9332710998. (C/116030)

■ পাত্র 42+/5'-5", হাইস্কুল শিক্ষক। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9851292089, 7602142221. (S/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৪৭, বিপত্নীক, সন্তান নেই, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9332710998. (C/116030)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৩৫+, গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/116030)

■ রায়, 45/5'-6", মাধ্যমিক পাশ, আমেরিকায় ইসকন মন্দিরে কর্মরত। নিরামিষাশী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি। (M) 9474145952, 9547240255. (C/114678)

■ কায়স্থ, 30/5'-8", M.Tech., MNC-তে কর্মরত। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, যোগ্য পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য (Caste no bar). 080-69103043. (K)

■ কায়স্থ, 34/5'-7", Ph.D., Govt. Professor, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য বাঙালি পাত্রী কাম্য। 080-69103058. (K)

■ রাজবংশী, 33/5'-7", পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত পাত্রের জন্য স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, 27-এর মধ্যে পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9933797144. (C/116106)

■ রায়, SC, মাটিগাড়া শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতা-মাতাহীন, নিজস্ব বাড়ি, ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী, 38+/5'-7", শ্যামবর্ণ, দাবিহীন, 34 মধ্যে অবিবাহিত-বিবাহবিচ্ছিন্না পাত্রী চাই। (M) 7003791027. (C/116034)

■ পাত্র কুলীন কায়স্থ, ৩০, MBBS, W.B. Govt. ডাক্তার, কমপক্ষে B.Sc.(H), সুদর্শনা পাত্রী চাই। সুচাকুরে/ডাক্তার অগ্রগণ্য। মোঃ 9635635984. (C/115802)

■ সূত্রধর, 43/5'-3", রাজ্য সরকারি কর্মচারী, স্নাতক, বাবা ও ছেলে, বোনেরা বিবাহিত, পাত্রের জন্য স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলবে। (M) 9933599212. (C/115804)

■ ডাঃ, সাহা, MDS, 32/5'-6", পিতা ডাঃ সাহা। সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 6291238826. (C/114679)

■ রায়, এক পুত্র, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ব্যবসা, ময়নাগুড়ি, 37+/5'-5", সুপাত্রী চাই। No caste bar. (M) 7478969017. (S/C)

■ 37, ডিভোর্সি, 5'-7", সরকারি গ্রুপ-সি (UDA) পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9641139653. (C/116108)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116030)

সম্প্রীতির নিদর্শন ।। জলপাইগুড়ির কদমতলায় শনিবার ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

তারিখ পে তারিখ। এই করতে করতেই কেটে গিয়েছে দশটা বছর। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে অনেকবার আশা জেগেছে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে। ভোট ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে বারংবার ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু আদতে প্রাপ্তি শূন্য।

অধরা ন্যূনতম মজুরি

চায়ে পে চর্চা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করতে পারেনি উপদেষ্টা কমিটি। সে কারণে এবার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিল শ্রম দপ্তর। শনিবার শিলিগুড়িতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের বিষয়ে মালিক ও শ্রমিকপক্ষ একমত হয়েছে। দ্রুত রাজ্য সরকার এই কমিটি গঠন করবে। তাদের রিপোর্ট আসার পর ফের শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিয়ে বৈঠক হবে।' রাজ্য সরকার দ্রুত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আগ্রহী বলে শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন।

উত্তরের চা শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। শ্রমিকরা যে দৈনিক মজুরি পান তা দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয় বলে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি। তারা দীর্ঘদিন ধরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি জানিয়ে আসছে। ২০১৫ সালে উত্তরকন্যায় এক বৈঠকে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে উপদেষ্টা কমিটি গড়া হয়। মাঝে ১০ বছর কেটে গিয়েছে। শ্রমমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, এই কমিটি এখনও পর্যন্ত ১৯টি বৈঠক করেছে। কিন্তু তারপরও শ্রমিক এবং মালিকপক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি। শনিবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে ন্যূনতম মজুরি উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এই কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্য শ্রম দপ্তরের প্রধান সচিব, শ্রম কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে হাজির ছিলেন মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তবে দু'ঘণ্টা আলোচনার পরও ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি।

বৈঠক শেষে শ্রমমন্ত্রী বলেন, 'এদিনের বৈঠকে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের বক্তব্য শোনা হয়েছে। তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। এতগুলি বৈঠকের পরও শ্রমিক এবং মালিকপক্ষ একটা নির্দিষ্ট মজুরিতে পৌঁছাতে পারেনি। পরিস্থিতি বুঝে আমরা বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই কমিটিতে কারা থাকবেন, সেটা স্টেট প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল ঠিক করে দেবে। তবে, আমরা চাই, এই কমিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমীক্ষার কাজ করে রিপোর্ট দিক।'

চা শ্রমিকদের জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল আলমের বক্তব্য, 'কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে ন্যূনতম মজুরি জারি হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এত বছরেও ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত করা গেল না। এখন সমস্তটা রাজ্য সরকারের হাতে।' মালিকপক্ষের কোনও প্রতিনিধি এদিন বৈঠক শেষে কথা বলতে রাজি হননি।

স্টেট গেস্টহাউসে চা নিয়ে মিটিংয়ে মন্ত্রী মলয় ঘটক। শনিবার।

> বৈঠকে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের বক্তব্য শোনা হয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায়নি। এতগুলি বৈঠকের পরেও নির্দিষ্ট মজুরিতে পৌঁছাতে পারেনি। পরিস্থিতি বুঝে বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **মলয় ঘটক,** শ্রমমন্ত্রী

অসন্তোষ মিটছে না শ্রমিক মহলে

চায়ে পে চর্চা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ এপ্রিল : শুরু হয়েছিল ২০১৫ থেকে। এর অর্থ ফুরোতে চলেছে ১০ বছর। বৈঠক হয়েছে ২০টি। গড়ে বার্ষিক দুটি করে। যদিও এখনও অধরা উত্তরবঙ্গের ১০ লক্ষ চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি। এবার বল পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্টেট প্রোডাকটিভিটি কাউন্সিলের কোর্টে। স্বশাসিত ওই সংস্থাটি শ্রমিক-মালিক সবপক্ষের সঙ্গে কথা বলে রাজ্যের কাছে প্রস্তাব পেশ করবে। কত সময় লাগবে জানা নেই কারও। চা শ্রমিকদের অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, বেঁচে থাকতে ন্যূনতম মজুরি আদৌ দেখে যাওয়া সম্ভব হবে কি না?

ডুয়ার্সের হোপ চা বাগানের মদন সুরি অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক। তাঁর কথায়, 'বৈঠক দেখতে দেখতে এখন আমি অবসর নিয়ে নিলাম। এমন অনেকেই রয়েছেন। যাঁরা এখনও কর্মরত তাঁদের পরিস্থিতি যেন আমাদের মতো না হয়।' তথ্য বলছে, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে সর্বশেষ ৩ বছরের মজুরি চুক্তি সম্পাদিত হয়। যার মেয়াদ ফুরোয় ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ। এরপর রাজ্যের তরফে অ্যাডভাইজারি জারি করে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে মজুরি বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সর্বশেষ অ্যাডভাইজারিটি জারি হয় ২০২৩ সালের ২৭ এপ্রিল। যাতে ১৮ টাকা বাড়িয়ে দৈনিক মজুরির পরিমাণ ২৩২ টাকা থেকে ২৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। বর্তমানে চা শ্রমিকরা ওই হারেই মজুরি পাচ্ছেন। ২০১৪ সালে যখন শেষ বারের জন্য ৩ বছরের মজুরি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, সেই সময়েই সিদ্ধান্ত হয়েছিল এরপর ন্যূনতম মজুরির বিষয়টির ফয়সালা করে নেওয়া হবে। এজন্য শ্রমিক, মালিক ও রাজ্য ৩ পক্ষকে নিয়েই ২৯ সদস্যের পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি মাঝে দুই থেকে তিনবার পুনর্গঠিত হয়েছে। বৈঠক হয়েছে এপর্যন্ত ২০ বার। শুধু বিশবাঁও জলে রয়ে গিয়েছে ন্যূনতম মজুরি।

গ্রাসমোড় চা বাগানের সুকরমুণি ওরাওঁ বলেন, 'একটা করে ভোট আসে। সব দলের নেতারা ন্যূনতম মজুরির স্লোগান দেন। কবে হবে সেটা আর জানান না। এভাবেই চলেছে।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যালোরির পরিমাপে দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বছরে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের পরিমাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্বালানি, বিনোদন সহ আরও বেশকিছু খাতের ওপর ন্যূনতম মজুরির হার ঠিক করা হয়। চা শিল্পের ক্ষেত্রেও মানদণ্ড একই। ২০১৫ সাল থেকে এপর্যন্ত যে বৈঠকগুলি হয়েছে তাতে এসব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক ন্যূনতম মজুরি কত হওয়া প্রয়োজন তার খসড়াও পরামর্শদাতা কমিটির কাছে জমা দেওয়া হয়। নেওয়া হয় মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের মতামতও। কিন্তু ঐক্যমত তৈরি হয়নি আজও।

চাতক পাখির মতো তাকিয়ে উত্তরবঙ্গের ১০ লক্ষ চা শ্রমিক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

11.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66A 03764 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। আমাকে কেবল আমার জীবন পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি, বরং আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি এবং আমার পরিবার এর জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সুদীপ মাঝি - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্বমহিমায় হালখাতা

বামনগোলা, ১২ এপ্রিল : দুয়ারে বাংলা নববর্ষ। নতুন বাংলা বছরের আগমনী বার্তার সঙ্গে হালখাতা নিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতি আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দেখতে দেখতে দোরগোড়ায় আরও একটা নতুন বাংলা বছর। বাংলা নববর্ষ আর বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেন আজও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বলা ভালো পয়লা বৈশাখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির হালখাতা। বছরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীরা তাঁদের দেনা-পাওনার হিসাব সমন্বয় করতেই নতুন করে খাতা খোলেন। যা হালখাতা নামেই পরিচিত।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখন হিসাবশাস্ত্রে ঢুকে পরেছে কম্পিউটার, ল্যাপটপে নানা সফটওয়্যারের কেরামতি। তার মধ্যেও ব্যবসায়ীদের পয়লা বৈশাখের শুভ দিনে লাল শালুতে বাঁধানো হালখাতা স্বমহিমায় বিরাজমান তার রক্তিম আভিজাত্য নিয়ে। তাই হিসাবশাস্ত্রের প্রয়োজনে আধুনিক ব্যবস্থায় কম্পিউটারের নানা সফটওয়্যারের কেরামতিকে টেক্কা দিয়ে আদ্যিকালের প্রচলিত সেই লাল শালুতে বাঁধানো হালখাতা দিব্যি বিকোচ্ছে। প্রবীণ ব্যবসায়ীদের মতে, 'পয়লা বৈশাখের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা ওই হালখাতার আভিজাত্যে কোনও ভাটা পড়ছে না এই কম্পিউটার, ল্যাপটপ প্রচলিত আধুনিক যুগেও।'

এক খাতা ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন রায় শোনালেন হালখাতার হালচাল। তিনি বলেন, বহু বছর ধরেই তিনি পয়লা বৈশাখের জন্য ব্যবসায়ীদের চাহিদামতো বিক্রি করছেন লাল শালুতে বাঁধানো হিসেব রাখার খাতা। যে খাতা হালখাতা নামেই পরিচিত। তাঁর সাথে কথা বলে জানা গেল, কম্পিউটার, ল্যাপটপের যুগেও হালখাতার বিক্রি কমেনি। বিগত বছরের তুলনায় খাতার দাম কিছুটা বেড়েছে এটা ঠিক। তবে আগে যাঁরা বড় মাপের খাতা কিনতেন মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তাঁদের অনেকেই কিছুটা ছোট মাপের খাতা কিনছেন। যদিও তাতে হালখাতা বিক্রিতে কোনও ভাটা পড়েনি।

পয়লা বৈশাখে নগেন্দ্রনাথের রামায়ণ প্রকাশ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : পদ্মশ্রী পাওয়ার পরই তিনি বলেছিলেন, এখন তাঁর লক্ষ্য সাতখণ্ড রামায়ণ প্রকাশ করা। অবশেষে স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে নগেন্দ্রনাথ রায়ের। বাংলা নতুন বছরের প্রথমদিন বা পয়লা বৈশাখে প্রকাশ হতে চলেছে রাজবংশী ভাষায় তাঁর অনুবাদ করা রামায়ণ। কেন তাঁকে পদ্মশ্রীর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট না করলেও এই সম্মানের ক্ষেত্রে রাজবংশী ভাষায় আঁর অনুবাদ করা রামায়ণকেই বিভিন্ন মহল তুলে ধরেছিল। পদ্মশ্রী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রামায়ণের কথা বলেছেন নগেন্দ্রনাথও। কাওয়াখালি জুনিয়ার হাইস্কুলে ১৫ এবং ১৬ এপ্রিল দু'দিনব্যাপী আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানিত করার পাশাপাশি তাঁর অনুবাদিত রামায়ণ প্রকাশ করা হবে বলে শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানায় রাজবংশী রামায়ণ পাবলিকেশন এবং ফেস্টিভাল কমিটি। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি ডঃ অমলকান্তি রায়, সম্পাদক ডঃ পরিমলচন্দ্র রায় প্রমুখ।

১৫ এপ্রিল বিকেল ৩টায় কাওয়াখালি জুনিয়ার হাইস্কুলে নগেন্দ্রনাথের রাজবংশী ভাষার রামায়ণের প্রকাশ হবে। উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

উপস্থিত থাকার কথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের। রামায়ণ প্রকাশের পাশাপাশি রামায়ণ কেন্দ্রিক নানা পালাগান অনুষ্ঠিত হবে ওই দু'দিন। হবে রামমঙ্গল গান, রামায়ণকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট নাটিকা, রামায়ণ পাঠ, গীতা পাঠ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ উপস্থিত হবেন বলে আয়োজকদের আশা। ডঃ অমলকান্তি রায় বলেন, 'মহর্ষি বাল্মীকির লেখা রামায়ণের অনুকরণে এই রামায়ণ রচিত হয়েছে। এই রামায়ণে রাজবংশী সমাজের মানুষের চাহিদা, সংস্কৃতির প্রতিফলনও ঘটেছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাবে।'

কিছুদিন বাদেই নিজের অনুবাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে যারপরনাই খুশি নগেন্দ্রনাথ। তাঁর কথায়, 'এই আনন্দ আমার একার নয়, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে আনন্দ সবার।'

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/০২/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১০-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১১১৭/ওটি/১১/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কেবি পিটি. নং. ১১১০৮৭৭৫/২ (অথবা) এফটিআরটিআইপিএল পিটি. নং. ০২২০০৯০০০এ (অথবা) এসকোর্ট পিটি. নং. ৩ইবি৯৫০২ অনুসারে ফীড পাইপের হেতু (এফপি) এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে প্রেসার গেজ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৩ টি। ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৬ টি, ৩) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৬ টি, পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫৯০১৯০।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/৪৫৪৯/ওটি/১২/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি. ০.৫১.০১.৯২ (আরইভি-২) জুন-২০০৯ (সংশোধনী-১) অনুরূপে এবং ডিআরজি. নং. ১০৬০৯৩৭৫ এবং ডিএলডব্লিউ পিটি নং. ১৭০৫১৪৭২ অনুসারে ব্যাটারি ৬ভি, ১৫০ এএইচ নিকাড ক্যাডমিয়াম স্টোরেজ ইউনিট [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] ১) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি, ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮০.০০ টি, ২) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৮০.০০ টি, পিএল. সংখ্যা. ১৭০৫১৪৭২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/২০৪২/ওটি/১৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ইএমডি পার্ট নং. ৯৫৩৫৮৬৯ অনুসারে ক্র্যাঙ্ককেস এবং লো ওয়াটার কিটের অন্তর্ভুক্তিতে ডিটেক্টর রিপেয়ার। আরইভি-বি। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম: ২২০০৮৪৪ ক্র্যাঙ্ককেস এবং লো ওয়াটার কিটের অন্তর্ভুক্তিতে ডিটেক্টর রিপেয়ার] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি, ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩০ টি, ২) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১০০ টি, পিএল. সংখ্যা.- ১৬০২০৫৭১।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১৪৪২/ওটি/১৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩০-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিজি এলএইচবি প্যাসেঞ্জার কোচসমূহের জন্যে সাপোর্টিং ডিভাইস অ্যাসেম্বলী কমপ্লিট, এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/২০১১/সিজি-০৩৯ আরইভি-০৩ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০২১১, ভারতীয় রেলওয়ের বিজি প্যাসেঞ্জার কোচসমূহের ফিটম্যান্টের জন্যে এএআর-এইচ টাইপ হেড সহিত উন্নত হাই টেনসিল টাইট লক সেন্টার বাফার কাপলার। আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান), ১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৬০ সেট। ২) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭৫ সেট, ১) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫ সেট, (৪) পরিমাণঃ কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৯ সেট। পিএল. সংখ্যা.- ৩৩৫০৫৫৩৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১২৩৭/ওটি/১৫/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৫-০৫-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আইসিএফ ডিআরজি নং. ডিএমইউ/ডিপিসি ১০.০.০৫.০০১ এএলটি- "জে" অথবা অন্তিম এবং আইসিএফ ডিআরজি. নং. ডিএমইউ/টিসি৭.০.৫.৭০১ এএলটি "এইচ" অথবা অন্তিম স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/সিজি/এস/২৩০০২ আরইভি. নেই অনুসারে ইএমইউ/ডিএমইউ/মেমু কোচসমূহে ব্যবহৃত উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন লোডের হেতু এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি ১৮০ কেএন। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৭২ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৩৪১ কোচের জন্যে এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি সাব আইটেম (আইসিএফ শ্রেণীর বোগিসমূহের জন্যে ইএমইউ/ডিএমইউ কোচসমূহে ব্যবহৃত উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন লোডের হেতু এয়ার স্প্রিং অ্যাসেম্বলি (১৮০ কেএন ক্ষমতাসম্পন্ন)। আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮৬ টি। পিএল. সংখ্যা.- ৩২৪৫০১১৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১৪৫৭/ওটি/১৬/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২২-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিআইএন২৩৯১-সি-২৮*১.৫ অনুসারে ৬ মিটার (৬০০০ এমএম) দৈর্ঘ্যের ২৮ × ১.৫ মিলিমিটার পাইপ, ডিআইএন ১৭৪৫৬ এমএটি. স্পেসিফিকেশনঃ- ডিআইএন ২৩৯১-সি-২৮*১.৫, ডিআইএন১৭৪৫৬ [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:], আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১৩২ টি, পিএল. সংখ্যা.:- ৩৩৫১১৫০০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৩১/২৪/৫১৩৬এ/ওটি/১৭/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস টি-১-২০২১ এবং বিআইএস কোড ২০৬২-১৯৯২ অনুরূপে এবং ডিআরজি নং. আরডিএসও টি/৫৮৪৯ (এএলটি-১) অনুসারে বিজি ৬০ কেজি রেলের জন্যে জোগলড ফিশ প্লেটস। এক সেট জোগলড ফিশ প্লেটে শামিল থাকবেঃ- (১) আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-৫৮৪৯-২ টি অনুসারে ২ টি হোল সহিত জোগলড ফিশ প্লেটস (২) ডিআরজি. নং. টি-১১৫১৩-২ টি অনুসারে বোল্টস এবং নাটস (৩) আরডিএসও ডিআরজি. নং. টি-১০৭৭৩-২ টি অনুসারে সিঙ্গল কইল স্প্রিং ওয়াশার এবং (৪) আইএস ২০৬২-১৯৯২-৪ টি অনুসারে ২৭ মিলিমিটার ডায়া হোল সহিত ১০ মিলিমিটার ঘনত্বের এবং স্পেশাল ওয়াশার (৫০ × ৫০ মিলিমিটার)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম: ৩১০০৪৬৬, ফিশ প্লেটস সাব আইটেমঃ ফিশ প্লেট, আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), ১) পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২০০০ সেট, পিএল. সংখ্যা.- ৬০০৯০১৩৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/০০৪৭সি/ওটি/১৮/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এক্সলে বক্স হাউসিং/(ফিনিশড মেশিনড)/বিজি-আইসিএফ ড্রয়িং-আইআরএস ডিআরজি. নং.-টি-০-২-৬০২ এএলটি ভি/১৪, আইটেম-২ এমএটি. স্পেসিফিকেশন-আরডিএসও/২০০৭/সিজি-০৪ সংশোধনী স্লিপ নং. জুলাই ২০০৯ এর ১। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম: ২৩০০০৩৯, এক্সলে বক্স হাউসিং, আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), ১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০ টি, ২) পরিমাণ-নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০ টি, পিএল. সংখ্যা.- ৩০০২০৪৮৭।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালদা ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্ব প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উক্ত কাজটি ২৬.০৬.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ০৭.০৮.২০২৫ **তারিখ** থেকে শুরু হবে। **সুতরাং প্রি নন-ইন্টারলকিং (২৬.০৬.২০২৫ থেকে ২৮.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (২৯.০৬.২০২৫ থেকে ০২.০৭.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।**

প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচিঃ **০৭.০৮.২০২৫ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ১০.০৮.২০২৫ থেকে ১৩.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন নন-ইন্টারলকিং কাজ।** তদনুযায়ী, প্রি নন-ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিং কাজের সংশোধিত সময়সূচীর জন্য ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছেঃ

● **ট্রেন বাতিলঃ** (১) **১২০৪১** হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (২) **১২০৪২** নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৬৩** কলকাতা-হলদিবাড়ী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৬৪** হলদিবাড়ী-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০৩৩** হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫)। (৬) **১৩০৩৪** কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (৭) **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৮) **১৩০৫৪** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১৪.০৮.২০২৫)। (৯) **১৩০৬৩** হাওড়া-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (১০) **১৩০৬৪** বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (১১) **১৩১৪১** শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (১২) **১৩১৪২** নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫, ১৪.০৮.২০২৫)। (১৩) **১৩১৪৫** কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫)। (১৪) **১৩১৪৬** রাধিকাপুর-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (১৫) **১৩১৪৯** শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫)। (১৬) **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (১৭) **১৩১৫৯** কলকাতা-যোগবানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫)। (১৮) **১৩১৬০** যোগবানী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫)। (১৯) **১৩১৬৩** শিয়ালদহ-সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫)। (২০) **১৩১৬৪** সহরসা-শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (২১) **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (২২) **১৩১৭৬** শিলচর-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৮.২০২৫)। (২৩) **১৩১৮১** কলকাতা-শিলঘাট টাউন কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫)। (২৪) **১৩১৮২** শিলঘাট টাউন-কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫)। (২৫) **১৩১৮৯** শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫)। (২৬) **১৩১৯০** বালুরঘাট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (২৭) **১৩৪০৯** মালদা টাউন-কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (২৮) **১৩৪১০** কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (২৯) **১৩৪৩১** নবদ্বীপ ধাম-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (৩০) **১৩৪৩২** বালুরঘাট-নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫)। (৩১) **১৩৪৬৫** হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৩২) **১৩৪৬৬** মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৩৩) **১৫৬৩৯** পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫)। (৩৪) **১৫৬৪০** কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫)। (৩৫) **১৫৭০৯** মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৩৬) **১৫৭১০** নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৩৭) **১৫৭১২** কাটিহার-হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫)। (৩৮) **৫৩০২৭** আজিমগঞ্জ-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৩৯) **৫৩০২৮** মালদা টাউন-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৪০) **৫৫৪২১** মালদা টাউন-বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৪১) **৫৫৪২২** বালুরঘাট-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৪২) **৫৫৭০১** মালদা টাউন-কাটিহার প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৪৩) **৫৫৭০২** কাটিহার-মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৪৪) **৬৩৪০১** সাহিবগঞ্জ-মালদা টাউন এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)। (৪৫) **৬৩৪০২** মালদা টাউন-সাহিবগঞ্জ এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫)।

● **ট্রেন-এর পথ পরিবর্তনঃ** (১) **১৫৬১৯** গয়া-কামাখ্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫) মুঙ্গের-খগড়িয়া-কাটিহার হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (২) **১৫৬২০** কামাখ্যা-গয়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫) কাটিহার-খগড়িয়া-মুঙ্গের-জামালপুর হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৩) **১৫৬২৯** তাম্বরম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫) আসানসোল-বারাউনি জংশন-কাটিহার হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৪) **১৫৬৫৭** দিল্লী-কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেইল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৮.২০২৫, ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫) মোকামা-বারাউনি জংশন-কাটিহার হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৫) **১৫৬৫৮** কামাখ্যা-দিল্লী ব্রহ্মপুত্র মেইল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫) কাটিহার-বারাউনি জংশন-মোকামা হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৬) **২২৫০১** এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৮.২০২৫) রামপুরহাট-ভাগলপুর-জামালপুর-খগড়িয়া-কাটিহার-বারসোই হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। (৭) **২২৫০৩** কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫) রামপুরহাট-ভাগলপুর-জামালপুর-খগড়িয়া-কাটিহার-বারসোই হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে।

● **ট্রেন-এর পুনর্নির্ধারণ ঃ** (১) **১২৩৪৫** হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৩.০৮.২০২৫) ০৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫) ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) **১৩১৪৮** বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) **১৩১৭৩** শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫ ১২.০৮.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) **১৫৬৪৩** পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৮.২০২৫) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে।

● **ট্রেন-এর সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরুঃ** (১) **১৩০১১** হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৮.২০২৫, ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫) রামপুরহাট-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) **১৩০১২** মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.০৮.২০২৫, ১২.০৮.২০২৫, ১৩.০৮.২০২৫) রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

দিঘিতে নেমে মৃত্যু কিশোরের

বেলাকোবা, ১২ এপ্রিল : রাজগঞ্জ ব্লকের কুন্দরদিঘিতে স্নান করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক নাবালকের। মৃতের নাম বাপি রায় (১৪)। বন্ধুদের সঙ্গে দিঘিতে স্নান করতে নেমেছিল বাপি। সেটাই কাল হল! গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শনিবার গঙ্গাপুজো। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার মেলার আয়োজন করা হলেও এদিনের ঘটনার পর তা বাতিল হয়ে যায়। মৃতের কাকা লক্ষ্মণ রায় বলেন, 'মেলা কমিটির নজরদারি থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না।' কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাপির বাবা বাহাদুর রায়। প্রত্যক্ষদর্শী লক্ষ্মণ রায় বলেন, 'বন্ধুরা প্রথমে ভয়ে ঘটনাটি চেপে যায়। পরে ঘটনাটি জানাজানি হতে গ্রামবাসীরা নদীতে তল্লাশি করে বাপিকে উদ্ধার করেন। এরপর দিঘিতে স্নান বন্ধ করে দেওয়া হয়।' মেলা কমিটির সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ রায়ও একই কথা জানালেন। বাপিকে উদ্ধারের পর ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। কিশোরের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা বাপিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিশ্বজিতের দাবি, 'দিঘিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তবে এদিনের ঘটনার পর রবিবারের মেলা বাতিল করা হয়েছে।' বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি কেসাং টি লেপচা বলেন, 'দিঘির নীচে কাদাযুক্ত মাটি ছিল। সেই কাদাতে কিশোরটি আটকে যায়। সব অনুমতি নিয়ে মেলা কমিটি সবটা আয়োজন করেছিল।' সেখানে সিভিক ভলান্টিয়ার সহ পুলিশ পেট্রলিংয়েরও ব্যবস্থা ছিল।

ভারোত্তোলনে সোনা সিভিক তরুণীর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১২ এপ্রিল : কথায় আছে যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। ময়নাগুড়ির মেয়ে বছর ২২-এর সংঘমিত্রা রায় যেন তারই এক উদাহরণ। দিনে সিভিক ভলান্টিয়ারের ডিউটি ও রাতে মুদিখানার দোকান সামলে তিনি খেলার মাঠেও অপ্রতিরোধ্য। সম্প্রতি মালদায় আয়োজিত নবম নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসে মহিলাদের ৬৩ কেজি পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় তিনি সোনা জিতেছেন। সংঘমিত্রার হাত ধরেই স্টেট গেমস-এ জলপাইগুড়ি জেলায় সোনার পদক এল। তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত দক্ষিণ ভুসকাডাঙ্গার বাসিন্দা।

ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এবং বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৭ এপ্রিল থেকে মালদায় স্টেট গেমস শুরু হয়েছিল। সেখানেই সংঘমিত্রা এই জয় পেয়েছেন। তবে শুধু এবার নয়, গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি একের পর এক পদক জিতেছেন। আগামীদিনে ওই তরুণী দেশের হয়ে খেলতে

সংঘমিত্রা রায়।

চান। তাই তাঁর কথায়, 'রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় পদক পেয়ে বেশ ভালো লাগছে। তবে আগামীদিনে দেশের হয়ে খেলাই আমার প্রধান লক্ষ্য।'

সংঘমিত্রার বাবা তুষারকান্তি রায় কৃষক। বাবা, মা শিপ্রা রায় ও চার ভাইবোন মিলে তাঁর পরিবার। অভাবের সংসারে পাওয়ার লিফটিং প্রশিক্ষণ, নিয়মিত অনুশীলন সহ খেলার পোশাক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচুর খরচ। অন্যদিকে, সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে পাওয়া বেতনের পুরোটাই সংসারে দিতে হয়। তাই পাওয়ার লিফটিংয়ের জন্য বাড়তি অর্থ জোগাতে সংঘমিত্রা বাড়ির সামনে মুদিখানা চালান। ডিউটি ও দোকানের ফাঁকে তিনি নিয়মিত কঠোর অনুশীলন করেন। ময়নাগুড়ির এক সমাজকর্মী রামমোহন রায় সংঘমিত্রাকে সবসময় নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। সহকর্মীর এই সাফল্যে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'সংঘমিত্রা আমাদের জেলার গর্ব। আগামীদিনে আমরা সকলে সব সময় ওঁর পাশে থাকব।'

আজ টিভিতে

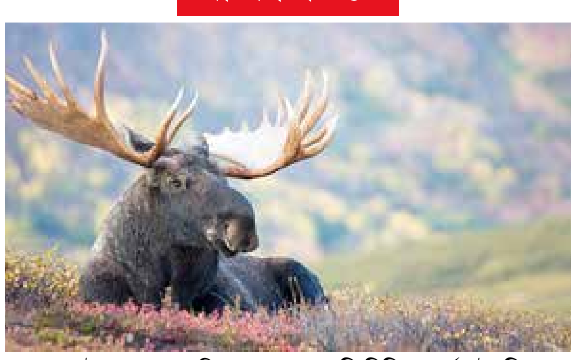

ওয়াইল্ড আলাস্কা বিকেল ৫.৩৪ সোনি বিবিস আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আমাদের সংসার, ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.১৫ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৭.১৫ বড় বউ, রাত ১০.১৫ ফিদা, ১.০০ অমানুষ-টু
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৩০ দেবী, সন্ধে ৭.৫০ জামাই ৪২০, রাত ১০.১৫ বলো না তুমি আমার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বাজি, দুপুর ২.৩০ বিরোধ, বিকেল ৫.৩০ আসল নকল, রাত ১০.০০ মৌচাক, ১২.৩০ প্রথম কদম ফুল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শেষ অঙ্ক, সন্ধে ৭.৩০ প্রথমা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব, রাত ৯.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৭ গদর-টু, বিকেল ৩.২৯ চন্দু চ্যাম্পিয়ন, সন্ধে ৬.১৬ ভালাত্তি, রাত ৮.৩০ রথনম, ১১.৩৩ দবং-থ্রি
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৮ কৃশ-থ্রি, দুপুর ১.৫১ অখণ্ড, বিকেল ৫.০৪ হিম্মতওর, রাত ৮.০০ মিস্টার ইন্ডিয়া, ১১.৩৭ বচ্চন পান্ডে
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৪ ছত্রিওয়ালি, দুপুর ১.১০ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, বিকেল ৩.২৩ তলাশ : দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও, ১০.৫৬ উঁচাই
রমেডি নাউ : দুপুর ১২.০৩ রানওয়ে ব্রাইড, বিকেল ৩.৩৪ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, ৫.২০ বুকস্মার্ট, সন্ধে ৬.৫৬ দ্য গ্রেট ডিক্টেটর, রাত ৯.০০ ড্যাডি ডে ক্যাম্প

মৌচাক রাত ১০.০০ জি বাংলা সিনেমা

উঁচাই রাত ১০.৫৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

জাঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৬.৪৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

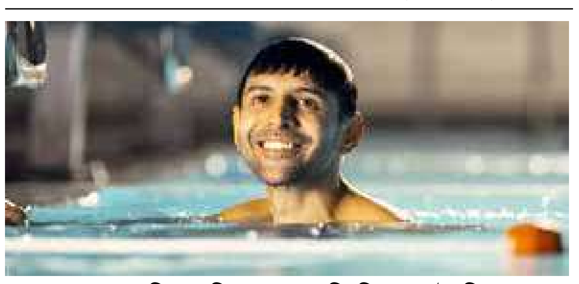

চন্দু চ্যাম্পিয়ন বিকেল ৩.২৯ জি সিনেমা এইচডি

কর্মখালি

Wanted one A.T in permanent vacancy having qualification B.Sc(Pure) B.Ed. Apply with two sets of testimonials duly self attested within 15 days from the date of publication by Registered/ Speed Post to the Secretary, ST.IGNATIUS HIGH SCHOOL(H.S), Vill + Post Majlispur, Via Kanki, Distt- Uttar Dinajpur. Pin-733209, Pay Scale as per Ropa-2019.N.B. Incomplete & late application shall be summarily rejected.(M-115338)

Public Notice

As per rules and regulations of government of India all Medical records older than 3 years will be destroyed.
Basu's Clinic Healthcare Pvt. Ltd.

Public Notice

The General Public is hereby informed that my client Pranab Kumar Roy S/o. Lt Tarapada Roy acquired land measuring 480 Sq.ft by way of Gift Deed being No. 2287 year 2024 A.D.S.R Siliguri recorded in L.R Khatian no 1613, L.R Plot No 2032 at L.R Mouza Siliguri Purba, Dist Darjeeling from 1. Smt Amita Roy 2. Suvajit Roy, 3. Dipanwita Das, through their appointed Attorney & self Nivedita Dey D/O. Lt Dilip Kumar Roy under General Power of Attorney being No I - 1450 for the year 2021 registered at A.D.S.R Siliguri. Now my client applied for recorded his name in L.R Khatian before B.L & L.R.O Siliguri, Darjeeling.

If anybody is having any objection, claim, interest, dispute for the above intended sale transaction, he/She/they may contact the undersigned with the documentary proof substantiating his/her objection/claim/details within 7 [Seven] days from the date of this publication and thereafter no claim/objection/disputes will be entertained.

[Pintu Dey Sarkar]
Advocate
At. Ambari Falakata
P.O. Kamarvita
Dis. Jalpaiguri
Pin No 735135
Mobile - 9832443307
9933098591

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. এপি/ইএল/৩৪/২৪-২৫ তারিখ: ০৯-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/৩৪/২৪-২৫। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে: ইহার জন্যে বৈদ্যুতিক কাজ: কামাখ্যাগুড়িতে - ৮ ইউনিট, শামুকতলা রোডে - ৮ ইউনিট এবং জোরাইতে - ৪ ইউনিট, মোট ২০ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ১৬,৫৪,২৫৪.১২/- টাকা। বায়না রাশি: ৩৩,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০২-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি) আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের রাজমহল (আরজেএল) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পে-ইউজ-২৫-০৪। অকশন শুরু ঃ ২৮.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-১। স্টেশন ঃ রাজমহল। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-17/2025-26) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের ইনস্টলেশন ও অপারেশ-এর জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনে ০৫ বছরের জন্য "ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের ইনস্টলেশন ও অপারেশ-এর" জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ এলএমজি-ডব্লিউভিএম-০৩-২৫, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এলএমজি-এলএমজি-ডব্লিউভিএম-২১-২৫-১ (মিক্স-স্ট্যাটিক-সার্ভি সেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন))	লামডিং ডিভিশনের অধীনে ৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য ১৩টি রেলওয়ে স্টেশনের নির্দিষ্ট/চিহ্নিত স্থানে ৩৬টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন ও পরিচালনা

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম

এসএলআর লিজিং -এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিবরণ ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল। ট্রিপস/দিনঃ ৭৩০

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ এসএলআর-লিজিং-০৫৩

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি
এএ/১	০৫৮৯৪-এসএলআর-এফ২-আরপিএএন-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/২	০৫৮০৩-এসএলআর-এফ১-এনবিকিউ-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৩	১৫৭০৪-এসএলআর-আর১-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৪	০৫৮৯৪-এসএলআর-আর১-আরপিএএন-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৫	০৫৮৯৪-এসএলআর-এফ১-আরপিএএন-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৬	১৫৭০৪-এসএলআর-এফ২-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৭	১৫৭০৪-এসএলআর-এফ১-বিএনজিএন-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৮	০৫৮০৩-এসএলআর-এফ২-এনবিকিউ-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)
এএ/৯	০৫৮০৩-এসএলআর-আর১-এনবিকিউ-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৯-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.৫০ ঘণ্টা। এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১০-০৪-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবে প্রকাশিত হয়েছে।
ডিআরএম (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালদা ডিভিশনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ
সংশোধনী

মালদা ডিভিশনের মালদা টাউন-বারহারওয়া শাখার বোনিডাঙ্গা ও তিলডাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে ১৭.০৪.২০২৫ তারিখে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে ঃ "১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস"-এর পরিবর্তে ১২৩৬৩ কলকাতা - হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৭.০৪.২০২৫) পথিমধ্যে ৬০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অন্যান্য সমস্ত নির্দেশাবলী একই থাকবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

নিউ তিনসুকিয়া এবং এসএমভিটি বেঙ্গালুরুর মধ্যে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ রেলের চলাচল

গ্রীষ্মকালীন ২০২৫ এর সময়ে রেলযাত্রীর অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে রেল নং. ০৫৯৫২/০৫৯৫১ নিউ তিনসুকিয়া- এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়ার মধ্যে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ রেল (টিওডি) চালানোর জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে দেওয়া হল:

রেল নং ০৫৯৫২ নিউ তিনসুকিয়া থেকে ১৭-০৪-২০২৫ থেকে ২৬-০৬-২০২৫ পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার) ট্রিপস = ১১ টি
রেল নং ০৫৯৫১ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২০-০৪-২০২৫ থেকে ২৯-০৬-২০২৫ পর্যন্ত (রবিবার) ট্রিপস= ১১ টি

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
বৃহস্পতিবার	---	১৮.৪৫	নিউ তিনসুকিয়া	১৩.৫০	---	বুধবার
	১৯.৫০	২০.০০	ডিব্রুগড়	১২.৩০	১২.৪০	
	২২.২৭	২২.৩২	নর্থ লখীমপুর	১০.১০	১০.১৫	
শুক্রবার	০১.১২	০১.১৭	রঙ্গাপাড়া নর্থ	০৭.১০	০৭.১৫	
	০৩.২৫	০৩.৫০	রঙ্গিয়া	০৪.৩৫	০৫.০০	
	০৫.৪০	০৫.৪৫	নিউ বঙ্গাইগাঁও	০২.৪৩	০২.৪৮	
	১১.০৫	১১.১৫	নিউ জলপাইগুড়ি	২০.৪৫	২০.৫৫	মঙ্গলবার
	১৬.০৫	১৬.১৫	মালদা টাউন	১৭.০৫	১৭.১৫	
শনিবার	০১.৩০	০১.৪০	খড়গপুর জংশন	০৯.১০	০৯.২০	
	১৩.৩০	১৩.৪০	বিজয়নগরম জংশন	২২.৫০	২৩.০০	সোমবার
রবিবার	০৯.০০	---	এসএমভিটি বেঙ্গালুরু	---	২৩.২০	রবিবার

গঠনঃ থ্রীপার শ্রেণী (বিশটি), ডিএসএলআর (দুটি) = ২২ টি আইসিএফ কোচ।
অন্যান্য বাণিজ্যিক ষ্টপেজসমূহ: ধেমাজি, হারমতী, বিশ্বনাথ চারালি, বরপেটা রোড, কোকরাঝার, নিউ কোচবিহার, আলুয়াবাড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, নিউ ফারাক্কা জংশন, রামপুর হাট, বোলপুর শান্তিনিকেতন, বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, ভদ্রখ, কটক, ভুবনেশ্বর, খুর্দা রোড জংশন, ব্রহ্মপুর, পালাসা, শ্রীকাকুলাম রোড, কোট্টাভয়ালসা, পেন্দুর্তি, সিংহচলম নর্থ, দুয়াডা, বিজয়ওয়াড়া জংশন, গুডুর জংশন, পেরাম্বুর, কটপাদি জংশন, জোলারপেট্টাই।
মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

কম খরচে নববর্ষে প্রিয়জনকে 'শুভেচ্ছা' জানাতে আজই চলে আসুন
উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে অথবা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর বিজ্ঞাপনগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।
এছাড়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও ৯০৬৪৮৪৯০৯৬ 'শুভেচ্ছা' বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন
বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৫

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

অপারেশন সহ পাম্প-মোটর সেট-এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/১১_২০২৫/কে/৬২, তারিখঃ ১০-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ১১_২০২৫, কাজের নামঃ কাটিহারে দুই (০২) বছর সময়কালের জন্য কাটিহারের নিউ কলোনী জল নিষ্কাশন পাম্প, গোশালা জল নিষ্কাশন পাম্প ও কোশী পাম্প-এ পাম্প সেট-এর অপারেশন সহ বিভিন্ন মেক ও ক্ষমতার পাম্প-মোটর সেটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৬,৭৭,১৯১ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৯৩,৬০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৪৯, তারিখ ০৯.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনে সি/ডব্লু-তে বাকি থাকা বৈদ্যুতিক কাজ "আইসিসিপিএন সুইচের বদলে এমসিবি/এমসিসিবি -র ব্যবস্থা সহ এসপি, এসএসপি, এসএস এবং টিএসএস-এ আলোকসজ্জা ও নিরাপত্তার উন্নয়ন।" টেন্ডার মূল্য ঃ ৩৯,৯৮,৯৩৬.৯৫ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৮০,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৪.২০২৫ থেকে ০১.০৫.২০২৫ তারিখের দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-19/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
JAAT (H)
*ing Sunny Deol, Randeep Hoda
Timings : 12:30, 3:30, 6:30
A.C / Dolby Digital

Tuition

■ CBSE, ICSE, 5-6 (All-Sub), 7-10 (Eng, Beng, S.St etc.) 11-12 (Eng, Beng, Hist, Pol Sc.) by Exp. Tcr. (M.A- Triple, B.Ed) Slg. M : 9564244215. (C/116033)

স্পোকেন ইংলিশ

■ দুই মাসে নির্ভুল ইংরেজি বলতে শেখার প্রবীণ শিক্ষকের বিস্ময়কর সহজ পদ্ধতি। M : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/116030)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116034)

ভাড়া

■ গোডাউন বা স্টোর ভাড়া দিতে চাই। রাস্তার পাশে, শিলিগুড়ি। Ph. No. 6296607609. (C/116114)
■ Available Garage/Shop 150 sq.ft in Jalpaiguri near Kadamtala. Rent/Call 8918746436.(K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, ফারাবাড়ি, আদর্শপল্লি হাটে 4.5 কাঠা জমি বিক্রয়। উত্তর ও দক্ষিণে রাস্তা, দোকান/স্টল, মার্কেট পজিশন। প্রতি কাঠা ২০ লাখ টাকা। যোগাযোগ - 98324-65894. (C/115745)
■ Shop No. 10 to 19 (1946 sq.ft) at Nilkamal Plaza, 2nd Floor, H.C. Road, Opp : Meghdoot Cinema Hall, Siliguri. M : 7602846829.Time- 10A.M. to 4P.M. (C/116042)
■ আসবাবপত্র সহ মুদি পণ্য বিক্রয় সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ : 9073386399. (C/115721)
■ Flat for sale in Gate Bazar, Shaktigarh, Millan Pally, & Sukantapally- 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK. Mo. - 9832890545, 9064090513. (C/115795)
■ 3 BHK flat, Near Sagar Dighi, Cooch Behar Town with modular kitchen & Garrage for/ Sale. M : 9434813546.
■ Sale 2 BHK flat+2 bathroom 110 sq.ft common garage Deshbandhupara, Contact 8334913112. (K)
■ শিলিগুড়ি ঘোগোমালি নিকটে ৩৬ নং ওয়ার্ড-এ ৩ কাঠা জমি সহ বাড়ি অতি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ : 9832489203. (K)

বিক্রয়

■ 2 BHK, 650 flat, 3rd floor, for sale at Bagha Jatin Park, Slg. M : 9434725926. (C/114800)
■ ইস্টার্ন বাইপাস কানকাটা মোড় থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর-সাহুডাঙ্গি মেইন রাস্তার ওপর ২ কাঠা থেকে ৩০ কাঠা পর্যন্ত জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। (শিলিগুড়ি) 93324-92359. (C/116039)
■ জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় হাটের পাশে ৩ কাঠা ফাঁকা বাস্তু জমি বিক্রয়। M : 7908604517. (C/115804)

ক্রয়

■ A real estate firm, with 12 years of experience, is looking for a joint venture opportunity for development.Interested in land area of about 20 Katha upto 50 katha, preferably for a residential or a commercial project. Preferred area is Matigara, Shiv Mandir, Medical. Open for outright purchase also. Brokers please excuse. Pradip Lakhotia 7908182128, 9434045022. (C/116034)
■ শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় খতিয়ানভুক্ত ২ থেকে ২.৫ কাঠা জমি চাই, দালাল দরকার নহে।8509068645. (C/116114)

কর্মখালি

■ হোসিয়ারি এবং রেডিমেড ডিস্ট্রিবিউশন হাউসে কাজের লোক চাই। (M) 9832036942, 8509841678. (C/116036)
■ 1) Senior Accountant- Salary-15,000/-, 2) Part Time Accountant-Salary-8,000/-. (M) 9832302437. (C/116036)
■ Anandam Preschool needs Center Head & Female teachers for Siliguri. W/App CV : 7407452164.
■ SIP Abacus Siliguri Hakimpara inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Send your bio-data @ 9064042757 for interview. No call will be entertained. Prefer www.sipabacus.com for details. Training Cost Included with 100% Job Gurantee. (C/115294)
■ Wanted Female Salesman Tea Exclusive Showroom requires young, smart girls (below 25yrs). Salary negotiable. Call : 8388823922. (C/115772)
■ শীঘ্রই প্রয়োজন-১) হাউসকিপিং, ২) হিসাবরক্ষক, ৩) ডিপ্লোমা সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়ার : বিল্ডিং ওয়ার্কসে অভিজ্ঞতা। (M) 6294594693, 9434059042. (C/116042)

কর্মপ্রার্থী

■ স্ক্র্যাবার প্যাডের সেলসম্যান চাই, না টার্গেট, না ফুলটাইম। কিনুন-বেচুন নিজেই করুন। মোঃ ৮০১৬৩২১২০৬, শিলিগুড়ি। (C/115800)
■ দিনহাটা, পশারিহাট, নিশিগঞ্জ, ধূপগুড়ি এইসব এলাকাতে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে (ফার্মা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রেফারেবল) চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9999328241. (C/114680)
■ ৮ম শ্রেণি, 25 বৎসরের নীচে, লজের রুম দেখাশোনার জন্য শিলিগুড়ির বাহিরের একজন ছেলে দরকার। থাকা, খাওয়া ফ্রি। ত্রিপুরা লজ, এস.এফ রোড, শিলিগুড়ি। (C/116107)

Urgently Hiring : Sales Head and Chemist- Packaged Drinking Water

■ A packaged drinking water plant in Siliguri is looking for an experienced Sales Head and Chemist. Only candidates with proven experience in packaged drinking water will be considered. Attractive salary for the right candidate. Office Location : Siliguri. Contact : 9741507676. Call between Monday to Friday, 11 A.M. to 6 P.M. (C/116036)

কর্মখালি

■ প্রসিদ্ধ কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি 'কুচিনা' তাদের শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চে ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণ/তরুণেরা আবেদন করতে পারেন। Fixed Salary 10,000/-+উচ্চমাত্রায় কমিশন দেওয়া হবে। সরকারি চাকরির ন্যায় PF+ESIC+Pension ইত্যাদির সুবিধা আছে। Ph : 8116602333. (C/116030)
■ রেস্টুরেন্টে বাসন ধোয়া-মাজার, ঘর পরিষ্কারের জন্য ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন-8000/-. (M) 9832543559. (C/116038)
■ ইংরেজি লেখক আপনি? ইংরেজিতে সাত্যিই আত্মবিশ্বাসী, পারদর্শী হলে ২০০০০/- স্যালারি। কোচবিহারে। ৮৯১৮৬১৫৮০২. (C/116109)

TEACHER REQUIRED
Wanted A/Teachers for
MODELLA NURSERY SCHOOL
at Church Road Siliguri for the preparatory section, should be proficient in English and Hindi. Preferably BA or MA in English with Hindi as a subject. Eligible candidates may appear for the interview on 14th April at 10 a.m. onwards with CV at Church Road, Siliguri.
-Headmistress, MNS.

কর্মখালি

■ বিজ্ঞাপন সংস্থায় (Outdoor advertising)-এ marketing ও back office কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষিত ছেলে কাম্য। যোগাযোগ- Ambika Ad Agency, Siliguri, 9832084143, 9775573081, angkurmoulik@gmail.com

কর্মখালি

■ Need expert Salesman for Water Filter & Kitchen Chimney. B.S.Enterprise, Siliguri. Mo. 8101266911. (C/116029)
■ Vacancy for Property Verification (age above 25). Ph : 7044562661. (K)

SHYAM STEEL
invites resumes for role of
FRONT OFFICE RECEPTIONIST
Office @ SF Road, Siliguri, SALARY : NEGOTIABLE.
Only candidates with exp. of minimum 2 years to apply.
APPLY northbengalsteels@gmail.com sandeeppaul198828@gmail.com

JOB OPPORTUNITY
HIMALAYAN ENDEAVOUR GROUP, SILIGURI
FOR SENIOR ACCOUNTS EXECUTIVE:
B.Com / M.Com / CA Inter with minimum experience of 7-8 years in Accounts and Finance and also well versed with GST, TDS, EPF, ESI and other accounting and financial activities. Knowledge of Tally Software is must.
PAY SCALE: As per the Industry standard. Interested candidates meeting the above criteria are advised to submit their resume along with contact number within 7 days of this advertisement.
E-Mail: himalayanendeavourhr@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা সহ রাজ্যের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখের দিন পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

উদ্বোধন

সোদপুরে শনিবার বেসরকারি উদ্যোগে আরও একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনপ্রিয়তা বাড়ছে

মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০.৯৫ লক্ষ অ্যান্ড্রয়েড এবং ৬৪ হাজার আইফোন গ্রাহক এই অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন।

পিটিয়ে খুন

ভাঙড়ে মোবাইল চোর সন্দেহে পিটিয়ে এক তরুণকে খুনের অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওয়াকফ বিক্ষোভে মদত তৃণমূলের, বললেন দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে রাজ্যের নানা জায়গায় হিংসাত্মক আন্দোলনের পিছনে শাসকদল তৃণমূলের প্রচ্ছন্ন মদত আছে বলেই অভিযোগ বিরোধী দল বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীর আন্দোলন চাপা দিতেই শাসকদল তৃণমূল ভিতরে ভিতরে এই অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন যাতে শহর ও গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে না পড়ে, প্রচারের শিরোনামে না আসে, তার জন্যই শাসকদলের এই অপপ্রয়াস। শাসকদল তৃণমূলের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ রিপোর্ট দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অমিত শা ও তাঁর মন্ত্রকের কাছে পাঠাচ্ছে রাজ্যের গেরুয়া শিবির। পাশাপাশি এই পরিস্থিতিতে পালটা আন্দোলন ও প্রচারের পথে যাচ্ছে দল। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের প্রশ্ন, সারা দেশের আর কোনও রাজ্যে তো ওয়াকফ নিয়ে এরকম আন্দোলন হচ্ছে না, শুধু বাংলায় কেন, এটা বুঝতে হবে? আসলে রাজ্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির জন্যই রাজ্যের ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষকর্মী তাঁদের চাকরি হারিয়েছেন। এটা জলের মতো স্পষ্ট। বাংলার মানুষের কাছে সরকার ও তৃণমূলের দুর্নীতির মুখোশটা খুলে গিয়েছে। চাকরিহারারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে রাস্তায়। তাই নিয়েই দিশাহারা সরকার ও তৃণমূল। মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই শাসকদল তৃণমূল ওয়াকফ আইন নিয়ে আন্দোলনকারীদের তলে তলে মদত দিচ্ছে।

দিলীপ বলেন, 'অতীতে সিএএ-র বিরুদ্ধে কী ধরনের হিংসাত্মক আন্দোলন এই রাজ্যে হয়েছে, রাজ্যের মানুষ তো ভোলেনি। তার পিছনে কাদের মদত ছিল? দিলীপের অভিযোগ, এবারও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা বলছেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর করা হবে না। একদিকে হিংসা দমনের কথা বলছেন, অন্যদিকে এসব বলে পরোক্ষে উৎসাহিত করছেন আন্দোলনকারীদের।'

জাল ওষুধ বিক্রি

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : উল্টোডাঙার মুচিবাজার এলাকার দুই সংস্থার গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে শুক্রবার জাল ওষুধ বিক্রির প্রমাণ মেলায় গোডাউন সিল করে দিলেন রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোলের অফিসাররা। সংস্থা দুটির লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'সার্টিন ট্যাবলেট' ও 'লেভিপিল' ওষুধ জাল করে বিক্রি করা হচ্ছিল বলেই এই দুই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশ থেকে জাল ওষুধ নিয়ে এসে এই রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে পাইকারি মূল্যে পাঠানো হত। কলকাতায় তেমন চাহিদা না থাকলেও বিহার, ওডিশা ও ঝাড়খণ্ডে ওষুধ দুটির ব্যাপক চাহিদা, এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসাররা।

গাজন উৎসবের দুই মুহূর্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গুরুদাস নগরে এবং বীরভূমের ধর্মরাজ মন্দিরের সামনে। শনিবার আবির চৌধুরী এবং পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

চাকরিতে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তার ঘোর কাটছে না

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ও আইনজীবীরা

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ শনিবার থেকেই ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থানে বসেছেন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে তিন চাকরিপ্রার্থী অনশন করছেন। চাকরিহারাদের মতে, 'শিক্ষামন্ত্রী কোনও আশার আলো দেখাতে পারছেন না। রাস্তায় আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি লড়াই সঠিক না হলে আমাদের পক্ষেও বাঁচা অসম্ভব।'

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে চাকরিহারারা আইনজীবীদের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে আলোচনাসাপেক্ষে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিনই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ফের আইনজীবীদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারও। ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ ও যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করলে আইনত কোনও জটিলতা হতে পারে কি না, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি স্কুল সার্ভিস কমিশন বা স্কুলশিক্ষা দপ্তর।

স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। আইনগত জটিলতা না থাকলে আগামী সপ্তাহে অফিস খুললেই তা প্রকাশ করা সম্ভব বলে মনে করছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে সিবিআইয়ের কাছে পাওয়া ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করলে আইনগত জটিলতা হতে পারে কি না, তা নিয়েও দফায় দফায় আলোচনা চলছে। স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার এই ইস্যুতে নতুন করে কোনও বিতর্ক তৈরি করতে চাইছে না। আগামী সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করতে চলেছে রাজ্য। তাই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

অবস্থানে চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। শনিবার গান্ধিমূর্তির পাদদেশে।

> শিক্ষামন্ত্রী কোনও আশার আলো দেখাতে পারছেন না। রাস্তায় আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি লড়াই সঠিক না হলে আমাদের পক্ষেও বাঁচা অসম্ভব।
>
> **চাকরিহারা শিক্ষকরা**

নবান্ন সূত্রে খবর, ওয়াকফ সংশোধনী আইনবিরোধী আন্দোলনে রাজ্যের বেশকিছু জায়গা অশান্ত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। দু-একদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করছেন নবান্নের কর্তারা। ততদিনে নববর্ষের পর অফিস খুলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একদফা চূড়ান্ত বৈঠকের পর আগামী সপ্তাহেই রিভিউ পিটিশন দাখিলের পথে হাঁটবে রাজ্য।

১৭ এপ্রিল অগ্নিপরীক্ষার ওপর চোখ সরকারের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : চাকরিতে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তার ঘোর কাটছে না চাকরিহারা ও সরকার উভয়পক্ষেরই। চরম তৎপরতা রয়েছে সব পক্ষেরই, তবু সবারই আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে চাকরিহারাদের চাকরিতে ফেরানো নিয়ে। অনেকেই একটা বিষয়ে একমত যে, নতুন কোনও তথ্য সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে জানানো সম্ভব হচ্ছে না। রায়ের আগে সুপ্রিম কোর্টে যা যা তথ্য পেশ করা হয়েছিল, সেটাই আবার পেশ করা হবে। তার ওপর বিচার করেই তো সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের। তাহলে আর পুরোনো তথ্য আবার সুপ্রিম কোর্টে পেশ করে ফল মিলবে কি? আইনজ্ঞরা বলছেন, ফল মেলার আশা খুবই কম। খুব আশাবাদী রাজ্য সরকারও নয়। শিক্ষামন্ত্রী তবু বলেছেন, 'আমরা আশাবাদী।'

শনিবারও নবান্ন প্রশাসনে এই নিয়ে চরম তৎপরতার মাঝে কিছুটা হলেও আশার 'ক্ষীণ' আলো দেখছেন রাজ্য প্রশাসনের একাংশ। তাঁদের নজর সুপ্রিম কোর্টে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নয়া আর্জির ওপর। যার শুনানি রয়েছে ১৭ এপ্রিল। এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক মন্তব্য করেন, '১৭ এপ্রিল যেন সরকার ও চাকরিহারাদের 'অগ্নিপরীক্ষা'। সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তবু পর্ষদের আর্জিতে সুপ্রিম কোর্ট সাড়া দিলে সরকার ও চাকরিহারারা খুব উজ্জ্বল না হলেও এই অবস্থায় একটা সাময়িক দিশা অন্তত খুঁজে পাবেন।'

দ্রুত বিল অনুমোদনের দাবি

বোসকে চাপ দেবে নবান্ন

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : রাজ্যপাল পদে সিভি আনন্দ বোস আসার পর থেকে ২৩টি বিল অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই বিলগুলির অধিকাংশই এখনও আটকে রয়েছে। তার মধ্যে চারটি বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্যপাল দ্রুত ওই বিলগুলি ছেড়ে দেবেন বলেই মনে করছেন রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা।

যদি দ্রুত ওই বিল রাজ্যপাল না ছাড়েন, সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ওই নির্দেশিকা স্মরণ করিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দিতে পারেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আগামী ১০ দিন রাজ্যপালের জন্য অপেক্ষা করবে রাজ্য প্রশাসন। এর মধ্যে ওই বিলগুলিতে রাজ্যপাল অনুমোদন না দিলে বা রাষ্ট্রপতি আটকে রেখে দিলে পরবর্তী পদক্ষেপের পথে হাঁটবে নবান্ন।

শনিবারই তামিলনাড়ু সরকারের করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল রাষ্ট্রপতি অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারেন না। তিন মাসের মধ্যে ওই বিলে অনুমোদন দিতে হবে অথবা বিলের ব্যাখ্যা চেয়ে তা ফেরত পাঠাতে হবে। অপরাজিতা বিল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানো সহ ২৩টি বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিল পরিষদীয় দপ্তর।

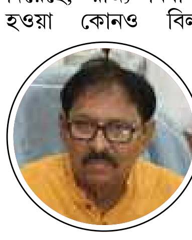

> আমরা কয়েকদিন রাজ্যপালের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করব। এর মধ্যে রাজ্যপাল বিলগুলিতে অনুমোদন দেবেন বলেই আমরা আশা করি। না হলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রাজ্যপালকে আমরা মনে করিয়ে দেব।
>
> **বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়**
> *অধ্যক্ষ, বিধানসভা*

তার মধ্যে অপরাজিতা বিল গত বছর ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর অনুমোদনের জন্য রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যপাল ৭ সেপ্টেম্বর ওই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে ওই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে তিন মাসের বেশি সময় আটকে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই বিলের দ্রুত অনুমোদনের জন্য রাজভবনের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে নবান্ন।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছি রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি অনন্তকাল ধরে কোনও বিল আটকে রাখতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টি এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমরা কয়েকদিন রাজ্যপালের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করব। এর মধ্যে রাজ্যপাল বিলগুলিতে অনুমোদন দেবেন বলেই আমরা আশা করি। না হলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রাজ্যপালকে আমরা মনে করিয়ে দেব।'

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিলগুলিতে রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি দ্রুত অনুমোদন দিয়ে দেবেন বলেই আমরা আশা করি। সেই মতো আমরা কয়েকদিন অপেক্ষা করছি। তার মধ্যে রাজভবন থেকে সদর্থক পদক্ষেপের ইঙ্গিত না পেলে আমাদেরও পরবর্তী পদক্ষেপ ভাবতে হবে।'

বদলি আপাতত নয়, জারি নির্দেশিকা

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের জেরে রাজ্যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি প্রথা বন্ধ রাখল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার রাতে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বদলি নিয়ে নির্দেশিকা দিয়েছিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। ওই নির্দেশিকায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলি হওয়ার সুযোগ পেতেন। মূলত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঠিক রাখার জন্যই এই বদলি প্রথা চালু করা হয়েছিল। শুক্রবারের নির্দেশিকায় ওই নির্দেশ স্থগিতের কথা জানানো হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশিকা না দেওয়া পর্যন্ত ২০২৩ সালের নির্দেশ কার্যকর করা যাবে না বলে স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি ওই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে শিক্ষকদের বদলি নিয়ে নতুন করে আইনি জটিলতা চায় না রাজ্য। তাই আপাতত স্থিতাবস্থা না ফেরা পর্যন্ত কোনও বদলি হবে না বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দাবি মেনে আগামী সপ্তাহেই যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ওই তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে

চাকরি বাতিলের জের

বলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়ে দিয়েছেন। চাকরিহারারা আগামী মাসের বেতন পাবেন কি না তা নিয়ে আইনি পরামর্শ নিচ্ছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এরই মধ্যে শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে স্কুল শিক্ষা দপ্তর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছে।

ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছে রিপোর্ট এসেছে, প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের জেরে স্কুলগুলিতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে। কোনও কোনও স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষকও এই মুহূর্তে নেই। কোন কোন স্কুলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবারের মধ্যেই ওই রিপোর্ট আসতে পারে। এই অবস্থায় গরমের ছুটির মধ্যেই পরিস্থিতি কীভাবে সাময়িক সামাল দেওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

আদালত অবমাননার আইনি নোটিশ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করার পরও তাঁদের রাজ্য সরকার কেন এখনও স্কুলে প্রবেশ করতে দিচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে শনিবার আদালত অবমাননার আইনি নোটিশ পাঠানো হল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সচিব, শিক্ষা কমিশনার, স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) চেয়ারম্যান ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে। নোটিশ দিলেন এসএসসি মামলার মূল মামলাকারী ববিতা সরকার, নাসরিন খাতুন, লক্ষ্মীতুঙ্গা ও আব্দুল গনি আনসারি। শিক্ষা কর্তাদের আইনি নোটিশ পাঠালেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস।

আইনি চিঠিতে মামলাকারীদের অভিযোগ, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জেনেবুঝে সুপ্রিম কোর্টের প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশকে ভঙ্গ করছেন। তাঁরা চাকরিহারাদের এখনও স্কুলে ঢুকতে কোনও বাধা না দিয়ে আদালত অবমাননা করছেন। প্রকৃত ওএমআর শিট প্রকাশের দাবিও এই চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে ববিতা সরকার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায় অবমাননা করে একদল শিক্ষক এখনও স্কুলে যাওয়ায় নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার কপি তো আপলোড হয়ে গিয়েছে। সেই কপি পড়ার ক্ষমতা যোগ্য শিক্ষকদের রয়েছে। তারপরও কী করে তাঁরা স্কুলে যাচ্ছেন। আদালতের রায় মানতে সকলে বাধ্য।' ববিতা আরও বলেন, 'আদালতের রায় অনুযায়ী আমি সব কাজ করেছি। আদালতের রায় পাওয়ার পর একদিনের জন্য স্কুলে যাইনি। ওদের কথা অনুযায়ী, আমার মামলা যেহেতু এখনও মীমাংসা হয়নি, তাহলে তো আমিও স্কুলের চাকরিতে বহাল থাকার অধিকারী। কিন্তু আদালতের রায়ের পর তেমনটা হয় না।'

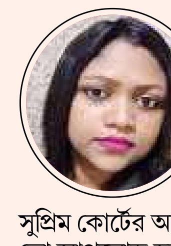

> সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার কপি তো আপলোড হয়ে গিয়েছে। সেই কপি পড়ার ক্ষমতা যোগ্য শিক্ষকদের রয়েছে। তারপরও কী করে তাঁরা স্কুলে যাচ্ছেন। আদালতের রায় মানতে সকলে বাধ্য।
>
> **ববিতা সরকার**

এদিকে, চাকরিহারা শিক্ষকদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের স্কুলে যোগদান সংক্রান্ত স্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। ফলে আদালত অবমাননার কোনও বিষয় এক্ষেত্রে তাঁরা দেখছেন না। আইনজীবী গোপা বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'নোটিশ প্রাপ্তির দু'দিনের মধ্যে রাজ্য ব্যবস্থা না নিলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেব আমরা।' মুখ্যমন্ত্রী বাধা দিচ্ছেন না বলেই বেশিরভাগ চাকরিহারাই স্কুলে যাচ্ছেন, দাবি চাকরিহারাদের একাংশের।

থানা ঘেরাও আজ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : বুধবার কসবা থানায় চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও 'লাথি মারা'-র ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি। রবিবার রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও, প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে। 'লাথি মারা' কাণ্ডে অভিযুক্ত এসআই রিটন দাসের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এদিন স্মারকলিপি জমা দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

শুক্রবার রাতে সল্টলেকে পুলিশ অনশনকারী চাকরিহারাদের কেন পানীয় জল দিতে বাধা দিয়েছে, সেই জবাবদিহিও পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি করেছেন শুভঙ্কর। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত পুলিশ প্রশাসনের মানবিকতা নেই।

হনুমান জয়ন্তীতে পথে তৃণমূল-বিজেপি

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : রামনবমীর পর হনুমান জয়ন্তীতে অস্ত্র, লেজার গান, কালার গান, ডিজে নিয়ে রাস্তায় মিছিল হল কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জেলায়। বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূলেরও একাধিক সংগঠনের তরফ থেকে শোভাযাত্রা পরিচালিত হয় ব্লকে ব্লকে। বিজেপির তরফে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ শনিবার সকাল থেকেই একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিলেন। উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী হাতে গদা নিয়ে 'হনুমান চালিশা' পাঠ করেন শোভাযাত্রায়।

বিজেপির যুব মোর্চার কর্মীদের সঙ্গে নিউটাউনে নিজের বাড়িতে গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করেন সুকান্ত মজুমদার। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির হনুমান মন্দিরে পুজোও দিয়েছেন তিনি। সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে গেরুয়া পতাকা বিতরণ করেন। সম্প্রতি বাসচালকের গেরুয়া পতাকা খুলে ফেলতে বাধ্য হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাস্তায় বিভিন্ন বাসে, অটোতে গেরুয়া পতাকা বেঁধে দেন সুকান্ত। ধর্মতলায় বিজেপি সমর্থকরা সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে গেরুয়া পতাকায় সাজানো জেসিবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

উত্তর কলকাতায় 'শ্রীহনুমান জন্মজয়ন্তী উদযাপন সমিতি'-র উদ্যোগে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। 'হাওড়া কমল সংঘ' দ্বারা পরিচালিত একটি শোভাযাত্রাতেও নেতৃত্ব দেন শুভেন্দু। এছাড়াও তিনি গেরুয়া পতাকায় সজ্জিত কোলাঘাটের দেড়িয়াচক গিরি গোবর্ধনধারী শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত বিগ্রহের আবরণ উন্মোচনে অংশ নেন। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর হাওড়ায় তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর নেতৃত্বে শোভাযাত্রা হয়। হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় কলবাজারে হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সপ্তগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাজির ছিলেন পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কামনাশিস সেন সহ একাধিক পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তৃণমূল বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত জাবলেন, 'আমরা ইদেও থাকি, মহরমেও থাকি, রামনবমীতেও থাকি, আবার হনুমান জয়ন্তীতেও থাকি। আমরা সব উৎসবে সকলের পাশে প্রত্যেক বছরই থাকি।'

হনুমান জয়ন্তীতে রাজপথে উল্লাস ভক্তদের। শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

উত্তরবঙ্গে বাঙালি মেয়েদের শৈশব এবং তারুণ্য কীভাবে পালটে গিয়েছে? বাংলা নববর্ষের একদিন আগে তা নিয়ে আলোচনা উত্তর সম্পাদকীয়র পাতায়।

মেয়েবেলার বদল

বাঙালি নারী ও অর্ধেক আকাশের অধিকার

রুবাইয়া জুঁই

সময়ের পরিবর্তনশীল ধারায় সবচেয়ে কঠিন কাজ নিজের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা। বদলের এই জীবনে রোজ কত কিছুই বদলে যায়; পরিচিত মুখ, পাড়ার কাকিমাদের বিকেলের গালগল্প, মায়াভরা সেই ডাক, মশলার কৌটোতে রাখা খুচরো টাকা-খুচরো স্মৃতি। নগরায়ণের চালচিত্রে গ্রামগুলো যেমন মফসসল হচ্ছে, মফসসলগুলো দিন-দিন শহর। সেরকমই বদলে যাচ্ছে বাঙালি মেয়েদের চিন্তাধারা, জীবনযাপন, কথনশৈলী, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, রন্ধন, সম্পর্কের সমীকরণ।

ছোটবেলায় দেখেছি, শীত পড়লে বিকেলের ক্লান্ত সূর্যের আলোয় পাড়ার কাকিমারা, দিদা-ঠাম্মারা বসে মনের সুখ-দুঃখভরা গালগল্প করছেন। আর মা পিতলের থালায় কাঁচা সুপারি কেটে, বাড়ির গাছের বাংলা পান আর চুন নিয়ে চলে গেলেন তাতে যোগ দিতে। আমরা তখন পাশের মাঠে গোল্লাছুট খেলছি। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে বাড়ির সব কাজ করার পর বরাবর মা সবার শেষে খেতেন। কতদিন দেখেছি মায়ের খাওয়ার জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। এক কাপ চাল, দুটো আলু ফুটতে দিয়ে কয়েকটি লাউডগা এনে কালোজিরে লবণ, রসুন আর লংকা দিয়ে নিমেষেই রান্না করতেন মা। আমি ছোট হওয়ায় সবসময়ই মায়ের ন্যাওটা, ফলে মায়ের তৈরি সেই বিশেষ খাবারে আমার ভাগ থাকতই। যার স্বাদ আজও মুখে লেগে আছে।

এখন বয়সজনিত কারণে মা আর বহুদিন রাঁধেন না। বাড়ির যারা কর্মরত মহিলারা আছি, আমাদের ব্যস্ততম জীবন। মায়ের সেই ধীরেসুস্থে রান্নাটাও বড্ড অস্থির লাগে। তাই হয়তো রান্নাঘর থেকে সরানো হল তাঁকে। শিলনোড়া থেকে উন্নীত হলাম মিক্সারের যুগে। স্বাদটা বড্ড অপরিচিত হয়ে গেল। যেভাবে মায়ের কাছে অচেনা হল পুরো গ্রামটা। সেই আড্ডা-কাকিমারাও আর কেউ কারও বাড়ি যান না, বরং বাড়িতে বসে সিরিয়াল দেখেন। মা খুঁজে চলেন সই-দের খবর! সাদাকালো আলোকচিত্র, অ্যান্টেনা, যাত্রাপালা থেকে সব বিনোদন এখন হাতের মুঠোয়। এই ছবিটা যে শুধুমাত্র গ্রামের তা নয়। এ ছবি গ্রাম-শহর, হিন্দু-মুসলিম সকলের। বাঙালি ভোজনরসিক। কিন্তু সেই ভোজনের ছাঁচেও এখন আমূল পরিবর্তন। আমাদের ছোটবেলায় রবিবার কিংবা কোনও উৎসবের দিনে সকাল থেকে বাড়ির মহিলারা উনুনে রাঁধতেন একের পর এক লোভনীয় সব পদ। পাশাপাশি চলত শিলনোড়ায় মশলা বাটা। সেই পুরোনো রান্নাগুলো আজ যেমন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, সেরকমই আবার এখন যে কোনও ছুটির দিনে, উৎসবে রেস্তোরাঁগুলোতে ভিড় থিকথিক করে।

বাড়িতে রান্নার ঝামেলা এড়াতে মহিলারা এখন ছুটির দিনে হোক বা কোনও সেলিব্রেশনে হোক রেস্তোরাঁর খাবারকেই অগ্রাধিকার দেন বেশি। শুধুই কি শহরে? গ্রামেও দেদার বিকোচ্ছে সদ্য কেরল ফেরত কারও স্পেশাল বিরিয়ানি। পটল চিংড়ি বাটা পালটেছে চাইনিজ মেনুতে। পরিবর্তনের ধারায় ভাত কখন যে হয়ে গেছে ব্রাউন রাইস!

বাঙালি নারী বলতে যে ছবিটি সবার আগে চোখে ভাসে সেটি শাড়ি পরা। আঁচলে চাবির গোছা। হিন্দু হলে কপালে টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর। আবার মুসলিম হলে শাড়ির আঁচল ঢাকা কপাল অবধি। তবে মেয়েদের পোশাকের ক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তন। বাঙালি নারীর শাড়ির আঁচলে যে মায়ামমতা লেপ্টে থাকত, তা যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে কোথাও যেন ফিকে হয়েছে অনেকটাই।

অবশ্য এর অন্য ছবিও রয়েছে। বাঙালি নারীর পোশাক-আশাক, জীবনধারণ কেমন হবে তা যুগে যুগে পুরুষতন্ত্র বলে দিয়েছে। তারা দেহমন ঢেলে সংসারের কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে। দরজায় দাঁড়িয়ে অধীর অপেক্ষা করবে, স্বামীর। কবি নির্মলেন্দু গুণ কবিতায় লিখেছেন- "...আমি চাই/ কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করুক,/ শুধু ঘরের ভেতর থেকে দরোজা খুলে দেবার জন্য।" অবশ্য ভেতর থেকে দরজা খোলার জন্য এখন খুব কম বাঙালি নারীরাই অপেক্ষায় থাকেন বা থাকতে পারেন। কারণ এখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নিম্ন-মধ্য সব শ্রেণির মহিলারাই পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান তালে কর্মরত। তা সে চা বাগানে হোক কিংবা কর্পোরেট হাউসে।

পুরুষতন্ত্রের আস্ফালনের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে অনেক নারী। এখন অ্যান্ড্রয়েড-ইউটিউব-রিলসের যুগে শহর-গ্রামের ভেদাভেদ কোথাও যেন বিলীন হয়েছে। পোশাকেও এসেছে প্রচুর পশ্চিমী ঢল। শাড়ির থেকে এখন বহু মহিলাই জিনস, স্লিভলেস টপে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য কেউ কেউ চিন্তা চেতনায় আধুনিক না হয়ে আধুনিক হয়েছেন পোশাকের রুচিহীনতায়।

আবার অনেক ক্ষেত্রেই পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে মুখের ভাষাতেও এসেছে পরিবর্তন। আগে দুই বাড়ির দুই মহিলা ঝগড়া করলে সেখানে যে ভাষা ব্যবহার হত তা বদলে গিয়েছে খোলনলচে সমেত। ইংরেজি ভাষার তথাকথিত কিছু 'স্ল্যাং' যেন ফ্যাশন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে, আজ থেকে বছর পনেরো আগে দেখতাম এক দিদি সাইকেলের পেছনে বড় কাপড়ের ব্যাগ বেঁধে আমাদের গ্রামে আসতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপড় বিক্রি করতেন। তাঁর ম্রিয়মাণ, অস্বস্তি ভরা মুখ বলে দিত কত প্রতিবন্ধকতা ঠেলে ঠেলে রোজ রাস্তা পেরোতে হত তাঁকে। কিন্তু সেই ছবিটাই আজ অনেকটাই বদলে গিয়েছে, নারী উদ্যোক্তারা পথ দেখাচ্ছেন সমাজকে।

নারী এখন অনেক বেশি শিক্ষায়-কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। আগ্রাসী পুরুষতন্ত্রের মুখে এগুলো সজোরে থাপ্পড়। পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে ক্লান্ত চোখ দুটি বয়ে বেড়ানোর অসুখ কিঞ্চিৎ হলেও নিরাময়ের পথে। বেগম রোকেয়ার ভাষায়, "কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।" আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মায়েদের অর্থাৎ মেয়েদের শিক্ষিত করাই সন্তানের শিক্ষায় সৌকর্য আনার সহজ পথ। সে পথে সমাজ কিন্তু এগোচ্ছে। বাল্যবিবাহ সহ আরও যা যা প্রতিবন্ধকতা পুরুষতন্ত্র চাপিয়ে রেখেছিল নারীর অগ্রগতির সম্মুখপথে, তা অনেকাংশেই ফিকে। তবু কিছু কিছু ঘটনা আজও ঘটে। এই বাংলারই কোনও কোনও প্রান্তে অঝোরে ঝরে যায় কত স্বপ্নের বীজ, শুকোতে শুকোতে অশ্রুহীন হয়ে পড়ে কিশোরীর চোখ। অধিকারের প্রশ্নে নারীর সমতা আজও হয়তো অলীক গোলকধাঁধা।

বাঙালি মেয়েদের একটা বড় অংশ এগোচ্ছে স্বনির্ভরতার আলোকিত রাস্তায়। তবে একটি অদৃশ্য সুতো তাঁরা শক্ত করে হাতে ধরে আছেন। সেই সুতোয় গাঁথা স্বামী, সন্তান, পিতা, সংসার। আজকের সমাজ কিছুটা হলেও বুঝেছে সংসার শুধু রমণীর গুণেই সুখের হয় না, পুরুষের গুণও লাগে।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কের সমীকরণও পালটে গেছে। মহাধুমধামে সাত পাকে বাঁধা পড়েও টিকছে না অনেক বিয়ে। বর্তমানে হুহু করে বেড়ে চলেছে বিবাহবিচ্ছেদের হার। প্রশ্ন কিন্তু উঠছে, তবে কি এখন বাঙালি মেয়েদের কাছে বিবাহের সমীকরণ আলগা হচ্ছে?

তথাকথিত 'ফেমিনিজম'-এর ভুল ব্যাখায় নারীদের একটা অংশই আবার ডেকে আনছেন নারীদের বিপদ। কে কেমন পোশাক পরবেন, কে কী খাদ্যে ক্ষুধা নিরসন করবেন তা ততক্ষণ অবধি তার ব্যক্তিগত বিষয় যতক্ষণ না সেকারণে অন্য কেউ বিব্রত বোধ করেন। স্বাধীনতা যদি শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তা তো অনাকাঙ্ক্ষিত। নারীর মুক্তি বাইরের আড়ম্বর বা চাকচিক্যে নেই। আছে অন্তরাত্মার পরিপূর্ণতায়-শিক্ষায়-প্রজ্ঞায়।

প্রকৃত 'ফেমিনিজম' বলে এ তামাম দুনিয়ার প্রশস্ত আকাশের অর্ধেক যেমন পুরুষের, বাকি অর্ধেক নারীর। নারীকে তার আকাশের অধিকার থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত করেই রাখা হয়েছিল। কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, "বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

আবার কবি কৃষ্ণা বসু 'মেয়ে মানুষের লাশ' কবিতায় লিখেছেন- "মেয়ে মানুষের লাশ।/ আটকে আছে, বেরুতে পারছে না।/ তার মুখ ফেরানো রয়েছে সন্তানের দিকে,/ তার মুখ ফেরানো রয়েছে সংসারের দিকে..."

সময়ের নদীতে পলি জমে জমে একের পর এক প্রজন্মে নারী নিজেকে বদলে নিয়েছে। বাঙালি নারীর অঙ্গীকার হওয়া উচিত নিজেকে উদ্দীপনা উদ্রেককারী রিলসের পণ্য হিসেবে না গড়ে তুলে একজন শিক্ষিত স্বনির্ভর কর্মোদ্যোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। যে পুরুষতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের অর্ধেক আকাশের অধিকার ফেরত চাইতে পারে।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

অকারণ লজ্জা নেই পোশাকে, আচরণে

সুমনা ঘোষদস্তিদার

দু'চোখের জল নরম গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছোট্ট মেয়েটি। দু'পাশে মাথা নাড়িয়ে বলছে, 'আর কখনও স্কুলে পুতুল নিয়ে আসব না। এবার ওকে দিয়ে দাও।' দিদিমণি কপট রাগ দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, 'আর যেন না দেখি কখনও।'

ঠাকুমার সাদা কাপড় ছিঁড়ে তৈরি পুতুল, কাঠিতে সুতো পেঁচিয়ে হাত-পা বানিয়ে কালো সুতোয় চোখ আর লাল সুতোয় সেলাই করে ঠোঁট বানিয়ে দিয়েছেন মা। কালই তো পাশের বাড়ির বন্ধুর পুতুলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ওর বড় পুতুলের। দিদিমণি পুতুল ফিরিয়ে দিলে, দৌড়ে স্কুলের বই নেওয়ার স্টিলের বাক্সে পুতুলকে শুইয়ে দিল বই পেন্সিলের পাশে। স্কুলে মেয়েরা পরিপাটি করে টিফিন নিয়ে আসে। সে বাক্সে কখনও হাত গড়া রুটি, পরোটা, পেটে জেলি ভরা বিস্কুট, পাউরুটি কলা। স্কুল শেষে পাড়ার দিদিদের হাত ধরে হেঁটে বাড়ি ফেরা, কখনও কাঠি বরফ বা হজমি, ঢপের নাড়ু খেতে খেতে।

স্কুল ছুটির পর কেউ বাড়ি ফেরে রিকশায়, কেউ দাদা, কাকা, বাবার সাইকেলে চেপে। বাড়ির সদর দরজায় অপেক্ষায় থাকতেন দাদু। কয়লার উনুনে কড়াই বসিয়ে হলুদ মাখা হাত আটপৌরে শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে মায়ের বকুনি আর মারের হাত থেকে বাঁচতে জেঠিমা, ঠাকুমার পেছনে লুকনো।

যৌথ পরিবারের এ এক পরিচিত ছবি। নতুন বৌদির ওড়না পেঁচিয়ে শাড়ি পরা আর গামছা মাথায় বেঁধে খোঁপা করা, ইটের গুঁড়োয় রান্নার মশলা বানানো, লুচিপাতা, পুঁইশাকের বীজ জলে গুলে ঝোল, এসব খেলার জোগানদারও ওই কম বয়সি কাকিমা, বৌদিরাই থাকতেন। দুপুরে গড়িয়ে নেবার আগে পাড়ার মহিলাদের আম, চালতা, কুলমাখা খাবার, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতিতে হাত চলত উলকাঁটা, কুরুশ বা চটের ওপর রংবেরঙের সুতো দিয়ে বিভিন্ন নকশা তোলায়। কারও হাতে প্রিয় লেখকের বই। বিকেলে পাড়ার মাঠে সব ছোট ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে হাডুডু, এক্কাদোক্কা, কুমিরডাঙ্গা, গোলাপ টগর খেলা।

খেলা শেষ হলে নিয়ম করে নাচ, গানের রেওয়াজ, তারপর পড়তে বসা। সপ্তাহে তিন বা চারদিন আসতেন গৃহশিক্ষক। তখন থেকেই মেয়েটি জানত ভবিষ্যতে কোন কোন বিষয় নিয়ে মেয়েদের পড়া সুবিধা এবং উচিত। প্রতিটি বিষয়ই পড়াতেন তিনি। লোডশেডিংয়ে পড়া চলত হ্যারিকেন, লণ্ঠন সঙ্গে তালপাতার পাখার ঠান্ডা বাতাসে। পরনে থাকত সুতির ছিটের কাপড়ের ঘটি হাতা, কুঁচি দেওয়া জামা, শীতে মা, কাকিমার বানানো সোয়েটার, টুপি, মাফলার। মেঝেতে আসন পেতে, কখনও টেবিলে পরিবারের সকলে একসঙ্গে খাওয়া শেষ হলে, বিছানায় মায়ের শরীর বোরোলিন, তুহিনা, মাথায় জবাকুসুমের এক অদ্ভুত সুগন্ধে ভরে থাকত। ক্লান্ত মা ঘুমিয়ে পড়লে টর্চ জ্বালিয়ে চুপিচুপি গল্পের বই পড়া, যে গল্প বা উপন্যাস পড়ায় নিষেধ ছিল, নাগালের বাইরে ছিল, তার প্রতি আকর্ষণ বেশিই থাকত।

আর লম্বা ছুটি পড়লে মামা, মাসিদের বাড়ি। দুপুরে মেয়েরা পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি থেকে চাল, ডাল, তেল, নুন জোগাড় করত, চেয়ে আনত কড়াই, খুন্তি। ইট পেতে তৈরি উনুনে শুকনো গাছের ডাল জ্বেলে চড়ুইভাতি। আর বিশেষ বিশেষ দিনে পয়লা বৈশাখ, পুজো বা রবীন্দ্রজয়ন্তীতে মায়েদের শাড়ি তিনদিক বেঁধে, চৌকি পেতে তৈরি হত মঞ্চ, তাতেই চলত বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এমন সব অনুষ্ঠান বা পুজোয় মেয়েদের সাজ বলতে শাড়ি, সুতোর লেস লাগানো পেটিকোট, ফোল্ডেড, বেল, পফ, বাটারফ্লাই, রাফেল হাতার ব্লাউজ। তাঁত, পিওর সিল্ক, সাউথ সিল্ক আর ছাপা শাড়ির চল ছিল বেশি। ঘরে পাতা কাজল, গুঁড়ো টিপ বা সিঁদুর আর হালকা লিপস্টিক। চুলে লম্বা বেণি বা বাহারি খোঁপায় গোঁজা সোনা-রুপোর গোলাপ কাঁটা। সামনের চুল অদ্ভুত কায়দায় হাতের আলতো চাপে এক ভাঁজ তৈরি করে ফুলিয়ে নিতেন। শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন বটুয়া বা ব্যাগ।

অল্পবয়সি মেয়েদের পোশাকে বেশ গালভরা নাম ছিল। সারারা, সালোয়ার কামিজ, চুড়িদার, বেল বটম প্যান্ট, ঘাগড়া, ম্যাক্সি, স্কার্ট, মিডি। মায়ের কৌটো থেকে মাখা হত স্নো, ক্রিম, পাউডার, কাজল, লিপস্টিক। খুব বেশি হলে তিনখানা চটি, জুতো থাকত, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাই দিয়েই সাজ সম্পূর্ণ হত।

এরই মাঝে এক সময় প্রেম আসত চুপিসারে, খুব গোপনে। সবার চোখ এড়িয়ে একটু ছোঁয়া, একটু দেখা, সে যেন তপস্যার মতো। কোন রাস্তায় গেলে বড়দের চোখ এড়িয়ে যাওয়া যাবে সে হিসেব করে তবেই যাওয়া। চিঠির বুকে একবিন্দু আতর ছিটিয়ে তাকে দেওয়া, একটা গোলাপ বা একটা চটি বই উপহার, এটুকুই ছিল 'ভালোবাসি' বোঝানোর উপায়। আর বিয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের ঠিক করা পাত্র বা প্রেমিকটি যখন স্বামী হতেন তখন একটি মাত্রই মন্ত্র জানা ছিল 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' অতএব ভালোবাসা, সম্পর্ক, শান্তি বা বিশ্বাসে সংসার টিকিয়ে রাখার দায় নারীর উপরেই বর্তায়। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও নারীর সম্মতি কিছুটা আলগাই থাকত, তবুও তারা যৌথ পরিবারে বেঁধে বেঁধে থাকতেন, আনন্দে বাঁচতেন।

এ ছবি পালটে গেছে, পালটে যায় দিনে দিনে। টেডি বুকে চেপে নাইট ড্রেস পরা ঘুমন্ত বাচ্চাকে ডেকে স্কুলের জন্য তৈরি করে পুলকারে তুলে দেন মা। স্লেট, দোয়াত, কালির পেন হারিয়ে গেছে, তাদের হাতে নিত্যনতুন পেন, পেন্সিল, রকমারি পেন্সিলবক্স আর জলের বোতল। এক স্কুলব্যাগ বেশিদিন ব্যবহারেও নারাজ তারা। টিফিন বক্সে মুড়ি, রুটি, ঘুগনির জায়গায় এসেছে স্যান্ডউইচ, ম্যাগি, পাস্তা, ফ্রুটস স্যালাড, এগ চিকেন রোল আরও কত কী! নিউক্লিয়ার পরিবার। বাড়ি ফিরে মেয়ের একলা ঘর, আয়ামাসির পাহারায়। কর্মস্থল থেকে মা মাঝেমধ্যেই চোখ রাখেন সিসি ক্যামেরায়। একাকী মেয়ে নিজের মনে থাকে, ডল হাউস, বার্বি বা মনের মতো বই, মোবাইলে খেলা নিয়ে।

এমন একা থাকায় কত মনের রোগের শিকার আজ তারা। আর যে মেয়েটি বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় তার ইচ্ছে, ভাবনা, অনুভূতি পালটে যায় দিনে দিনে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নবম শ্রেণিতেই আর শাড়ি নয়, স্কার্ট শার্ট টাই আর শু-তে স্মার্ট মেয়ে, স্মার্ট তারা মনেও। অকারণ লজ্জা নেই পোশাকে, আচরণে। ক্রপ টপ, শর্ট ড্রেস, শর্টস, লেহেঙ্গা, কোয়ার্ড সেট, প্লাজো সবেতেই সচ্ছন্দ ওরা। চুলকেও সাজায় ভিন্ন ভিন্ন রঙে, হাইলাইট আর বিভিন্ন কাটে। চোখ, নাক, ঠোঁটের খুঁত ঢাকতে হরেক প্রসাধনী, কিছু ক্ষেত্রে রূপ বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকরাও সাহায্য করেন। আর প্রেমে বা বন্ধুত্বেও তারা যথেষ্ট সাহসী। কেবল সিনেমা হল, শপিং মল বা রেস্তোরাঁয় নয়, রাস্তার ঠেকে, পাবেও তাদের অবাধ যাতায়াত। বন্ধুত্বে বা প্রেমে কেবল আবেগে ভেসে চলাই নয়, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বুঝে চলা আর মতের অমিলে, অসম্মানে বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা হয়ে দাঁড়ালে অনেক ভালোবাসাকেই ছেড়ে যেতে প্রস্তুত তারা, সে প্রেমিক বা স্বামী যে সম্পর্কেই থাকুক।

এখন আর পেশার ক্ষেত্রেও লিঙ্গ পরিচয়কে আলাদা করে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। তাই এখন তাদের বিয়ের ভাবনার আগে এসেছে চাকরির ভাবনা। যাদের ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ মেলেনি আর অপেক্ষা না করে, তাদের এখন ছাত্র পড়াতে, সেলাই মেশিন চালাতে, বিউটি পার্লার বা ফাস্টফুডের দোকান দিয়ে, আরও কত শত অভিনব পেশায় যুক্ত হতে দেখা যায়। স্বাবলম্বী হয়ে মেয়েরা নাকি স্বাধীনচেতা হয়েছে, লজ্জা, ভয় ভেসে গেছে সব, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তারা।

হয়তো তাই, হয়তো বা তাই নয়, আজ তো নারী মহাকাশ থেকে প্রদীপ জ্বালা মাটির ঘরে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দুধের শিশু পিঠেবেঁধে চা বাগিচায়, শিক্ষক থেকে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় র‍্যাম্পে হেঁটে যান। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ঘর আর বাইরেকে বুদ্ধি, ভালোবাসা আর শ্রম দিয়ে বাঁধতে শিখেছে, বাঁধতে পেরেছে। প্রতিবাদের ভাষা পেয়েছে, প্রাপ্যটুকু আদায়ের শক্তি পেয়েছে, শক্ত মাটিতে পা রেখে বাঁচতে শিখেছে। তবুও অনেক কিছু পাবার বাকি, আদায়ের বাকি, অন্যায়ের শাস্তি বাকি রয়ে গেছে এখনও। আরও অনেক পথ চলা বাকি, এগিয়ে যাওয়া বাকি নারীর।

(লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১,
মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮।
মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬,
সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে পুলিশ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ এপ্রিল : মন্দির ইস্যুতে বিজেপি কর্মীদের হেনস্তা এবং অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। যে কারণে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর বিজেপি কর্মী এখন বাড়িছাড়া। এমনই অভিযোগ তুলে শনিবার খড়িবাড়ি থানায় স্মারকলিপি দিল বিজেপি। বিজেপি কর্মীদের দলে টানতে তৃণমূল পুলিশকে কাজে লাগাচ্ছে বলেও পদ্ম শিবিরের অভিযোগ। এদিন দলীয় চার বিধায়ক শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন, শিখা চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গা মুর্মুকে নিয়ে থানায় পৌঁছান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। পুলিশ ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

বাংলা-বিহার সীমানার খড়িবাড়ির চেক্করমারিতে গত ৩১ মার্চ একটি মন্দিরের বিতর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধরা ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, ইটবৃষ্টির মতো ঘটনাও ঘটে। ইটের ঘায়ে আহত হন আট পুলিশকর্মী বলে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়। ওই ঘটনায় খড়িবাড়ি পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় ৯ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে।

বিস্টদের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ঘটনার নিন্দা করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্ট বলেন, 'বিজেপি

অভিযোগ তুলে থানায় সাংসদ

কর্মীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। আর তৃণমূল নেতারা তাঁদের দলবদল করতে বলছে। এর থেকে বোঝা যায় পুলিশ তৃণমূলের ইশারায় কাজ করছে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের অভিযোগ, খড়িবাড়ি এলাকায় কয়েকটি ঘটনা সম্প্রীতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। একে সামনে রেখে পুলিশ বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ভয়-ভীতির সৃষ্টি করছে। অথচ ধর্মীয় উপাসনাস্থলে যারা পরিকল্পিতভাবে এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। শাসকদল এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কর্মীদের দলবদলের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বলেও তাঁর অভিযোগ। যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, 'পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর কিংবা যা ঘটনা ঘটেছে, তা নিজেদের মতো করে তদন্ত করছে পুলিশ। এমন দুর্দিন আসেনি আমাদের, যারা অন্যায় করবে, তাদের পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে দলে নিতে হবে।' খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'সেদিনের ঘটনায় এদিন দীপক সরকার নামে এক হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মোট ৯ জন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হল। এছাড়া মন্দিরের ঘটনার দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

সবুজ ধানের খেতে গাজনের দল। শনিবার বালুরঘাটের বাদামাইলে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

বর্ষার আগে কাজ শেষের নির্দেশ

পঞ্চায়েতমন্ত্রীর রিভিউ মিটিং শিলিগুড়িতে

রাহুল মজুমদার ও মহম্মদ হাসিম

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ১২ এপ্রিল : বর্ষার আগে পাহাড় ও সমতলে পঞ্চায়েত দপ্তরের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ শেষের নির্দেশ দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে প্রত্যেক আধিকারিককে দ্রুত কাজ শেষ করার বার্তা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পাহাড় এবং সমতলের পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। প্রদীপের বক্তব্য, 'কাজ যাতে বর্ষার আগে শেষ করা যায়, সেই বিষয়ে আধিকারিকদের বিশেষ নজর দিতে বলেছি।'

পাঁচদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার। এই সফরে তিনি উত্তরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে কাজ দেখেছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকাতেও বর্তমানে ১৮টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হচ্ছে।

শনিবার শিলিগুড়িতে আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছিলেন মন্ত্রী। যে কাজগুলি চলছে সেগুলি দ্রুত শেষ ও যেগুলি এখনও শুরু হয়নি সেসব দ্রুত শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেদিকে খেয়াল রেখে এই তৎপরতা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মন্ত্রী অবশ্য নির্বাচনের বিষয়টি মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা মানুষকে উন্নত পরিষেবা দিতে চাই। সেকারণে কাজে গতি আনতে বলা হয়েছে।'

অন্যদিকে, বৈঠক থেকে বেরিয়ে বাগডোগরায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ দেখতে যান মন্ত্রী। সেখান থেকে চলে যান নকশালবাড়ির সিএডিসি পরিদর্শনে। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা (২৪ মিনিট) থেকে বেশ কয়েকটি প্রকল্প খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী। প্রায় ২১ বিঘা জমির ওপর রয়েছে সিএডিসি ফার্ম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ৫০টিরও বেশি প্রকল্পের কাজ চলছে এখানে। ছাগল, মুরগি, শূকর, হাঁস, মাছ চাষের প্রকল্প রয়েছে। আছে ফুল, আম বাগানও।

মন্ত্রী বলেন, 'ছোট জায়গার মধ্যে কীভাবে চাষাবাদ করা যায় তা এই সিএডিসি ফার্মে এলে বোঝা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য কৃষকদের নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা।' সিএডিসি ফার্মের আধিকারিক মুস্তাক আহমেদ বলেছেন, '২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে ৪৫০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, স্থানীয় স্বনির্ভর দলের শতাধিক পুরুষ-মহিলা এখানে কাজ করেন। মন্ত্রী সবগুলি প্রকল্প পরিদর্শন না করায় তাঁদের অনেকেই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফ্লাইটের সময় হয়ে যাওয়ার কারণে মন্ত্রীকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে হয়েছে।

রিভিউ মিটিংয়ে উপস্থিত পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার সহ অন্যরা।

তৎপরতা

- শনিবার শিলিগুড়িতে আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছিলেন মন্ত্রী
- যে কাজগুলি চলছে, সেগুলি দ্রুত শেষ ও যেগুলি এখনও শুরু হয়নি সেসব দ্রুত শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি
- আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন
- সেদিকে খেয়াল রেখে এই তৎপরতা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল

বেহাল রাস্তায় হোঁচট পথচারীদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : তিন কিলোমিটারেরও বেশি লম্বা রাস্তা। এই রাস্তা ধরে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যায় মাটিগাড়া থেকে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চনই নদী ও চা বাগানে ঘেরা সেই রাস্তাজুড়ে এখন শুধুই বেহাল পরিস্থিতি। রাস্তার একাংশে পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার দাবি তোলা হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। সাধারণ মানুষের সমস্যার বিষয়টা জানেন পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ সাহিদ। তিনি বলছেন, 'রাস্তাটি যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায়, তার জন্য ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আশা রাখছি খুব তাড়াতাড়ি এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

মাটিগাড়া থেকে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা দিয়ে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস হয়ে শালবাড়ি বাজারে যাওয়ার সুবিধা থাকায়, সারাদিনই সাধারণ মানুষের যাতায়াত চলে। এছাড়াও রাস্তার একাংশে নিউ চামটা এলাকার অন্তর্গত থাকায় চা বাগান কর্মীরাও চলাচল করেন। রাস্তার একাংশে পিচের প্রলেপ উঠে যাওয়ায় এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে চলতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রত্যেককে। এই পথ ধরে চলছিলেন মণীন্দ্র রায়। তিনি বললেন, 'প্রতিদিন আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হয়। সত্যি কথা বলতে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না।' এই রাস্তায় আশপাশে একাধিক স্কুলও রয়েছে। ফলে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে স্কুল পড়ুয়ারাও। একটি স্কুলবাসের চালক বলছিলেন, 'সত্যি কথা বলতে, কখন যে এই রাস্তা থেকে বের হব, তার অপেক্ষায় থাকতে হয়। এভাবে আর চলা যায় না।' এলাকায় পঞ্চনই নদী ও চা বাগান থাকায় এক অপরূপ সৌন্দর্য রয়েছে। তাই অনেকে এই রাস্তা দিয়ে চলতে পছন্দ করেন। যদিও রাস্তার এই পরিস্থিতি রীতিমতো আশঙ্কার বলে মনে করছেন সকলে। এলাকার বাসিন্দা অশোক মাহাতোর কথায়, 'স্কুল থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত যাওয়ার রাস্তা থাকায়, সবসময়ই এই রাস্তাটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এমন বেহাল পরিস্থিতি রয়েছে তিন বছরের বেশি সময় ধরে।'

চা পর্যটনের নামে অবৈধ নির্মাণ

ক্ষুব্ধ শ্রমমন্ত্রীর ব্যবস্থার আশ্বাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : টি ট্যুরিজম প্রকল্পের নামে তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানে বহুতল তৈরি হচ্ছে। সেখানে উপড়ে ফেলা হচ্ছে চা গাছ। ঘোষপুকুরের কমলা, হাঁসখোয়া থেকে শুরু করে নিউ চামটা সর্বত্রই একই ছবি। অথচ একটিরও বৈধ ছাড়পত্র নেই। এবার এমন নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথে রাজ্য সরকার। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক শনিবার বলেছেন, 'বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন চা বাগানে অবাধে বহুতল তৈরি করে কেউ নার্সিংহোম, কেউ নার্সিং কলেজ, আবার কেউ হোটেল তৈরি করবেন বলছেন। চা গাছ তুলে ফেলে এসব করার অভিযোগও রয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে।'

রাজ্য সরকার চা বাগানগুলিতে টি ট্যুরিজম প্রকল্পে জোর দিয়েছে। চা বাগানের অব্যবহৃত জমির ৩০ শতাংশে এই প্রকল্পের অধীনে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, নার্সিংহোম সহ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাগান কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু নিয়ম (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল) মানতে হবে। কিন্তু শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে তরাইয়ের বিভিন্ন চা বাগানে রীতিমতো চা গাছ ধ্বংস করে বাণিজ্যিক বহুতল নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগানে রীতিমতো ১২-১৫ একর জায়গাজুড়ে নার্সিংহোম, নার্সিং ট্রেনিং কলেজের জন্য বিরাট বিরাট বহুতল তৈরি করা হয়েছে। সেখানে একটি নার্সিংহোমের নাম সংবলিত বোর্ডও লাগানো হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার প্রথম সারির একাধিক নেতা-নেত্রীর এই প্রকল্পে মদত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই অবস্থা হাঁসখোয়া, নিশ্চিন্তপুর, বাগডোগরা, নিউ চামটা চা বাগানে। দাগাপুর চা বাগানেও সম্প্রতি রাতের অন্ধকারে চা গাছ তুলে ১৫-২০ একর জায়গা পরিত্যক্ত বলে কাগজে-কলমে দেখানো হচ্ছে। অভিযোগ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই বাগানগুলি এই কাজ করছে। আবার মোহরগাঁও, গুলমা চা বাগানে শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতা রীতিমতো রিসর্ট বানিয়েছেন। বাগান মালিকপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে তিনি কয়েক বছর আগে ওই নির্মাণ করেছিলেন। বারবার অভিযোগ হওয়ার পরেও প্রশাসন বহুতলটি ভাঙেনি। বর্তমানে তা পরিত্যক্ত অবস্থায়।

শনিবার চা শিল্পকে কেন্দ্র করে একাধিক বৈঠকে অংশ নিতে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন শ্রমমন্ত্রী। বৈঠকের ফাঁকে তিনি বলেন, 'কমলা চা বাগান সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানের বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। আমরা কোনও অনুমতি দিইনি। অথচ বাগানগুলিতে এসব হচ্ছে। চা বাগানে কীভাবে এতগুলো বহুতল উঠে গেল, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। চা বাগানের জমি থেকে সব অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হবে।' শ্রম দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, 'রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়াই জমির চরিত্র বদল না করেই কিছু চা বাগান মালিক মর্জিমতো বাগানের জমিতে বহুতল তৈরি করে ফেলছেন। শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা বেশি ঘটছে। মন্ত্রী এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।

টি ট্যুরিজমের নামে চা গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে কমলা বাগানে।

> কমলা চা বাগান সহ বেশ কয়েকটি চা বাগানের বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। আমরা কোনও অনুমতি দিইনি। অথচ বাগানগুলিতে এসব হচ্ছে। চা বাগানে কীভাবে এতগুলো বহুতল উঠে গেল, তা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। চা বাগানের জমি থেকে সব অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হবে।
>
> **মলয় ঘটক,** *শ্রমমন্ত্রী*

মিছিলে হাঁটছেন অঙ্কিতা অধিকারী। শনিবার। হলদিবাড়িতে।

চাকরি ফেরানোর মিছিলে অঙ্কিতা

হলদিবাড়ি, ১২ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে নিয়ে একসময় কম জলঘোলা হয়নি। বিধায়ক-কন্যার চাকরির মধ্য দিয়েই এসএসসি'র পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি সামনে আসে। ওই দুর্নীতির জেরে অঙ্কিতা চাকরি হারান। পরে পরেশ মন্ত্রিত্বও হারান। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে অঙ্কিতা শনিবার হলদিবাড়িতে মিছিল করেন। অঙ্কিতা এদিন মিছিলে গলা ফাটানোয় বিরোধীরা তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অঙ্কিতাকে নিয়ে নানা ধরনের মিম ঘোরাঘুরি করছে।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাশিস চক্রবর্তী বললেন, 'টাকাপয়সা ও প্রভাব খাটিয়ে অনৈতিকভাবে চাকরি নেওয়ার প্রথম নিদর্শন হলেন অঙ্কিতা অধিকারী। যোগ্যদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে আজ তিনি মিছিল করছেন। এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে!' অঙ্কিতার মিছিলে হাঁটা নিয়ে শাসকদলের কেউই মুখ খুলতে নারাজ। তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'চাকরিহারাদের জন্য জেলার যুব সংগঠন পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। অঙ্কিতার বিষয়ে কিছু বলব না।' অঙ্কিতা নিজেও এবিষয়ে কিছু বলতে চাননি।

এদিন শহরে প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে একটি বৈঠক হয়। তৃণমূলের ব্লক কমিটির সভাপতি গোপাল রায়, শহর সভাপতি পূরবী চক্রবর্তী, যুবর জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর ওই কার্যালয় থেকে একটি ধিক্কার মিছিল শুরু হয়। তৃণমূল যুব ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানারে আয়োজিত ওই মিছিলটি শহরে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী মিছিলের সর্বাগ্রে ছিলেন। তাঁর পাশেই ব্যানার ধরে মিছিলে অঙ্কিতা শামিল হন। শিক্ষকদের চাকরি যাওয়ার পিছনে বিজেপি ও সিপিএমের যৌথ ষড়যন্ত্রকে দায়ী করা হচ্ছিল। অন্যদের সঙ্গে অঙ্কিতাও সমানতালে স্লোগান দিচ্ছিলেন। এরপরই তাঁকে ট্রোল করা শুরু হয়।

হনুমান জয়ন্তীতে শোভাযাত্রা

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও সাড়ম্বরে পালিত হল হনুমান জয়ন্তী। শনিবার হনুমান জয়ন্তী ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের তরফে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। পুরুষ-মহিলা, কিশোর-কিশোরী সকলেই এদিন উৎসবে শামিল হয়।

এদিন ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটায় বজরঙ্গবলীর পুজোর আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে কান্তিভিটা মাঠ থেকে একটি শোভাযাত্রাও করা হয়েছে। সেটি গোয়ালটুলি আন্ডারপাস হয়ে ফের মাঠে এসে শেষ হয়। অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া বাজার এবং বিধাননগর বাজারে হনুমানপুজো হয়েছে। গয়াগঙ্গা চা বাগানে বালাজি মন্দিরেও পুজো হচ্ছে।

অপরদিকে, বাগডোগরায় সংকটমোচন হনুমান মন্দির কমিটির তরফে হনুমান জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়েছে। এদিন আপার বাগডোগরা থেকে একটি শোভাযাত্রা করা হয়। বিকেলে শোভাযাত্রা হয়েছে গোঁসাইপুরে। ইসলামপুর শহরেও হনুমান জয়ন্তী নিয়ে উদ্দীপনা চোখে পড়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে মন্দিরগুলিতে পুজো দেওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। আয়োজিত হয় ভজন, কীর্তন। উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ও অশান্তির খবর নেই বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, হনুমান জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে সোনাপুরে শোভাযাত্রা করা হয়েছে। সোনাপুর বালাজি মন্দির কমিটির পরিচালনায় এদিন শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। চোপড়া বাজার এলাকায় হনুমান মন্দিরে সর্বজনীন পুজো হয়েছে। কিশনগঞ্জেও উৎসবে শামিল হন বহু মানুষ।

ধর্ষণের অভিযোগে জেলে ঠাঁই হবু বরের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ এপ্রিল : কনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন প্রায় শেষের দিকে। চলতি মাসের ১৭ তারিখে বিয়ে বলে কথা। কিন্তু হঠাৎ যেন তাল কাটল। ধর্ষণের অভিযোগে পাত্রকে শুক্রবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক। অভিযুক্ত পাত্রের নাম বিজয়কুমার সিংহ। উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। বর্তমানে পাত্র রায়গঞ্জ জেলা সংশোধনাগারে বন্দি।

করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘি সংলগ্ন সাদিপুরের বাসিন্দা বিজয়কুমার সিংহের সঙ্গে করণদিঘি থানার একটি গ্রামের এক তরুণীর চলতি মাসের ১৭ তারিখে বিয়ে ঠিক হয়। দুই পরিবারের তরফে আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি পরিচিতদের মধ্যে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয়ে গিয়েছে। দূরদূরান্তের সমস্ত নিকট আত্মীয়রাও পৌঁছে গিয়েছেন, গমগম করছে বাড়ি। তারমধ্যেই চলতি মাসের ১০ তারিখে করণদিঘি থানার কামারতোরের বাসিন্দা রুমা ঘোষ রায়গঞ্জ মহিলা থানায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার অভিযুক্ত পাত্রকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। এদিকে সমস্ত জায়গায় বায়না করা হয়ে গিয়েছে। ২২০০ জন নিমন্ত্রিত কনের বাড়িতে। পাত্রপক্ষের বাড়িতেও নিমন্ত্রিতর সংখ্যা নেহাত কম নয়, প্রায় ৩০০০ জন। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই রীতিমতো মাথায় বাজ পড়েছে পাত্রপাত্রীর পরিবারের মাথায়।

এই প্রসঙ্গে পাত্রের বাবা রবিলাল সিংহ বলেন, 'আমার ছেলের বিয়ে আটকাতে মিথ্যে মামলা রুজু করা হয়েছে মহিলা থানায়। করণদিঘির মেয়ে কীভাবে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় গিয়ে মিথ্যে মামলা করল, তা নিয়ে আমরা হতবাক হয়ে যাচ্ছি। এদিকে সমস্ত নিমন্ত্রণপত্র দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। একাধিক জায়গায় অ্যাডভান্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুঝে উঠতে পারছি না কি করব।'

অন্যদিকে পাত্রীর বাবার বক্তব্য, 'ছেলে ভালো, কর্মঠ। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি ছেলের বিরুদ্ধে কোনও খারাপ অভিযোগ নেই। এদিন ফোন মারফত জানতে পারলাম এক মহিলা আমার হবু জামাইয়ের নামে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে। সে এখন জেলা সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছে। বিয়ের সমস্ত আয়োজন মাটি হয়ে গেল। যাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে তারা কি আর টাকা ফেরত দেবে?'

আনমনে।। শনিবার কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

প্রতিবাদ

চোপড়া, ১২ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরে প্রতিবাদ মিছিল করা হল। লক্ষ্মীপুর মুসলিম সমাজ সংগঠনের উদ্যোগে এদিন মিছিলটি করা হয়। মিছিল শেষে হয় পথসভা। অন্যদিকে, ঘিরনিগাঁওয়ের আসারুবস্তি এলাকায় চোপড়া আজাদ কমিটির উদ্যোগে এদিন এ ব্যাপারে একটি বৈঠক হয়েছে।

দাম তলানিতে, ক্ষতির মুখে লংকাচাষিরা

চোপড়া, ১২ এপ্রিল : কাঁচা লংকার পাইকারি দামে হতাশ চোপড়া ব্লকের কৃষকরা। ইদের পর থেকে দর নেমে গিয়েছে ৫ থেকে ৭ টাকা কেজিতে। অথচ চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুরে চলতি মরশুমের শুরুতে কাঁচা লংকার বাজার জমতে শুরু করেছিল। সেসময় কেজি প্রতি লংকার দাম ওঠে ২০-২৫ টাকা।

ফি বছর চোপড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় অনেকেই কাঁচা লংকা চাষ করেন। চোপড়ার কাঁচা লংকা ভিনরাজ্যেও যায়। একমাত্র লক্ষ্মীপুরে সবচেয়ে বড় লংকা কেনাবেচার হাট। সপ্তাহের প্রায় সবদিনই লক্ষ্মীপুরে লংকার খুচরো ও পাইকারি কেনাবেচা হয়।

লংকাচাষি আসিরুল ইসলাম বলেন, 'গত বছর এ সময় কেজি প্রতি কাঁচা লংকার দাম উঠেছিল ৫০-৫৫ টাকা।

এবার ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।'

আরেক লংকাচাষি সামিরুল হক বললেন, 'উৎপাদন খরচ ছেড়ে দিলাম। খেত থেকে এক কেজি কাঁচা লংকা তুলতে ২ টাকা খরচ হয়। এছাড়া পরিবহণ খরচও রয়েছে।' ফলে লংকাচাষিদের মাথায় হাত। কেন এই অবস্থা? স্থানীয় লংকা ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, ভিনরাজ্যে এখানকার কাঁচা লংকার চাহিদা আপাতত নেই। ভিনরাজ্যের চাহিদার ওপর স্থানীয় বাজারে লংকার দাম ওঠানামা করে। আরেকজন লংকা ব্যবসায়ী বাবুল ইসলাম জানালেন, এবছর শুধু বিহারে লংকা যাচ্ছে।

চোপড়া ব্লকের দাসপাড়া, ঘিরনিগাঁও, লক্ষ্মীপুর, চোপড়া এবং চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশ ছাড়াও ইসলামপুরের কমলাগাঁও, সুজালি সহ নানা এলাকায় প্রচুর লংকা চাষ হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে লংকার ফলন শুরু হয়।

> গত বছর এ সময় কেজি প্রতি কাঁচা লংকার দাম উঠেছিল ৫০-৫৫ টাকা। এবার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।
>
> **আসিরুল ইসলাম**, *লংকাচাষি*

> উৎপাদন খরচ ছেড়ে দিলাম। খেত থেকে এক কেজি কাঁচা লংকা তুলতে ২ টাকা খরচ হয়। পরিবহণ খরচও রয়েছে।
>
> **সামিরুল হক,** *লংকাচাষি*

চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুরে লংকার বাজার।

ঝুলন্ত দেহ

নকশালবাড়ি, ১২ এপ্রিল : বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল সিপিএম নেতার ছেলের ঝুলন্ত দেহ। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা এলাকায়। মৃতের নাম সঞ্জীব সরকার (৩৬)। স্থানীয় সিপিএম নেতা মাধব সরকারের ছোট ছেলে সঞ্জীব। এদিন নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করেছে। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে এদিন মাধব সরকারের বাড়িতে যান সিপিএম নেতা সমন পাঠক, গৌতম ঘোষ সহ অন্যরা।

মশার উৎপাত, কারখানার জলের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : রাস্তা খারাপ, আবর্জনা জমে নিকাশিনালার গতিপথ অবরুদ্ধ, মশার উৎপাতে টেকা দায়। অভিযোগের তালিকা লম্বা। ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকে সামনে পেয়ে নিজেদের অভাব-অভিযোগ উগরে দিলেন বাসিন্দারা। শনিবার 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচিতে শিলিগুড়ির ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায় যান মেয়র। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন তিনি।

দেশবন্ধুপাড়ার গৌড়ীয় মঠের পেছনের রাস্তার হাল শোচনীয়। এর আগেও স্থানীয়রা পুরনিগমের 'টক টু মেয়র'-এ ফোন করে সেসব সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। এদিন মেয়রকে সামনে পেয়ে ফের সেই পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেন রেখা সরকার, গীতা দে'রা। নর্দমায় নোংরা জল জমে থাকছে বেশিরভাগ সময়। সেখানে মশার লার্ভা জন্মায়। অভিযোগ, বিকেলের পর মশাদের উপদ্রব বাড়ে।

মেয়র কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন, সেই রুট আগে থেকে মোটামুটি ঠিক করেই রাখা হয়েছিল। সেইমতো বিভিন্ন রাস্তার দু'ধারে এদিন সকালে ব্লিচিং পাউডার ছেটানো হয়। এই আয়োজন যে তাঁর জন্য এবং বাকি দিনগুলোতে ব্লিচিং পাউডার ছেটানো বা মশা মারার তেল স্প্রে করা হয় না, তা নিয়ে মেয়রের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী। পরে

মেয়রকে নালিশ দেশবন্ধুপাড়ার

গৌতম বলেন, 'বাড়ির কাছে গেলে মানুষ যেভাবে কোথায় কী সমস্যা বলতে পারেন, তা অন্যভাবে সম্ভব হয় না। প্রতিটি কথা আমরা রেকর্ড করছি। সেইমতো একদম তৃণমূল স্তরে কাজের পরিকল্পনা হচ্ছে। মশা মারার তেল স্প্রে করতে বলেছি। যেখানে নিকাশিনালা পাকা করা প্রয়োজন, সেটা দেখা হবে।'

ওয়ার্ডে একটি মিষ্টির কারখানা রয়েছে। অভিযোগ, কারখানা থেকে বের হওয়া জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশ সে নিয়েও এদিন মেয়রের কাছে নালিশ জানান। এর আগে একাধিকবার পুরনিগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা। যদিও তারপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন। এদিন আবেদন ছিল, কারখানাটি লোকালয় থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াটা যেন মেয়র নিশ্চিত করেন। বিষয়টি নিয়ে গৌতম কাউন্সিলার সাথী দাসের সঙ্গে কথা বলেন। পরে মন্তব্য করেন, 'স্থানীয়দের সমস্যা বুঝতে পারছি। মিষ্টির দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলব, যেন তিনি কারখানাটি সরিয়ে নেন। নয়তো পুরনিগমের তরফে সরিয়ে দেওয়া হবে।' এদিন মেয়রের সঙ্গে কর্মসূচিতে অংশ নেন চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল ও চার নম্বর বরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

আতঙ্কে দেশান্তরী

মেখলিগঞ্জ, ১২ এপ্রিল : বাংলাদেশে পাশের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বাড়িতেও আগুনের আঁচ লাগে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর তো মাঝেমধ্যেই চলছে অত্যাচার। এসব থেকে বাঁচতে ভারতে অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা করেন সুজনচন্দ্র রায় এবং মাধবীরানি রায়। সেইমতো শনিবার ভোররাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে কুচলিবাড়ির ধাপড়া বাজারে পৌঁছান। সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ওই দম্পতি। দম্পতির সঙ্গে ছিল তাঁদের আট বছর বয়সি সন্তানও। তাকে হোমে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

জলছবি।। কোচবিহারের রসিক বিলে ছবিটি তুলেছেন পিয়ালী দাস।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শিলিগুড়িতে আইপ্যাক

তালিকা না মেলায় স্থগিত প্রশিক্ষণ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : ভোটার তালিকায় 'ভূত' খুঁজতে দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের সহযোগিতায় নতুন কর্মসূচি নিতে চলেছে তৃণমূল। শনিবার শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা এলাকায় বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি বিধানসভার এজেন্টদের এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়নি।

শিবির

নকশালবাড়ি ও চোপড়া, ১২ এপ্রিল : ভুয়ো ভোটার ধরতে আইপ্যাকের নেতৃত্বে নকশালবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। শনিবার নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে নকশালবাড়ি-মাটিগাড়া বিধানসভার দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ চলে। দলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলেও একটি কর্মশালা হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতিতে দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে কর্মশালাটি হয়। ছিলেন বিধায়ক হামিদুল রহমান, দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

দলীয় সূত্রে খবর, এই বিধানসভার দায়িত্বপ্রাপ্তরা এখনও বিএলএদের তালিকাই জমা করতে পারেননি। ফলে শিলিগুড়ি বিধানসভায় কবে বিএলএ'রা প্রশিক্ষণ পাবেন, কবে থেকে কাজ শুরু করবেন, সবটা অনিশ্চিত। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য বলেছেন, 'একদিনে পুরোটা করা সম্ভব নয়। শিলিগুড়ি বিধানসভার বিএলএদেরও কয়েকদিনের মধ্যেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।'

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তালিকা থেকে 'ভূতুড়ে' ভোটার খুঁজতে মার্চের গোড়ায় ময়দানে নেমেছিল তৃণমূল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়। কোনও রাজনৈতিক দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের ভোটার কার্ড খতিয়ে দেখতে পারে না বলে বিজেপি সহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি দাবি করে সেসময়। এই বিতর্কের জেরে তৃণমূলের কর্মসূচি শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই আইপ্যাকের নয়া টিমের নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়। এবার এই কর্মসূচি কীভাবে হবে, তা ঠিক করবে আইপ্যাকই।

ইতিমধ্যেই কর্মসূচির জন্য আইপ্যাকের টিম তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের কাছে বিধানসভাভিত্তিক প্রতিটি বুথের বিএলএদের নামের তালিকা চেয়েছে। সেই তালিকা জমা পড়ার পরেই এদিন ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার বিএলএদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এই সংস্থা। পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার মধ্যে থাকা পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডেও (টাউন-৩) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি বিধানসভা দলের টাউন-১ এবং ২ কমিটির মধ্যে পড়ছে। এই ৩৩টি ওয়ার্ডের বিএলএদের নামের তালিকা সময়মতো জমা পড়েনি। তাই এই বিধানসভায় বিএলএদের প্রশিক্ষণ পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? দলের অন্দরেই অভিযোগ উঠছে, এই বিধানসভার অধীনে থাকা দুই টাউন কমিটির সভাপতি পুরনিগমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁরা দলের কাজে সেভাবে সময় দিতে না পারায় সমস্যা হচ্ছে। যদিও টাউন সভাপতিরা সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। তৃণমূলের টাউন-১ সভাপতি রামভজন মাহাতো বলেন, 'সব বিএলএদের তালিকা তৈরি। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের প্রশিক্ষণ হবে।' একই কথা বলেছেন টাউন-২ সভাপতি মানিক দে।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষের মৌলিক অধিকারও বটে। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন মনজুর আলম।

ডাক্তারের দেখা নাই রে...

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

চোপড়া, ১২ এপ্রিল : কেউ বলছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। কেউ আবার তিতিবিরক্ত। চোপড়ায় লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে রোগী, পরিজনের প্রতিক্রিয়া এমনই। গত এক দশক ধরে এখানে অব্যবস্থা চলছে। অব্যবস্থার প্রথম উদাহরণ স্থায়ী চিকিৎসক না থাকা। এখানে রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য মানুষ তাহলে যাবেন কোথায়? বারবার প্রশ্ন উঠলেও এখানে চিকিৎসক নিয়োগ কবে হবে, তা বলতে পারছে না কেউ।

শুধু চিকিৎসক নেই তা নয়, দিনে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা খোলা থাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। প্রতিদিন গড়ে দেড়-দুশো রোগী আসেন এখানে। ফার্মাসিস্ট একজন। একজন নার্স। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীও একজন। তিনজনকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' সবটা সামলাতে হয়।

ফার্মাসিস্ট মহম্মদ সইফুদ্দিন মণ্ডল অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। 'যা বলার বিএমওএইচ বলবেন' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শাবানা পারভিনও 'বিএমওএইচকে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, যাতে সপ্তাহে অন্তত দু'তিনদিন চিকিৎসক বসানোর ব্যবস্থা করা হয়' বলে দায় ঝেড়েছেন।

কেন চিকিৎসক নিয়োগ করা হচ্ছে না? চিরাচরিত উত্তর দিয়েছেন বিএমওএইচ রণজিৎ সাহা। তাঁর কথা, 'চিকিৎসক না থাকার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।' কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোনও হুঁশ নেই। তাদের মতিগতি বোঝার জো নেই।

একদিকে কর্তৃপক্ষ যখন নিরুত্তাপ, তখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোজ ধরা পড়ছে অব্যবস্থার ছবি। ফার্মাসিস্ট জানলার বাইরে থেকেই রোগীর সমস্যা শোনেন। তারপর খাতায় নাম লিখে ওষুধ দেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি তন্ময় সোরেন এসেছিলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ওষুধ নিয়ে বেরোনোর সময় বললেন, 'কোনও কাগজ দিল না। দুটো ট্যাবলেট দিয়ে ছেড়ে দিল।' প্রেসক্রিপশন লেখার এক্তিয়ার ফার্মাসিস্টের নেই। কিন্তু তন্ময় প্রশ্ন তোলেন, 'একটা কাগজেও কি লিখে দেওয়া যায় না?'

আগেও কি পরিস্থিতি এমনটাই ছিল? সূত্র বলছে, মাঝে একজন চিকিৎসক কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তখন কিছুটা হাল ফিরেছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইস্তফা দেন। তারপর থেকে অবস্থা সেই তিমিরেই। লক্ষ্মীপুর এবং চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার একমাত্র ভরসার জায়গা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অথচ বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যত্র যেতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শাহজাহান তাবরেজ বলছিলেন, 'এলাকায় এত বড় একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। অথচ সামান্য জ্বর-সর্দি হলেও আমাদের চিকিৎসার জন্য যেতে হয় ইসলামপুরে। জাহাঙ্গির আলম পড়ে গিয়ে আহত হন। চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তাঁর কথায়, 'এখানে শুধুমাত্র টিটেনাস দিয়েই ছেড়ে দিল। আবার এই সামান্য ব্যাপারের জন্য ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দৌড়াতে হবে!'

কিছুটা ভিন্নমত আসীন আলির। তাঁর বক্তব্য, 'যতদিন ডাক্তার না আসছে ততদিন এভাবেই চলুক। স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা থাকলে অন্তত ওষুধটুকু পাওয়া যায়। না হলে আবার ইসলামপুর কিংবা দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে।' কিন্তু 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' পলিসি দিয়ে কি সুষ্ঠুভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব?

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মুস্তফা কামাল নিজেই মনে করেন, এভাবে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলতে পারে না। তাঁর মন্তব্য, 'বিভিন্ন মহলে অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!' কে শুনবে চিকিৎসক না থাকার হাহাকার? তা সময়ই বলবে।

লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট

- লক্ষ্মীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে কোনও চিকিৎসক নেই
- একজন ফার্মাসিস্ট, নার্স এবং গ্রুপ-ডি কর্মী যাবতীয় কাজকর্ম সামলাচ্ছেন
- ফার্মাসিস্ট জানলা দিয়ে রোগী দেখেন, তারপর ওষুধ লিখে ছেড়ে দেন
- চিকিৎসক নিয়োগের জন্য বারবার অনুরোধ জানানো হলেও কেউ গা করছে না
- সামান্য জ্বর-সর্দি হলেও রোগীদের চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে ইসলামপুরে

ব্যানারে সাইবার পাঠ

সাইবার ক্রাইম

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : সচেতনতা প্রচারে কোনও খামতি রাখছে না পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তো বটেই, এমনকি ছোটদের সাইবার পাঠ দিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে সচেতনতা প্রচার করেছেন উর্দিধারীরা। এতকিছুর পরেও সাইবার অপরাধ ঠেকানো যাচ্ছে না। অভিযোগের তালিকাটা দিন-দিন দীর্ঘ হচ্ছে। এমতাবস্থায় ফের সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

কীভাবে প্রতারণা হয়, কী কী উপায়ে ফাঁদ পাতা হয়, তা সবিস্তারে লিখে সারা শহরে ব্যানার লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইম থানার সামনে ব্যানার লাগিয়েছে উর্দিধারীরা। ধাপে ধাপে শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়, জনবহুল এলাকায় এই ধরনের ব্যানার লাগানো হবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেছেন, 'নববর্ষের পরে আমরা গোটা শিলিগুড়িতে ব্যানার লাগাব। এতে মানুষের সচেতনতা কিছুটা হলেও বাড়বে বলেই আমরা আশাবাদী।'

ব্যাংক

- ব্যাংক থেকে বলছি বলে কেউ ফোন করলে, ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিতে হবে
- মনে রাখতে হবে, ব্যাংক কখনও ফোনে কারও কাছে তথ্য চায় না

এটিএম

- নিরাপত্তারক্ষী না থাকলে সেই এটিএম সবসময় এড়িয়ে চলতে হবে
- ডান হাতে পিন নম্বর দেওয়ার সময় বাঁ হাত দিয়ে কি-বোর্ড আড়াল করতে হবে

মোবাইল

- সর্বদা মোবাইল লক রাখতে হবে
- তার ফলে অন্য কেউ আপনার তথ্য পাবে না
- এসএমএস-এ আসা কোনও লিংকে ক্লিক করা উচিত নয়

ট্রেন্ড

- সোশ্যাল মিডিয়ায় নিত্যনতুন ট্রেন্ডে গা-ভাসানোর আগে যাচাই করা প্রয়োজন
- অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে

সোশ্যাল মিডিয়া

অচেনা কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব একেবারেই নয়

জন্ম তারিখ, বাড়ির ঠিকানা কোথাও দেওয়া চলবে না

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করা চলবে না

তিন মাস অন্তর পাসওয়ার্ড বদলে দেওয়া উচিত

চাকরির টোপ

চাকরি, লটারি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটগুলি খতিয়ে দেখতে হবে

কেউ চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিলে পুলিশকে জানান

তথ্য সহায়তা : শমিদীপ দত্ত

'যোগ্যদের' পাশে বামেরা

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : যোগ্যদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে রাস্তায় নামল সিপিএম ও এসইউসিআই। শনিবার সিপিএমের ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে সুভাষপল্লির নেতাজি মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস ও জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। কর্মসূচিতে অংশ নেন অশোক ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা, দীপ্ত কর্মকার, ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তিলক গুন প্রমুখ।

শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানিয়েছে দলের ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি। গোপাল মোড়ে পথসভা করে তারা। এনজেপি এরিয়া কমিটির তরফেও প্রতিবাদ জানিয়ে গেটবাজার লাল বাহাদুর হিন্দি হাইস্কুলের মোড়ে পথসভা হয়েছে। সেখানে ছিলেন পুলক সেনগুপ্ত, উদয়ন সেনগুপ্ত, দিবস চৌবে প্রমুখ।

সৃজনসেনার পথনাটক

এসইউসিআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতা-কর্মীরা ভুটিয়া মার্কেট থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলে হাঁটেন। রাজ্যে শিক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তন্ময় দত্ত সহ অন্যরা।

একদিকে যখন রাজনৈতিক দলগুলি এই ইস্যুতে ময়দানে নেমেছে, তখন শিল্পীরাও কিন্তু একইভাবে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসছেন। এদিন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সৃজনসেনা নাট্যগোষ্ঠী 'একুশে আইন' নামে একটি পথনাটক পরিবেশন করল। শনিবার জাতীয় পথনাটক দিবস ছিল। সেই উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির হাসমি চকে এক পথনাটকের আয়োজন করা হয়।

এই নাটকটিতে মূলত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করেছে। সৃজনসেনার তরফে পার্থপ্রতিম মিত্র বললেন, 'সুকুমার রায়ের একুশে আইন কবিতার নামে এই নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে। ছন্দ এক থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে নাটকে আমরা সংলাপ বদলে নিয়েছি। যোগ্য শিক্ষকদের পাশে থাকতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ১২ এপ্রিল : শনিবার বাতাসি শ্যামধনজোত এলাকায় এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম বিকাশ বিশ্বাস (২১)। এদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত ছেলে ঘুম থেকে উঠছে না দেখে ওই তরুণের মা প্রথমে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করেন। সাড়া না পেয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে চোখ রাখতেই তিনি ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে ময়নাতদন্তের পর গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে তারা জানিয়েছে।

রিলসপ্রেমীদের ডেস্টিনেশন বলাইঝোরার সূর্যমুখী বাগান

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ এপ্রিল : 'সিলসিলা'য় অমিতাভ-রেখার সেই জমজমাট রসায়নের কথা মনে পড়ে? 'দেখা এক খোয়াব' গানে দুজনের অভিনয় আজও বলিউড সিনেমাপ্রেমীদের স্মৃতিতে টানটান। সূর্যমুখী ফুলের খেতে সেই গানের শুটিং গোটা বিষয়টিকে খুবই আকর্ষক করে তুলেছিল। এমনই এক পরিবেশে যদি শুটিংয়ের সুযোগ মিলত বলে অনেকেরই ইচ্ছে। শিলিগুড়ির অদূরে বাতাসি বলাইঝোরা মৌজা অবশ্য সেই আক্ষেপ খুব সহজেই মিটিয়ে দিচ্ছে। এখানকার বাসিন্দা অনুপ মণ্ডল এখানে এক অভিনব ফুল বাগান বানিয়েছেন। সেখানে সূর্যমুখী ফুলেরই রমরমা। রয়েছে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকার মতো আরও অনেক ফুলও।

যাঁরা রিলস বানাতে খুব ভালোবাসেন, তাঁদের পোয়াবারো। অহরহ অনুপের বাগানে তাঁদের হানাদারি। অনুপের মুখে হাসি। সবাই বাগানে আসছে, আর তাঁর প্রচারও বেশ হচ্ছে। এই সুবাদে মাসে আরামে ৪০ হাজার টাকার বেশি আয় হচ্ছে। শিলিগুড়ির অন্তরা বসুদের মতো রিলসপ্রেমীরা আবার বিনাপয়সায় ওই বাগানে শুটিংয়ের সুযোগ পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা।

এখন সব দারুণ ভালো হলেও একটা সময় কিন্তু মোটেও সব ঠিক ছিল না। শ্যামধনজোতের বাসিন্দা অনুপ বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই কলেজ থেকে ২০১৮ সালে স্নাতক হন। পরে আইটিআই থেকে পড়াশোনা। তবে সুবিধা হয়নি। কোনও চাকরি মেলেনি। কৃষক পরিবারের সদস্য হওয়ায় চাষবাসটা ভালোই জানা ছিল। সেটাই পথ দেখাল। দাদা সৌরভ মণ্ডলকে সঙ্গে গোলাপ ফুলের চাষ শুরু করলেন। সেই শুরু। এখন চার বিঘা পৈতৃক চাষের জমিতে ফুলের চাষ করছেন। দু'বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ হয়েছে। বাদবাকিটায় গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও বোতল ব্রাশ ফুটেছে। বাগানের মূল ভিড়টা অবশ্য সূর্যমুখীই টানছে। বাগানে ফুলপ্রেমীদের ভিড় উপচে পড়ছে। অন্যদিকে, অনুপ ব্যবসায় মন দিয়েছেন। বিয়েবাড়ি সহ

অনুপ মণ্ডলের সূর্যমুখী ফুলের বাগান।

অর্থনীতির পোয়াবারো

- শ্যামধনজোতের এক তরুণ বাতাসি বলাইঝোরা মৌজায় চার বিঘা জমিতে ফুল চাষ করেছেন
- সেখানে সূর্যমুখী ফুলেরই রমরমা, রয়েছে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকার মতো আরও অনেক ফুলও
- যাঁরা রিলস বা শর্ট ভিডিও বানাতে ভালোবাসেন, তাঁরা অহরহ এই বাগানে আসছেন
- বাগানের নানা ফুল বিক্রি করে তরুণের ভালো আয়, তাঁকে দেখে আরও অনেকে ফুল চাষে নেমেছেন

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সূর্যমুখী ফুল বিক্রি করা হয়। বাকি যতটা ফুল বেঁচে যায় তা শুকিয়ে বীজ থেকে তেল বানানো হয়। বছরভর বাগানের বিভিন্ন ফুল বিক্রি করে তরুণের দিনে দেড় হাজার টাকারও বেশি আয় হচ্ছে। অনুপকে দেখে এলাকার অনেকেই ফুল চাষে নেমে পড়েছেন।

তবে সমস্যাও আছে। তরুণের আক্ষেপ, ফুল চাষের জন্য উন্নতমানের বীজ, চারা ও টিস্যু কালচারের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়া যায় না। উৎপাদিত ফুল সংরক্ষণের জন্য মিনি হিমঘর নেই। খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা ঠাকুরদাস কার্জি অবশ্য সহজেই সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'খড়িবাড়ি ব্লকে ফুল চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। বিকল্প চাষ হিসাবে এখানকার অনেকেই তাই ফুল চাষ শুরু করেছেন। ফুল সংরক্ষণের জন্য ফুলচাষিরা চাইলে ভরতুকিতে নাবার্ড থেকে সৌরবিদ্যুৎচালিত মিনি হিমঘর প্রকল্পের জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন।' সূর্যমুখী ফুলের বীজ বিক্রির জন্য ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফুলচাষিরা সরকারি সহায়কমূল্য পেতে পারেন বলে দপ্তর জানাচ্ছে। ফুলচাষিরা সরাসরি খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করলে সমস্ত সহযোগিতা করা হবে বলে কৃষি অধিকর্তা আশ্বাস দিয়েছেন।

'সিলসিলা-২' হবে কি? যাঁরা বলিউড সিনেমার ভক্ত, এই সম্ভাবনা যে কতটা দূর অস্ত তা তাঁদের খুব ভালোমতোই জানা আছে। তবে যদি কোনওদিন এই সিনেমার শুটিং হয় তবে তা যেন তাঁর সূর্যমুখী ফুলের বাগানেই হয়, অনুপের একান্ত ইচ্ছে।

সবুজস্রষ্টা রূপকুমার
(২ এপ্রিল)

গরুমারার রামশাইয়ের রূপকুমার চক্রবর্তী জাতীয় সড়কের ধারে অগুনতি গাছ লাগিয়েছেন। সেই সমস্ত গাছের দেখভালে মাইনে দিয়ে লোকও রেখেছেন।

আগুনে হাহাকার
(২ এপ্রিল)

উত্তরবঙ্গের একাধিক জঙ্গলে বারবার আগুন লাগছে। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভোগান্তি। নাড়া পোড়াতে গিয়ে আমবাগান, বহু জমির ফসল পুড়ল।

রাজ্য গেমসে লজ্জা
(৭-১০ এপ্রিল)

মালদায় রাজ্য গেমসে শহরের নাম ডোবালেন উদ্যোক্তারা। জঘন্য সংগঠনের জন্য বিপদে পড়লেন খেলোয়াড়রা। গেমসের পদক তালিকা পর্যন্ত জানা গেল না।

নেতার ঘরে
(১০ এপ্রিল)

তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের ঘরে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানার হদিস। পরিবারের ছয়জন ধৃত। কোচবিহারের শীতলকুচিতে পাঠানটুলি গ্রামের ঘটনা।

ক্ষত।। *কালিয়াচকের সুজাপুরে পোড়ানো পুলিশের গাড়ি। গুজবে কী হতে পারে তার প্রমাণ এই ছবি। –ফাইল চিত্র।*

গুজবের গরল

মানস রায়

মজা করতে কেউ কেউ গুজব ছড়ান। কেউবা খারাপ কাজের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। তার জেরে কী হয় তা সম্প্রতি মালদার মোথাবাড়ির ঘটনাতেই পরিষ্কার। রয়েছে এমন বহু উদাহরণ।

গল্পের গোরু গাছে ওঠে, আর গুজবের? সে যে কোথায় উঠবে তা কারও জানা নেই। তবে আঙ্গিক ভেদে এর পরিণতি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ... নানা ক্ষেত্রকে তছনছ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কথায় আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। গুজবের ডালপালা ছড়ায় এই বিশ্বাসের ভিতটাকে কবজা করেই। মানুষ সম্মোহিত হয়ে তাকে বহন করে, সঞ্চারিত করে। ইতিহাস থেকে ঘটমান বর্তমান, উদাহরণ কম নেই। আর গুজবের সঙ্গে যদি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। হাতের কাছেই রয়েছে হাতেগরম মোথাবাড়ি কাণ্ড। স্রেফ রটনাকে ভিত্তি করেই জেলা, রাজ্য তোলপাড় হয়ে রইল। অথচ যতটা রটল বা এখনও রটানো হচ্ছে তার অনেকটাই মোথাবাড়ির মানুষই জানেন না।

শুরুটা ছিল রামপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রা মোথাবাড়ির চৌরাস্তায় পৌঁছে একটা মসজিদের পাশে বেশ কিছুক্ষণ ডিজে বাজিয়ে হইচই করে, বাজি পোড়ায়। এরপর রটে যায় মসজিদের ভেতর নমাজ পড়ার সময় বাজি ফেলা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ঘটনা এবং রটনা দুটোই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরপর দুই পক্ষ থেকেই সামাজিক মাধ্যমে রটনা পালটা রটনার বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়। দুই পক্ষেই কিছু লোক এটা করল ঘরে বসে, নীরবে। মসজিদের ইমাম মাইক হাতে চিৎকার করে বোঝাতে পারলেন না মসজিদের ভেতর বাজি পোড়ানো হয়নি, তখন মসজিদে নমাজ পড়া হচ্ছিল না। বাইরে থেকে দলে দলে কিশোর ভূতগ্রস্তের মতো মোথাবাড়িতে ছুটে গিয়ে হিংসার আগুন লাগিয়ে দিল। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় পরের দু'দিন দুই পক্ষের হানাহানি চলল বিভিন্ন জায়গায়। অথচ এই মোথাবাড়িতে মসজিদ ও কালী মন্দির পাশাপাশি সহাবস্থান করে, যেখানে শতবর্ষ ছুঁতে চলা রাম মন্দিরও দিব্যি রয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে গুজবকে হাতিয়ার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা যেমন কম নেই, ইতিহাস ঘাঁটলে 'সভ্য' ইউরোপেও এর নজির মিলবে।

চতুর্দশ শতকে ইউরোপে প্লেগ যখন মহামারির আকার নিয়েছে তখন গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ইহুদিরা খ্রিস্টানদের কুয়োর জলে বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে, এর বদলে ইহুদিদের প্লেগের হাত থেকে রক্ষা করছে শয়তান। এমন গুজবে হাজার হাজার ইহুদিকে প্রাণ দিতে হয় খ্রিস্টানদের হাতে। গুগল জানাচ্ছে, কুয়োর জলে বিষ মেশানোর রটনায় ১৩২১ সালে শুধু ফ্রান্সের গিয়েনেতেই পাঁচ হাজার ইহুদিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। জার্মানির ব্রান্ডেনবার্গে ইহুদিবিরোধী একটি আইনও পাশ হয়ে যায়। যদিও কুয়োয় বিষ ছড়ানোর দাবিটির প্রমাণ মেলেনি।

সম্প্রীতি।। *ইদের দিন মোথাবাড়িতে হিন্দুর দোকান থেকে মুসলমানদের কেনাকাটা। ছবি : স্বরূপ সাহা*

গুজবের ডানা মেলতে সুবিধা হয় যদি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সেই আবহ তৈরি করে দেয়। যেমন, ২০১৬ সালে কালিয়াচকে থানা পোড়ানো। এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠছিল। একটা সংগঠন বিক্ষোভের ডাক দেয়। আর কিছু সমাজবিরোধী সেটাকে হাতিয়ার করে জনতাকে উসকে দেয়। হামলা হয় থানায়। পরে রটে যায় মুসলিমরা কালিয়াচক থানার ভেতরে থাকা মন্দির ধ্বংস করে ফেলেছে। দিল্লি থেকে বিজেপির সংসদীয় প্রতিনিধিদল মালদায় ছুটে আসেন। পুলিশের বাধায় কালিয়াচকে যেতে না পেরে মালদা স্টেশনেই মিডিয়াকে গরম গরম বাইট দিয়ে ফিরে যান। ঠিক যেমন মোথাবাড়িতে ঢুকতে না পেরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাদুল্লাপুরে ধর্নায় বসে সত্যি-মিথ্যার মিশেলে গা গরম করা বক্তব্য রাখলেন। তা কালিয়াচক থানার ঘটনার পর ওখানে প্রথম সাংবাদিক হিসেবে পৌঁছে দেখতে পেয়েছিলাম, থানার রেকর্ড রুম সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে। যেখানে কালিয়াচকের দাগি সমাজ বিরোধী, মাদকের কারবারিদের অপরাধের খতিয়ান ছিল। কয়েক হাত দূরে কালী মন্দিরটি একেবারে ঝকঝকে তকতকে অবস্থায় রয়েছে।

ছেলেধরা গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনি তো গত কয়েক বছর ধরে মালদায় 'সিজনাল ম্যাটার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাও ইতিহাস ঘাঁটলে ইউরোপে পাওয়া যাবে। ১৭৫০ সালে ফ্রান্সে রাজার বিরুদ্ধে দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল। রটে গিয়েছিল রাজা পঞ্চ দশ লুইয়ের কুষ্ঠ হয়েছে। সেটা ভালো করার জন্য রাজ বৈদ্যের নিদান মেনে তিনি শিশুদের বলি দিয়ে সেই রক্তে স্নান করছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে শিশু নিখোঁজ হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ে আক্রান্ত অভিভাবকরা দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করেন। পরে দেখা যায়, রাজা রাজপথের ধার থেকে যত্রতত্র বসবাসকারীদের উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেটা মানতে গিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিবারকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেটার ক্ষোভটাই সুচতুরভাবে শিশু চুরির গল্পের মাধ্যমে উগরে দেওয়া হয়েছিল।

মনস্তত্ত্ব বলছে, পরিস্থিতি পরিবেশ অনুকূল করে দিতে পারলে শিক্ষিত মানুষও বিচার বোধ হারিয়ে গুজবের পেছনে ছুটতে পারে। কয়েক বছর আগে লবণের অকাল নামছে এমন গল্পকে বিশ্বাস করে মালদায় মাঝরাতে মানুষ ছুটেছিল লবণ কিনতে। লবণের গোডাউন পর্যন্ত লুঠ হয়েছে। গোটা মাসে এক প্যাকেট লবণ খরচ হয় না, এমন পরিবারের কর্তাও বস্তা বস্তা লবণ ঘরে মজুত করে ফেলেছিলেন।

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন, গুজব ছড়ানোর পেছন থেকে একটা আগ্রাসন কাজ করে। সেটা রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা কিছু হতে পারে। এমনকি কারও কাছে হতে পারে সেটা নিছক বিনোদন। কিন্তু দিন শেষে তাতে পেটের খিদে মেটানোর ভাত রান্না হয় না, বরং পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সমাজের, মনের ভিত। প্রতিরোধে মানসিক সুস্থ মানুষজনের জোট বাঁধাটা, যুদ্ধে নামাটা জরুরি।

মিডিয়ায় প্রচার নেই, নেই তাই প্রতিবাদ

সুভাষ বর্মন

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা হোক বা সম্প্রতি আদালতের রায়ে শিক্ষকদের চাকরি যাওয়া, সর্বত্র প্রতিবাদ চলছে। অথচ আলিপুরদুয়ারের প্রত্যন্ত প্রান্তে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় সবাই চুপ। মিডিয়ায় প্রচার নেই বলেই কি?

আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেও প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল। সেটা ছিল বড় ইস্যু। কিন্তু গ্রামের ছোটখাটো যৌন নিগ্রহ বা নারী নির্যাতনের ঘটনায় যেন সব মহল নীরব। রাজ্য বা জাতীয় স্তরের ইস্যুতে সোচ্চার হলে মিডিয়ায় প্রচার বেশি মেলে। স্থানীয় স্তরে ততটা প্রচার মেলে না। তাই বলেই কি রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলি স্থানীয় ইস্যুতে নীরব? সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের একটি হাইস্কুলের একজন বাংলার শিক্ষকের হাতে নবম শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগের ঘটনায় রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক মহলের নীরবতায় সেই প্রশ্নই উঠছে। যদিও ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে সব মহল।

গত ৩ এপ্রিল সকালের ঘটনা। নবম শ্রেণির ছাত্রীটি টিউশন পড়তে আসে শিক্ষকের বাড়িতে। সেখানেই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষক ছাত্রীকে ব্যাড টাচ করে বলে অভিযোগ। পরে ছাত্রীর গ্রামের উত্তেজিত জনতা শিক্ষকের বাড়ি ভাঙচুর করে। ঘটনার পরেই পালিয়ে যান শিক্ষক। সেদিনই আলিপুরদুয়ার মহিলা থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার। ঘটনার ক'দিন পরও শিক্ষককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। বাধ্য হয়ে ছাত্রীর পরিজন ও গ্রামের বাসিন্দারা ৭ এপ্রিল পলাশবাড়িতে মহাসড়ক অবরোধ করেন। তখনও কোনও রাজনৈতিক দলকে পথে নামতে দেখা যায়নি। তবে অবরোধের পরের দিনই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ছাত্রীর পরিবার ও গ্রামের মানুষ প্রতিবাদে এখনও সোচ্চার। কিন্তু রাজনৈতিক দল ও অন্য সংগঠন মাঠে নামেনি। এখানেই ফুটেজ নেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে জোর চর্চা চলছে।

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের কথায়, 'একজন শিক্ষক হয়ে ছাত্রীকে এভাবে নিগ্রহ করার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এটা শিক্ষক সমাজের কাছে লজ্জার। অভিযুক্ত শিক্ষক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এখন আইন অনুযায়ী তাঁর শাস্তি হোক, আমরা সেটাই চাই।' এমন ইস্যুতে বিরোধী দলগুলিকেই বেশি সোচ্চার হতে দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তারাও যেন চুপ। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের যে গ্রাম পঞ্চায়েতে ওই শিক্ষকের বাড়ি সেই গ্রাম পঞ্চায়েত ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন। বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রণজিৎ মুন্ডা বলেন, 'আমরা ঘটনার নিন্দা জানিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যে যেহেতু অভিযুক্ত শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাই দলীয়ভাবে পথে নামা হয়নি। এখন আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হোক, আমরাও সেটাই চাই।' বামেরও বক্তব্য যেন একইরকমের। সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম ১ নম্বর এরিয়া সম্পাদক আলপনা দাসের কথায়, 'ঘটনার পর আমরা ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে কথা বলি। এখন পুরো বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাই পথে নামা হয়নি।'

পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের জেলা সম্পাদক অরবিন্দ রায়ের বাড়ি এই ব্লকের শালকুমারহাটেই। জেলায় কোথাও কোনও শিশু, নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে এই মঞ্চ পথে নেমে প্রতিবাদ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদেরও মুখে কুলুপ। অরবিন্দ বলেন, 'দোষীর শাস্তি হোক, এটা আমরাও চাই। পুলিশ যাতে কোনওভাবে ধারা কার্যকর না করে সেটাও আমাদের দাবি। আর শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ সভা করা হবে।' তবে স্থানীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলির নিষ্ক্রিয়তার ঘটনা গতবারও এই ব্লকে ঘটেছিল। গত বছর ২৭ অগাস্ট তিন তরুণ দুই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি করে। একই মাসের ২৯ অগাস্ট এক বধূকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। তখনও কোনও মহলকে রাস্তায় দেখা যায়নি। তাহলে কি মিডিয়ায় প্রচারই সবার লক্ষ্য? ঘটনার গতিপ্রকৃতি কিন্তু তেমনটাই বলছে।

তবুও প্রতিবাদ।। *ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় মহাসড়ক অবরোধ পলাশবাড়িতে।*

সীমান্তে সৌহার্দ্য

পাশাপাশি।। *ধানখেতটা বাংলাদেশিদের। খড়ের গাদা সহ বাড়ি ভারতীয়দের। কুচলিবাড়িতে।*

দীপেন রায়

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে বর্তমানে টানাপোড়েনের চূড়ান্ত। মেখলিগঞ্জ সীমান্ত কিন্তু অন্য কথা বলছে। এখানে দুই দেশের বাসিন্দারা ঠিক যেন দারুণ পড়শি।

ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের যেন দিন-দিন অবনতি হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই দেশের নাগরিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। বাস্তবেই কি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে? মেখলিগঞ্জ সীমান্ত কিন্তু অন্য কথা বলছে। দিনকয়েক আগে কুচলিবাড়ির কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর এক ভারতীয়র বাড়ির খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। কাঁটাতারের ভেতর দমকল যেতে পারেনি। সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বাসিন্দারা সীমানা পেরিয়ে ছুটে এসে ওই আগুন নেভাতে সাহায্য করে। বিএসএফও ওই বাংলাদেশিদের একবারের জন্যও তাদের বাধা দেয়নি। আগুন নেভানোর পর ভারতীয় এক বধূ চা বানিয়ে সকলকে পরিবেশন করেছিলেন। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। সেখানে দুই দেশের মানুষ যেন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

এখানে অবশ্য এই সৌহার্দ্য বিরল নয়। কখনও বাংলাদেশি কৃষকরা ভারতীয়দের সহযোগিতা করেন আবার কখনও ভারতীয় কৃষকরা বাংলাদেশিদের সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও ডাক পান একে অপরের। কেউ মারা গেলেও এক জায়গায় শামিল হয় দুই দেশের মানুষ। কাঁটাতারের ভেতর হওয়ায় বিএসএফও কিছু বলে না। এক বিএসএফ আধিকারিকের কথায়, 'কাঁটাতারের ভেতর এমনিতেই বন্দির মতো থাকেন ভারতীয়রা। তাই বাংলাদেশিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা করতে সেরকম বাধা দেওয়া হয় না।'

সীমান্তে ঘুরে বোঝা গেল এখনও দুই দেশের মানুষ সেখানে একাত্ম। আকবরপাড়ার পার্শ্ববর্তী একালায় রয়েছে কলসিগ্রাম। সেটিও কাঁটাতারের ভেতর। সেখানে প্রায় হাজারখানেক মানুষ বাস। কাঁটাতার পেরিয়ে যাওয়ার পর গ্রামে খোলা সীমানা। দুই দেশের জিরো পয়েন্টে শতাব্দীপ্রাচীন একটি বটগাছ রয়েছে। সেই গাছের নীচে জনা কয়েক তরুণ মোবাইল গেম খেলতে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু ভারতীয় ছিল আবার কিছু ছিল বাংলাদেশি। দেশ আলাদা হলেও মোবাইল গেমে তাঁদের একসঙ্গে মজে থাকার বিষয়টি যথেষ্টই অর্থবাহী।

এখানে সীমান্তে কৃষিকাজ করার সময় দেখা যায় কাজের ফাঁকে কোনও গাছের ছায়ায় সুখ-দুঃখের গল্প করছেন দুই দেশের কৃষকরা। খোঁজ নিচ্ছেন একে অপরের দেশের পরিস্থিতি। ভাগাভাগি করে খান গুয়া (সুপারি) থেকে বিড়ি। দুই দেশের দৌরাত্ম্যের মাঝেও এরকম দৃশ্যের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে যত গভীরে যাওয়া যাচ্ছে ততই অবাক হওয়ার মতো তথ্য। সীমানার ভেদাভেদ ভুলে দুই দেশের মধ্যে মাঝেমধ্যেই বিয়েও হয়। রসিদুল ইসলামের বসবাস কাঁটাতারের ভেতর। সীমান্ত লাগোয়া সমস্ত বাড়িই বাংলাদেশি। সুখ-দুঃখের গল্প করার পাশাপাশি রান্না করার সময় লবণ, তেলের অভাব হলেও রসিদুলের পরিবারের সদস্যরা ছুটে যান বাংলাদেশিদের বাড়িতে। আবার মাঝেমধ্যে বাংলাদেশিরাও ভারতীয় জিনিসপত্র বা খাবারের খোঁজে রসিদুলের বাড়িতে আসেন। এখানে দুই দেশের সম্পর্কের মধুরতা নিয়ে স্থানীয় শিক্ষক মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'একসঙ্গে বসবাসের সুবাদেই এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এতে চিরকাল অটুট থাকলে সবারই মঙ্গল।'

গোল্ড ইটিএফ না বন্ড, কোথায় লগ্নি করবেন

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

সামনে নববর্ষ এবং অক্ষয় তৃতীয়া। এই দুই উৎসবে অনেকে সোনা কিনে রাখতে পছন্দ করেন। বর্তমানে সোনার গয়না বা কয়েন কেনার পাশাপাশি জনপ্রিয় হয়েছে ডিজিটাল সোনাও। এই কারণেই লগ্নিকারীদের কাছে জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে গোল্ড ইটিএফ এবং গোল্ড বন্ড। এই ধরনের বিনিয়োগে রয়েছে একাধিক সুবিধা।

সোনার গয়না বা কয়েন কিনলে তা সুরক্ষিত রাখার ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। গয়না কিনলে মজুরির খরচ বাড়তি গুনতে হয়। বন্ড বা ইটিএফের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয় না। এতে যেমন সোনা কেনার আনন্দ থাকে, তেমনই লগ্নির সুফলও পাওয়া যায়। তাই সরাসরি সোনা নয়, নতুন বছরে লগ্নি করুন সোনার বন্ড বা ইটিএফে।

গোল্ড ইটিএফ কী?

গোল্ড ইটিএফ অর্থাৎ গোল্ড এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড হল এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড। এর তহবিল ফিজিকাল গোল্ডেই বিনিয়োগ করা হয়। মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের মতো এটিও ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে সংরক্ষিত থাকে। গোল্ড ইটিএফ স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়।

কীভাবে লগ্নি করবেন?

প্রথমেই এক শেয়ার ব্রোকারকে বাছাই করতে হবে। তাঁর অধীনে খুলতে হবে ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। ইটিএফ কেনার জন্য বা বিক্রি করার জন্য ওই শেয়ার ব্রোকারকে চার্জ দিতে হয়। যে কোনও সময়ে এটি কেনা বা বিক্রি করা যায়।

গোল্ড ইটিএফের বৈশিষ্ট্য

- সোনার দামের ওপরই নির্ভর করে ইটিএফের দাম।
- এর প্রতিটি ইউনিট ০.০১ গ্রাম থেকে ১ গ্রাম পর্যন্ত হয়। ফলে খুব অল্প পরিমাণ অর্থ দিয়েও গোল্ড ইটিএফে লগ্নি করা যায়।
- গোল্ড ইটিএফে সোনার গয়না, কয়েন ইত্যাদি কিনে সংরক্ষণ, বিমা ইত্যাদির যে খরচ হয় তা থাকে না। সোনা বিশুদ্ধ কি না তা নিয়েও নিঃসংশয় হওয়া যায়।
- যে কোনও স্টক এক্সচেঞ্জে সহজেই বিক্রি করা যায়। এর কোনও লক-ইন পিরিয়ড থাকে না।
- জরুরি অবস্থায় অর্থের প্রয়োজন হলে ইটিএফের মাধ্যমে ঋণও পাওয়া যায়।
- এই ইটিএফে লগ্নি ৩ বছরের বেশি হলে তা দীর্ঘমেয়াদি মূলধনি লাভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- সোনার দামের সঙ্গে ইটিএফের দামও ওঠানামা করে।
- পোর্টফোলিওর বৈচিত্র্য বাড়াতে যে কোনও লগ্নিকারীই গোল্ড ইটিএফে সম্পদের কিছু অংশ বিনিয়োগ করে থাকেন।

জনপ্রিয় কয়েকটি গোল্ড ইটিএফ

২০০৭-এ ভারতে প্রথম গোল্ড ইটিএফ চালু হয়। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে লগ্নিকারীদের আস্থা অর্জন করেছে এই ফান্ড এবং বিগত কয়েক বছরে লগ্নিকারীদের বহুগুণ রিটার্নও দিয়েছে। বাজারে চালু এমন কয়েকটি জনপ্রিয় গোল্ড ইটিএফ- অ্যাক্সিস গোল্ড ইটিএফ, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল গোল্ড ইটিএফ, আইডিবিআই গোল্ড ইটিএফ, এইচডিএফসি গোল্ড ইটিএফ।

গোল্ড বন্ড কী?

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক একটি অর্থবর্ষে কয়েক দফায় এই গোল্ড বন্ড সাবস্ক্রিপশন চালু করে। এক্ষেত্রে পাকা সোনার পরিবর্তে সেই দামের ওপর একটি বন্ড কেনেন ক্রেতা। একটি নির্দিষ্ট ওজনের সোনার দামে যে বন্ড কেনেন ক্রেতারা, মেয়াদ শেষে তা বিক্রি করে রিটার্ন পান তাঁরা। গোল্ড বন্ড ভারত সরকারের স্টক হিসেবে ইস্যু করা হয়। লগ্নিকারীদের এজন্য একটি হোল্ডিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বন্ডগুলি ডিম্যাট আকারে রূপান্তর করা যায়।

কারা গোল্ড বন্ড কিনতে পারেন?

যে কোনও ভারতীয় নাগরিক, হিন্দু যৌথ পরিবার, পাবলিক বা প্রাইভেট ট্রাস্ট, চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন গোল্ড বন্ড কিনতে পারে।

কীভাবে গোল্ড বন্ড কিনবেন?

নির্দিষ্ট কয়েকটি স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক, পেমেন্টস ব্যাংক, স্টক হোল্ডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, ক্লিয়ারিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, নির্দিষ্ট ডাকঘর এবং নির্দিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে গোল্ড বন্ড কেনা যায়।

মেয়াদ এবং সাবস্ক্রিপশন সীমা কী?

এই বন্ডের মেয়াদ ৮ বছর। তবে ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ হলে পরবর্তী সুদ প্রদানের দিন গোল্ড বন্ড বিক্রি করা যায়। ন্যূনতম এক গ্রাম সোনার বন্ড কিনতে হয়। কোনও অর্থবর্ষে একজন লগ্নিকারী সর্বোচ্চ ৪ কেজি সোনার বন্ড কিনতে পারেন। ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ২০ কেজি।

বন্ডের দাম নির্ধারণ কীভাবে হয়?

ইন্ডিয়া বুলিয়ান অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত ৯৯৯ বিশুদ্ধ সোনার শেষ তিন কর্ম দিবসের গড় দাম অনুসারে বন্ডের দাম নির্ধারণ করা হয়।

গোল্ড বন্ডে ছাড় পাওয়া যায়?

অনলাইনে গোল্ড বন্ড সাবস্ক্রিপশন করলে প্রতি গ্রামে ৫০ টাকা ছাড় পাওয়া যায়।

সুদের হার কী হয়?

বর্তমানে গোল্ড বন্ডের ক্ষেত্রে বার্ষিক ২.৫ শতাংশ করে সুদ দেওয়া হয়। প্রতি ছয় মাস অন্তর এই হার পেয়ে থাকেন লগ্নিকারীরা। বন্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ সুদ আসলের সঙ্গে যোগ করে ফেরত দেওয়া হয়।

গোল্ড বন্ডে কি কর ছাড় পাওয়া যায়?

না। গোল্ড বন্ডে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য। মেয়াদ শেষে গোল্ড বন্ড থেকে প্রাপ্ত রিটার্নের ওপর ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স ধার্য করা হয়।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে যে কোনও লগ্নির জন্য সঠিক সময় নির্ধারণ করা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সোনার দাম সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে। অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যতবারই সোনা এক নাগাড়ে বেড়েছে, তার পরে সেই দামে বড় সংশোধন হয়েছে। এবারও সোনার দামে সংশোধনের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। যা লগ্নিকারীদের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, স্বল্প মেয়াদে নয়, সোনা থেকে মুনাফা করতে হলে লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

আবারও ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত ৯০ দিন পিছিয়ে দেওয়ায় ফের স্বমহিমায় ফিরে এল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৫,১৫৭.১৬ এবং নিফটি ২২৮২৮.৫৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিগত সপ্তাহের শেষে সূচক ছিল যথাক্রমে ৭৫,৩৬৪.৬৯ এবং ২২৯০৪.৪৫ পয়েন্টে। সামান্য নীচে থিতু হলেও চলতি সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স ৭১,৪২৫.০১ এবং নিফটি ২১৭৪৩.৬৫ পয়েন্টে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হয়েছে দুই সূচকের।

এই প্রত্যাবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাড়তি শুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত ৯ জুলাই পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া। বিশ্বের ৭৫টি দেশের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারতও। তবে চিনকে কোনও ছাড় দেননি ট্রাম্প। বিশ্বজুড়ে যে শুল্ক যুদ্ধের আশঙ্কা করা হয়েছিল তা অনেকাংশেই কমেছে। অপ্রত্যাশিত এই সিদ্ধান্তে শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ বেড়েছে। ফলস্বরূপ প্রায় সব ক্ষেত্রের শেয়ারে বড় উত্থান দেখা গিয়েছে।

এর পাশাপাশি মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ও শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় মদত দিয়েছে। মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ তাদের পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে সুদের হার আরও ০.২৫ শতাংশ কমাতে পারে। এই আশাও শেয়ার বাজারের উত্থানে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে।

চলতি সপ্তাহে দেশের শীর্ষ ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে ৬.০০ করেছে। এই নিয়ে পর পর দুই বৈঠকে রেপো রেট ০.৫০ শতাংশ কমানো হল। যা দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় চলতি বছরে রেপো রেট আরও ০.৫০-০.৭৫ শতাংশ কমানো হতে পারে। এই আশায় ভর করে ভারতীয় শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

একাধিক ইতিবাচক ইস্যু থাকলেও আশঙ্কাও থাকছে বিভিন্ন বিষয়ে। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল আমেরিকা-চিনের শুল্ক যুদ্ধ। দুই শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে এই লড়াই জারি থাকলে অস্থির হবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ এবং বার্ষিক ফলাফলও শেয়ার বাজারে আগামী দিনে বড় প্রভাব ফেলবে। ফলাফলের মরশুম শুরু হয়েছে টিসিএসের ফলাফল দিয়ে। এই তথ্যপ্রযুক্তি জায়েন্টের ফল প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। যা আগামী দিনে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বাড়াবে।

শেয়ার বাজারের মতো ওঠানামা চলছে সোনা, রুপোর বাজারেও। আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড় মাপের সংশোধন হতে পারে। প্রয়োজন ছাড়া তাই এখন সোনা, রুপোতে লগ্নি না করাই শ্রেয়।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **বরুণ বিভারেজ :** বর্তমান মূল্য-৫৪৫.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৮১/৪১৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮৪৫৬৫, টার্গেট-৬৫০।
- **আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৫৯.৯২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬/৫২, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৫৫-৫৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৩৮৭৪, টার্গেট-৭৮।
- **নেটওয়ার্ক পিপল :** বর্তমান মূল্য-২২৪৬.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫৭৭/১১৬৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২০০০-২১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৩৫৫, টার্গেট-২৭৫০।
- **সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৬৬.৯৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৮/১৩০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৫০-১৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৩৭১, টার্গেট-২৩২।
- **সামহি হোটেল :** বর্তমান মূল্য-১৫১.৩১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২২৫/১২১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৩২-১৪৪, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩৪৭, টার্গেট-২১০।
- **টিআরএফ :** বর্তমান মূল্য-৩৫৩.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৬৯/২৮৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩২৫-৩৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৮, টার্গেট-৪৭০।
- **ভারত ইলেক্ট্রনিক্স :** বর্তমান মূল্য-২৮৫.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪০/২২১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৬৫-২৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২০৮৩২৮, টার্গেট-৩৫৬।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস

● **সেক্টর :** এফএমসিজি ● **বর্তমান মূল্য :** ১০৯৭ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৮৮২/১২৬২ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১,০৮, ৬৩৭ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ১৯৩.৩৫ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৭১ ● **ইপিএস :** ১১.৬২ ● **পিই :** ৯৪.৪৮ ● **পিবি :** ৫.৬৮ ● **আরওসিই :** ১০.৬ শতাংশ ● **আরওই :** ৮.৩২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৩৫০

একনজরে

- টাটা গোষ্ঠীর এই সংস্থা দেশের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় এফএমসিজি সংস্থা।
- ভারত ছাড়াও এই সংস্থার ব্যবসা রয়েছে বিভিন্ন দেশে যেমন কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যেও উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার।
- টাটা কনজিউমারের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে অন্যতম হল- টাটা সল্ট, টাটা টি, টেটলি, হিমালয়ান, এইট ও ক্লক, টাটা সম্পন্ন ইত্যাদি।
- দেশের প্রত্যেকটি ছোট ও বড় শহরে ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে এই সংস্থার।
- আয়ের ৭৬ শতাংশ দেশের এবং ২৪ শতাংশ বিদেশ থেকে হয়।
- মার্কিন সংস্থা স্টারবাকসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৩৭০-এরও বেশি স্টারবাকস রিটেল কফি স্টোর রয়েছে টাটা কনজিউমারের।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়েছে টাটা কনজিউমার।
- প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৩৩.৮৪ শতাংশ শেয়ার। বিদেশি লগ্নিকারীর হাতে ২৩.২৩ শতাংশ এবং দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে ১৯.৪৯ শতাংশ শেয়ার।
- ২০২৪-২৫ এর তৃতীয় কোয়ার্টারে আয় ১৭ শতাংশ বেড়ে ৪৪৪৪ কোটি টাকা এবং ২৭৯ কোটি টাকা মুনাফা করেছিল এই সংস্থা। চতুর্থ কোয়ার্টারেও ভালো ফল করতে পারে এই সংস্থা।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

বিশ্বের বাজার একটি মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল

বোধিসত্ত্ব খান

'পৃথিবী বদলে গেছে। যা দেখি নতুন লাগে।' উত্তম কুমার অভিনীত 'আনন্দ আশ্রম'-এ এরকমই একটি গান গেয়েছিলেন কিশোর কুমার। বর্তমান পরিস্থিতি এই কথাগুলিকেই অনুসরণ করছে, তবে নেতিবাচক অর্থে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ৯০ দিনের জন্য ৭০-এর বেশি কিছু দেশের ওপর থেকে ট্যারিফ বা শুল্ক চাপানো পিছিয়ে দিলেন। তাতে লাভ কি কিছু হল? বিশ্ব অর্থনীতি কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বটে, তবে বিপদ কি কাটল? বিশেষ করে যেখানে সমস্ত সমীকরণ বদলে যাচ্ছে, বদলে দেওয়া হচ্ছে এবং তার একমাত্র চালক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বন্ধু ও শত্রু দেশের মধ্যে সমস্ত বিভেদ তিনি মুছে দিয়েছেন এবং তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিশ্বের সমস্ত বড় বড় শেয়ার বাজারের ওপর। আমেরিকার মুখ্য ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ন্যাসড্যাক ২০২৫-এ পতন দেখেছে ১৩.৩৭ শতাংশ, এস অ্যান্ড পি ৫০০ ৮.৯৪ শতাংশ, ডাউজোন্স ৫.৪৬ শতাংশ। জাপানের নিক্কেই পতন দেখেছে ১৪.৫৫ শতাংশ, তাইওয়ান ১৪.৪৭ শতাংশ। ভারতের অর্থনীতির যা মূল্য তার প্রায় আড়াই গুণ অর্থাৎ ১০ ট্রিলিয়ন ডলার আমেরিকার শেয়ার বাজার থেকে মুছে গিয়েছে মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশনে।

কেবলমাত্র শেয়ার বাজারে নয়, প্রভাব পড়েছে জ্বালানি তেল, সোনা-রুপো, বন্ড মার্কেটেও। ক্রুড অয়েলের দামে দারুণ পতনের পর তা দাঁড়িয়েছে ৫৩১০ টাকা প্রতি ব্যারেল। সোনার দাম বলতে গেলে মধ্যবিত্তের আওতার বাইরে। প্রতি ১০ গ্রাম সোনা (৫ জুন এক্সপায়ারি) ট্রেড করেছে ৯৩,৮৮৭ টাকায়। রুপো প্রতি কিলো ট্রেড করেছে ৯৪,৩০০ টাকায়। ইউএস ডলার ইন্ডেক্সের অবস্থা দেখলে চমকে উঠতে হয়। সেটা ট্রেড করছে ৯৯.৭৪৮-এ। ১০ বছরের ইউএস বন্ড ইল্ড বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৪৯৫-এ। জাপান এই বন্ড বিক্রি করে চলেছে চিনের ওপর ২২৪ শতাংশ ট্যারিফ বসানোর পর। চিনও যদি বন্ড বিক্রির পথ অবলম্বন করে, তবে তা অসম্ভব বলে বিবেচিত নাও হতে পারে।

ভারতবর্ষ আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও আশঙ্কা দূর হচ্ছে না। ভারতের যে পণ্যগুলি আমেরিকায় রপ্তানি হয়, তার মধ্যে রয়েছে ওষুধ, হিরে ও গয়না, ইনফর্মেশন টেকনলজি (সফটওয়্যার ও সার্ভিসেস), মোবাইল (অ্যাসেম্বেলড), রিনিউয়েবল এনার্জি যন্ত্রাংশ, ইলেক্ট্রনিক এবং ইলেক্ট্রিক্যাল সরঞ্জাম, অটোকম্পোনেন্টস ও অটো। ২০২৪ সাল অবধি ভারত-আমেরিকার মধ্যে মোট ১২৯.২ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়েছে। যেখানে ভারত মোট ৮৭.৪ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি এবং ৪৫.৭ বিলিয়ন ডলারের আমদানি করেছে। ২০৩১-এর মধ্যে তা অন্তত ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া হবে বলে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারত নিজেদের রপ্তানি যদি বৃদ্ধি করতে চায় এবং যে শুল্ক আমেরিকা চাপিয়েছে, তা একই থাকে, তাহলে বড় বিপদের কথা হবে।

ট্রাম্প সাময়িকভাবে ভারতের ওপর ধার্য শুল্ক পিছিয়ে দেওয়ার ফলে ভারতীয় শেয়ার বাজার শুক্রবার একটি উত্থান দেখে। নিফটি ১.৯২ শতাংশ, বিএসই সেনসেক্স ১.৭৭ শতাংশ, নিফটি ব্যাংক ১.৫২ শতাংশ, বিএসই স্মল ক্যাপ ৩.০৪ শতাংশ, বিএসই মিড ক্যাপ ১.৮৪ শতাংশ, নিফটি অটো ২.০৩ শতাংশ, বিএসই কনজিউমার ডিউরেবলস ২.৯২ শতাংশ এবং বিএসই মেটালস ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কোম্পানির শেয়ারগুলি এদিন ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছোয়, তার মধ্যে রয়েছে চম্বল ফার্টিলাইজার, করমণ্ডল ইন্টারন্যাশনাল, ইন্ডিয়া সেল্টার ফিন্যান্স, কিনোট ফিন্যান্স, ম্যাঙ্গালোর কেমিক্যালস, ওয়ারি রিনিউয়েবলস প্রভৃতি।

যে কোম্পানির শেয়ারগুলি ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয়, তার মধ্যে রয়েছে জেনসল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেশোরাম, টিভিএস সাপ্লাই প্রভৃতি। এদিন যে শেয়ারগুলিতে সর্বাধিক উত্থান আসে, তার মধ্যে রয়েছে ডিক্সন টেকনলজিস (৭.৬৮ শতাংশ), এসআরএফ (৭.৪ শতাংশ), লরাস ল্যাব (৭.৩৭ শতাংশ), আরতি ইন্ডাস্ট্রিজ (৭.০৪ শতাংশ), দীপক নাইট্রাইট (৬.৯৪ শতাংশ), হিন্দালকো (৬.০৪ শতাংশ), পিএনবি হাউসিং (৬.০৯ শতাংশ), সোনা বিএলডব্লিউ (৫.৫৬ শতাংশ), এইচডিএফসি এএমসি (৪.৯৩ শতাংশ) ইত্যাদি।

সম্প্রতি ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছে। বর্তমানে তা ৬ শতাংশ। একদিকে সিপিআই ইনফ্লেশন (৩.৭ শতাংশ)-এর কাছে, জিডিপি বৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। বিশ্বজুড়ে যদি অশান্তি কমে এবং বিশ্ব অর্থনীতি একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌঁছোয়, সেক্ষেত্রে ভারতের শেয়ার বাজারের উত্থান অব্যাহত থাকতে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

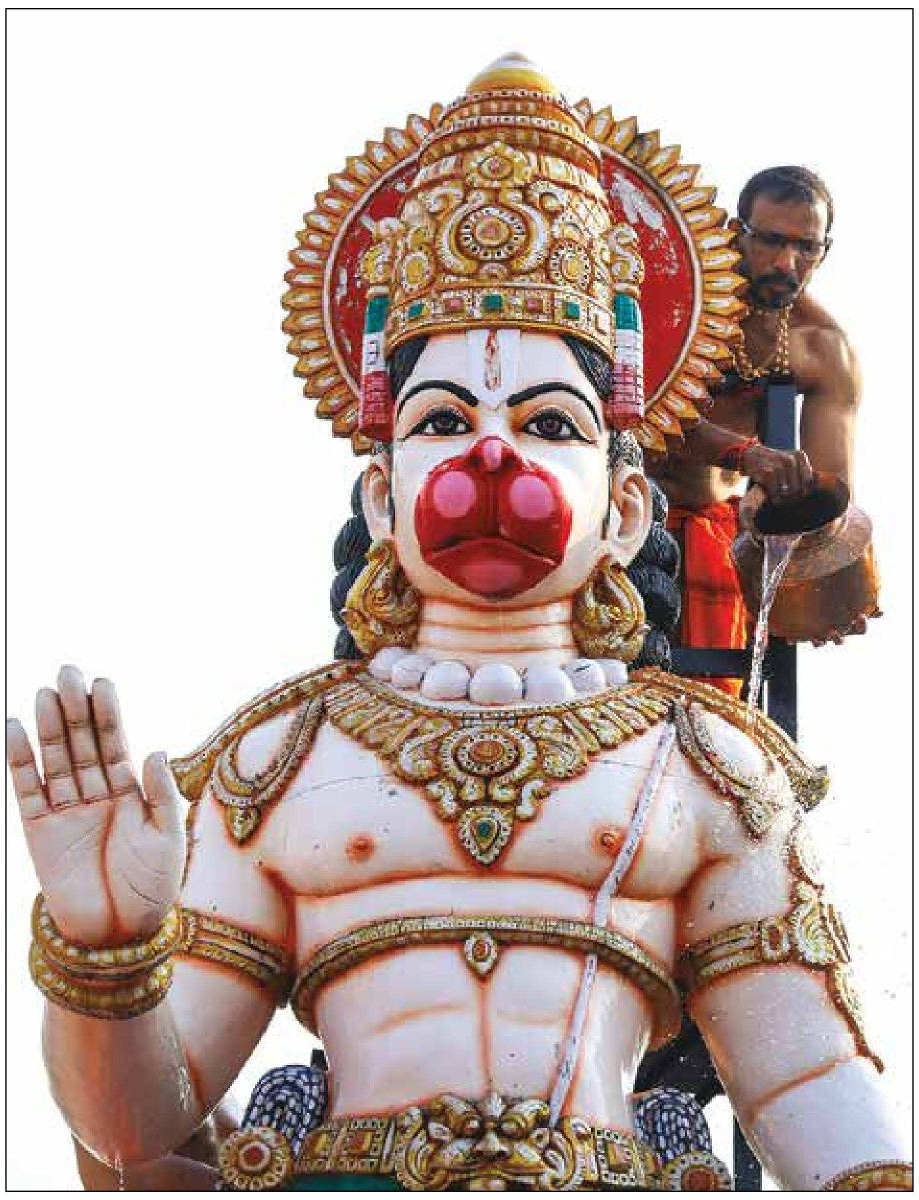

হনুমানজয়ন্তীর দিন ব্যস্ত পূজারি। শনিবার হায়দরাবাদে। -পিটিআই

মমতাদের ধন্যবাদ মেহবুবার, মায়ার তোপে রাহুল

ওয়াকফ বিতর্ক

এই অন্ধকারময় সময়ে আপনাদের সাহসী এবং স্পষ্ট অবস্থান আশার এক বিরল আলো। মতাদর্শে নিবেদিত কিছু মানুষের সঙ্গে আপনারা ন্যায় এবং ভারতের সার্বিক ধারণার পক্ষে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মেহবুবা মুফতি

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানি হওয়ার কথা সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমকে স্ট্যালিন এবং সিদ্দারামাইয়াকে চিঠি দিয়ে ওয়াকফ ইস্যুতে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন পিডিপি সভানেত্রী মেহবুবা মুফতি। পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শনিবার ওই চিঠিতে লিখেছেন, 'এই অন্ধকারময় সময়ে আপনাদের সাহসী এবং স্পষ্ট অবস্থান আশার এক বিরল আলো। মতাদর্শে নিবেদিত কিছু মানুষের সঙ্গে আপনারা ন্যায় এবং ভারতের সার্বিক ধারণার পক্ষে উঠে দাঁড়িয়েছেন।' মেহবুবা বলেছেন, 'যাঁদের কথা শোনা যায় না এবং প্রান্তিক, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের লাগাতার সমর্থন ও নেতৃত্বের ফলে আমরা আমাদের সাংবিধানিক মূল্যবোধ ফিরে পাব বলে আশা করি।' দেশে সংখ্যাগুরুবাদের ক্রমবর্ধমান বিপদ সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে মুসলিমদের বিপাকে ফেলছে বলেও জানান মেহবুবা। তিনি বলেছেন, 'বেশিরভাগ মানুষ এই অ্যাজেন্ডাকে খারিজ করে দিলেও যাঁরা হিংসা ও বিভাজনের প্রচার করেন তাঁরাই এখন ক্ষমতায় থেকে সংবিধান, প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যানধারণাকে নিশানা করছেন।'

এদিকে মেহবুবা যখন বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন লোকসভায় এই ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নীরবতা নিয়ে তোপ দেগেছেন বসপা সুপ্রিমো মায়াবতী। তিনি শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন, ভারতের মুসলিম সমাজ যেহেতু আইনটি নিয়ে আপত্তি তুলেছে তাই সরকারের উচিত সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া। তিনি বলেছেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে লোকসভায় দীর্ঘ আলোচনায় বিরোধী দলনেতা কিছুই বলেননি। তাঁর এভাবে চুপ থাকা কি উচিত ছিল? এই ব্যাপারে মুসলিম সমাজে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে এবং ইন্ডিয়া জোটে যে শোরগোল পড়েছে তা স্বাভাবিক।'

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'দলিতদের সরকারি চাকরি, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখার ব্যাপারে কংগ্রেস ও বিজেপি সমানভাবে দোষী।' লোকসভায় রাহুলের মুখে কুলুপ আঁটা নিয়ে এর আগেও সমালোচনা হয়েছে। তাছাড়া আলোচনাপর্বে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার অংশ না নেওয়া নিয়েও প্রবল সমালোচনা হয়েছে।

'বিচার বহু দূর', ইঙ্গিত এনআইএ'র

আইনজীবী নিতে নারাজ রানা

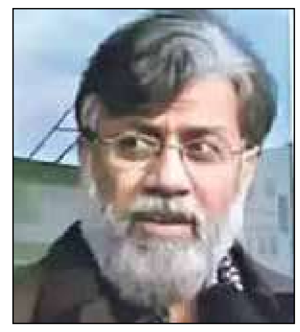

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলা সংক্রান্ত মামলায় নিজের জন্য আইনজীবী নিয়োগে আপত্তি রয়েছে অন্যতম মূল অভিযুক্ত তাহাউর রানার। এক্ষেত্রে বিশেষ এনআইএ আদালতে জমা দেওয়া হলফনামায় রানা জানিয়েছে, তার নাম ব্যবহার করে খ্যাতি পাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন এমন কাউকে সে আইনজীবী হিসাবে চাইছে না। রানা আদালতে বলে, 'আমার মাধ্যমে যশ ও খ্যাতি লাভ করুন, চাই না।'

এরপরই রানার এহেন উদ্বেগের ভিত্তিতে এনআইএ আদালতের বিচারক চন্দ্রজিৎ সিং নির্দেশ দেন, লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির অধীনে নিযুক্ত আইনজীবীরা গণমাধ্যমে কথা বলতে পারবেন না। সেইসঙ্গে যদি তাঁদের পরিচয় আগে থেকে প্রকাশ না হয়ে থাকে, তবে সাংবাদিকদের কাছে তা প্রকাশ করা যাবে না।

২০০৮ সালে মুম্বইয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় অভিযুক্ত রানাকে ১৬ বছর পর ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বৃহস্পতিবার রাতে আইনজীবীরা তাকে জানান, এই মামলার নিষ্পত্তি চট করে হবে না। খুব দ্রুতগতিতে চললেও কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লেগে যেতে পারে এই মামলা শেষ হতে। এমনকি অভিযোগপত্র জমা দিতেই বছর ঘুরে যেতে পারে। একথা শুনে রানার চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে।

আইনজীবীদের কাছে রানা জানতে চায়, এই মামলায় সে মার্কিন আইনের 'প্লিড দ্য ফিফথ'-এর মতো অধিকার পেতে পারে কি না। এর অর্থ, আমেরিকার সংবিধানের 'পঞ্চম সংশোধনী' অনুযায়ী কোনও অভিযুক্তকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় না। পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি আদালতে বা তদন্তে এমন কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হন, যার উত্তর দিলে তিনি নিজেই নিজের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন, তখন তিনি সেই প্রশ্নের জবাবে 'প্লিড দ্য ফিফথ' অধিকার প্রয়োগ করে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারেন। আইনজীবীরা রানাকে বলেন, ভারতীয় আইন অনুযায়ী সেরকম কোনও অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কিছু সমমানের আইনি সুরক্ষা ভারতের আইনে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার রানাকে দিল্লির বিশেষ এনআইএ আদালতে তোলা হয়। বিচারক চন্দ্রজিৎ সিং তার ১৮ দিনের এনআইএ হেপাজত মঞ্জুর করেন। তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, এই সময়ে রানাকে এনআইএ-র নজরদারিতে প্রতি দু'দিন অন্তর তার আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিতে হবে।

এনআইএ-র সদর দপ্তরের নীচের তলার একটি ১৪ বাই ১৪ ফুটের ঘরে রানাকে রাখা হয়েছে। সেখানে ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি ও মানব নজরদারি চালানো হচ্ছে। নিরাপত্তার কারণে তাকে কেবল সফট-টিপ কলম ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করার সময় তার সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন এনআইএ-র বাছাই করা কর্তারাও।

বৈশাখী উৎসবে ফসল মাথায় ঘরের পথে তরুণী। শনিবার পাতিয়ালায়।

স্মার্ট সিটি মিশনে পিছিয়ে রাজ্য

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'স্বপ্নের প্রকল্প' হিসেবে পরিচিত স্মার্ট সিটি মিশন ২০১৫ সালে যখন ঘোষণা হয়েছিল, তখন গোটা দেশের চোখে ছিল উন্নয়নের এক নতুন দিগন্তের স্বপ্ন। শহরগুলিকে স্মার্ট করে তোলার প্রতিশ্রুতি ছিল কেন্দ্রের। যদিও তৃতীয়বার সময়সীমা বাড়িয়েও শেষ হল না কাজ।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাস্তবায়নে বারবার প্রশাসনিক জট, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং পর্যাপ্ত পরিকল্পনাবিদ ও প্রযুক্তিগত কর্মীর অভাবে দেরি হয়েছে।

১০০টি শহরকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন এখন প্রশ্নের মুখে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে প্রকল্প সম্পূর্ণ না হওয়া মানে শুধু উন্নয়ন নয়, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবের দিকটিও প্রকট হয়ে উঠেছে। চলতি বছরের ৪ মার্চ পর্যন্ত মোট ৭৫০৪টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৫৫৯টি প্রকল্প এখনও বাকি রয়েছে বারবার সময়সীমা বাড়ানোর পরও। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এখনও বহু প্রকল্প ঝুলে রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, পুদুচেরি।

২০০৫ সালে জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন চালু হয়েছিল ৬৫টি শহরে সংস্কারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প চালানোর জন্য। প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছিল ২০১১-১২ সালের মধ্যে। সেই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকেই ২০১৫ সালে স্মার্ট সিটি মিশনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে পর্যালোচনার পর ভবিষ্যতের নগর উন্নয়ন প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হবে। রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে স্মার্ট সিটি অ্যাডভাইজারি ফোরামের কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বহু প্রকল্প ঝুলে

আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক ৫০টি থিমভিত্তিক প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণা শুরু করেছে, যার দায়িত্বে রয়েছে ২৯টি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে আইআইটি ও আইআইএম-ও রয়েছে।

মোট ৬টি শহর পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্মার্ট সিটি তালিকায় রয়েছে—কলকাতা (নিউ টাউন), আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়া, শিলিগুড়ি এবং বজবজ। কিন্তু রাজ্যের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। রাজ্যে বেশ কিছু প্রকল্প এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বিশেষত নিউ টাউন কলকাতা, যেখানে 'গ্রিনফিল্ড ডেভেলপমেন্ট'-এর পরিকল্পনা ছিল, সেখানেও একাধিক প্রকল্প ঝুলে আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের তথ্য বলছে, রাজ্যে প্রকল্প

স্তব্ধ ইউপিআই, অনলাইন লেনদেনে সমস্যায় গ্রাহকরা

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে চলে অনলাইন লেনদেন। শনিবার আচমকা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল সেই ইউপিআই। যার জেরে দেশজুড়ে গুগল পে, ফোন পে, অ্যামাজন পে, পেটিএমের মতো জনপ্রিয় অনলাইন লেনদেনের প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে লেনদেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এই সমস্যা বহাল ছিল।

ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যা নজরে আসে। তার ১০ মিনিটের মধ্যে পরিষেবা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অনলাইনে ক্যাব বুক করা থেকে রেলের টিকিট কাটা, রেস্তোরাঁর বিল মেটানো, এমনকি ইনসুরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে।

ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ইউপিআই ব্যবহারে সমস্যা হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। গত এক মাসে এই নিয়ে ৩ বার কাজ করা বন্ধ করে দিল ইউপিআই। ২৬ মার্চ ও ২ এপ্রিলও ইউপিআই লেনদেনে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন ব্যবহারকারীরা।

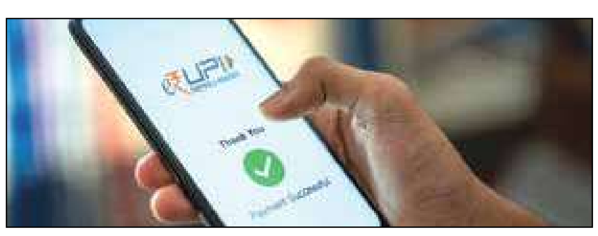

বিজাপুরে নিহত তিন মাওবাদী

রায়পুর, ১২ এপ্রিল : মাওবাদী দমন অভিযানে ফের সাফল্য যৌথ বাহিনীর। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় শনিবার সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন মাওবাদীর। সম্প্রতি মাওবাদীরা সংঘর্ষবিরতির আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল কেন্দ্রকে। তারপর এটাই প্রথম বড় সংঘর্ষ।

বিজাপুরের ভৈরমগড় এলাকায় ইন্দ্রাবতী নদীর ওপারে সকাল ৯টা নাগাদ এই গুলির লড়াই শুরু হয়। দান্তেওয়াড়া ও নারায়ণপুর জেলার আবুজমাড় জঙ্গলঘেরা অঞ্চলটিকে দীর্ঘদিন মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বলে মনে করা হত। নিরাপত্তা বাহিনীর এক আধিকারিক জানান, 'দু'জন মাওবাদী ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে আরেকজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। আমাদের বাহিনীর কেউ হতাহত হয়নি। এখনও বিক্ষিপ্তভাবে গুলির লড়াই চলেছে।'

এদিনের অভিযানে সিআরপিএফ-এর কোবরা বাহিনী, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) যৌথভাবে অংশ নেয়। তাদের কাছে আগে থেকেই মাওবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর ছিল। চলতি বছরে ছত্তিশগড়ে মোট ১৩৭ জন মাওবাদী সংঘর্ষে নিহত হয়েছে, যার মধ্যে ১২১ জন বস্তার অঞ্চলের।

এর আগে ৫ এপ্রিল দান্তেওয়াড়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মাওবাদীদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করে তাদের মূলস্রোতে ফেরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা আমাদের নিজেদের লোক। যখন কোনও নকশাল মারা যান, কেউই খুশি হই না।' তার আগে মাওবাদীরা চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছিল, যদি নতুন পুলিশ ক্যাম্প তৈরির কাজ বন্ধ করা হয়, তাহলে তারা সংঘর্ষবিরতিতে রাজি। তবে পরে আরেক চিঠিতে তারা অভিযোগ করে, সরকার তাদের শর্ত মানেনি। তাই আলোচনার পরিস্থিতি নেই।

পরকীয়া সন্দেহে প্রেমিকাকে খুন

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ফের দিল্লিতে লিভ-ইন পার্টনারের হাতে খুন। পরকীয়া সন্দেহে লাহিং জানেঙ্গকে (২৭) খুন করলেন তাঁর প্রেমিক। পুলিশ জানিয়েছে, ৮ এপ্রিল দুপুর ১.৫৭ মিনিটে এক ব্যক্তি ফোন করে জানান মুনিরকার ক্রান্তিচকে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি বহুতলের ছ-তলার ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রেমিক জগমিনথং। জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেছেন তিনি।

তদন্তে জানা গিয়েছে, দু'জনেই মণিপুরের বাসিন্দা। বছর খানেক ধরে একসঙ্গে থাকছিলেন। ঘটনার আগের দিন তাঁরা একটি পার্টি দিয়েছিলেন। আমন্ত্রিতরা চলে গেলে পরকীয়া সন্দেহে জগমিনথং প্রেমিকাকে শারীরিক নিগ্রহ করেন। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, নিগ্রহের কারণেই লাহিংয়ের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরই প্রকৃত কারণ জানা যাবে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

পুনর্বাসনের নামে আস্তাকুঁড়ে ধারাভির বাসিন্দারা

মুম্বই, ১২ এপ্রিল : ধারাভি পুনর্বিকাশ প্রকল্প (ডিআরপি) নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। মহারাষ্ট্র সরকার ও আদানি গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের আওতায় ধারাভির প্রায় ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ বাসিন্দাকে মুম্বইয়ের ডিওনার আবর্জনা স্তূপের পাশে ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গত বছর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই নেওয়া হয়েছিল।

ভারতের অন্যতম বৃহৎ ও বিষাক্ত আবর্জনা ফেলার কেন্দ্র হল এই ডিওনার। এটি এখনও সক্রিয়। এই এলাকায় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬,২০০ কেজি মিথেন গ্যাস বাতাসে মেশে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও আবর্জনার স্তূপ থেকে কমপক্ষে ১০০ মিটারের মধ্যে বসতি, স্কুল বা হাসপাতাল গড়া নিষিদ্ধ, এমনকি সেই স্তূপটি বন্ধ থাকলেও। অথচ ডিওনার এখনও চালু রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ধারাভির দেড়লক্ষ 'যোগ্য' পরিবারকে ধারাভিতেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু বাকিদের যাদের 'অযোগ্য' ধরা হয়েছে, তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কুরলা, ওয়াডালা এবং সবচেয়ে বিতর্কিতভাবে ডিওনারের মতো এলাকায়।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বই পুরসভার তরফে ডিওনার আবর্জনা স্তূপের ৩১১ একরের মধ্যে ১২৪ একর রাজ্য সরকারকে হস্তান্তরিত করা হয়। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) করা হয়নি। বসতি পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষ ও মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড জানিয়েছে, কোনও অনুমোদন বা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আরও আশঙ্কাজনক যেটা তা হল, ডিওনারে যেখানকার জমিতে বাড়ি তৈরি করা হবে, তার মাত্র ৫০ মিটারের মধ্যেই দুটি বড় প্রকল্প তৈরি হচ্ছে- একটি বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্ল্যান্ট, আরেকটি বায়ো-সিএনজি ইউনিট। অথচ কেন্দ্রীয় আবাসন নীতিতে বলা আছে, এই ধরনের শিল্প ইউনিটের আশপাশে অন্তত ৩০০ থেকে ৫০০ মিটার দূরত্ব রাখা উচিত।

সরকার কী বলছে? প্রকল্পের প্রধান কর্তা এবং সিনিয়ার আইএএস অফিসার এসভিআর শ্রীনিবাস বলেছেন, মুম্বইয়ে জমির অভাব এতটাই প্রকট যে বিকল্প কোনও জায়গা ছিল না। অন্যদিকে কে এই জায়গা নির্বাচন করেছে তা নিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ চলছে। ডিওনার জমির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব কার, তা নিয়েও কোনও স্বচ্ছতা নেই। নবরাষ্ট্র মেগা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড (এনএমডিপিএল) বলছে, এই দায়িত্ব মুম্বই পুরসভার। অন্যদিকে পুরসভা জানাচ্ছে, তারা জমি 'যেমন ছিল, তেমন' হস্তান্তর করেছে।

অর্থাৎ বিষাক্ত ও প্রবলভাবে সক্রিয় আবর্জনার পাহাড়ের ওপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে অসহায় গরিব মানুষদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নটা তাই থেকেই যাচ্ছে। যার কোনও সদুত্তর প্রশাসনের কাছে নেই।

‘মার্চ ফর গাজা’ পদযাত্রায় পা মেলাল বাংলাদেশি আমজনতা। শনিবার ঢাকায়। -এএফপি

ট্রাম্পকে বার্তা ভারতের

‘আমরা গান পয়েন্টে বসে আলোচনা করি না’

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : পারস্পরিক শুল্কনীতির আওতায় ভারতের পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ কর চাপিয়েছে আমেরিকা। চলতি সপ্তাহে সেই সিদ্ধান্ত ৩ মাসের জন্য কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আমেরিকা যেভাবে ভারতের ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তাতে কেন্দ্র যে মোটেও খুশি নয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

দিল্লিতে ভারত-ইতালি বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত এক আলোচনায় তিনি জানান, চাপের মুখে আমেরিকা সহ কোনও দেশের সঙ্গে ভারতের আলোচনা সফল হতে পারে না। মন্ত্রীর কথায়, ‘আমরা কখনও গান পয়েন্টে বসে আলোচনা করি না। দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিই। সেই লক্ষ্য পূরণ না করা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতী নই।’ তিনি আরও বলেন, ‘শুধু আমেরিকা নয়, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অনেকের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা ভারত প্রথম নীতি নিয়ে চলি। ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের বাণিজ্য আলোচনাগুলি ঠিক পথে এগোচ্ছে।’ এর আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত হওয়ার ইঙ্গিত

দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থ সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিই। সেই লক্ষ্য পূরণ না করা পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতী নই। আমরা ‘ভারত প্রথম’ নীতি নিয়ে চলি।

পীযূষ গোয়েল
বাণিজ্যমন্ত্রী

দিয়েছিলেন। তবে বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল যে ভাষায় আমেরিকার চাপ প্রয়োগের চেষ্টার বিরোধিতা করেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

চিন, কানাডার বিপরীতে ভারত আলোচনার মাধ্যমে ট্রাম্প সরকারের পারস্পরিক শুল্কনীতির প্রভাব সীমিত রাখার চেষ্টা করছে। তারপরেও এই ইস্যুতে ভারতের উদ্দেশে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে চলেছেন মার্কিন সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। পর্যবেক্ষকদের মতে, আলোচনার টেবিলে ভারতকে চাপে রাখতে

বাণিজ্য ঘাটতিতে রাশ টেনে দিল্লিকে খুশি করার চেষ্টায় বেজিং

এই কৌশল নিয়েছেন তাঁরা। এবার পালটা চাপের পথে হাঁটার বার্তা দিল ভারতও।

কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কঠোরতার পিছনে চিন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। চিনা পণ্যের ওপর ট্রাম্প ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর চিনও মার্কিন পণ্যে সমপরিমাণ শুল্ক আদায়ের কথা ঘোষণা করেছে। শনিবার থেকেই সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে বেজিং। পাশাপাশি আমেরিকাকে চাপে রাখতে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে শি জিনপিংয়ের সরকার। এজন্য ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর বিষয়টিও বিবেচনা করছে তারা। সূত্রের খবর, বর্তমানে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অর্থাৎ, ভারত চিনে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করে, এদেশে চিনের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ তার চেয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এই ঘাটতি কমাতে ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে চিন। সেদেশের প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চিনে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বিপুলভাবে বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে বেজিং। ভারতে চিনের রাষ্ট্রদূত জু-এর কথাতেও সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি বলেন, ‘বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তব সহযোগিতা জোরদার করতে এবং চিনের বাজারের পক্ষে উপযুক্ত পণ্য আমদানি করতে আমরা ভারতের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। আমরা ভারতীয় সংস্থাগুলিকে হিমালয় পেরিয়ে চিনে স্বাগত জানাচ্ছি।’

সোনিয়াদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত শুরু ইডি’র

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলা

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতি মামলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল ইডি। শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি নোটিশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোনিয়া-রাহুল গান্ধির মালিকানাধীন ইয়ং ইন্ডিয়া লিমিটেড অধিকৃত অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের (এজেএল) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে দিল্লি, মুম্বই ও লখনউয়ের সম্পত্তি রেজিস্ট্রারদের কাছে ওই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এজেএল একদা ন্যাশনাল হেরাল্ড প্রকাশ করত। এই সংস্থাটি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী প্রথমে এই অভিযোগে মামলা করেছিলেন। ২০২৩ সালে ইডি দিল্লি, মুম্বই, লখনউয়ের ৬৬১ কোটি টাকার সম্পত্তি প্রাথমিকভাবে বাজেয়াপ্ত করেছিল। এজেএলের ৯০.২ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ারও ছিল তাতে।

মুম্বইয়ের হেরাল্ড হাউসের তিনটি তলে ভাড়া নেওয়ার জন্য জিন্দাল সাউথ ওয়েস্ট প্রোজেক্টসকেও পৃথক একটি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে তারা ভাড়া বাবদ সমস্ত টাকা যেন ইডির হাতে সরাসরি তুলে দেয়। স্বামীর একটি মামলার ভিত্তিতে ২০২১ সালে মামলা শুরু করে ইডি। অভিযোগে বলা হয়, ইয়ং ইন্ডিয়া লিমিটেডের মাধ্যমে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এজেএলের ২ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি প্রতারণাপূর্বক হস্তগত করেছেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং অন্য শীর্ষ কংগ্রেস নেতারা। স্বামী অভিযোগ করেছিলেন, আর্থিক তছরুপের পাশাপাশি ইয়ং ইন্ডিয়াকে ব্যবহার করেই ন্যাশনাল হেরাল্ড হাউসের বেশ কিছু সম্পত্তি হাতানো হয়েছে।

নববর্ষের আগে ‘ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি’তে আগুন

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : প্রতিবছরের মতো এবারও নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ। তবে ইউনেসকো স্বীকৃত শোভাযাত্রার নাম ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’র বদলে ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’ রাখা হয়েছে। সেই শোভাযাত্রায় পরিবর্তনের বাংলাদেশকে তুলে ধরতে বাঁশ ও বেতের তৈরি একটি মুখোশ (মোটিফ) প্রদর্শনের পরিকল্পনা ছিল আয়োজনকদের। ‘ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি’ নামে ওই বিকৃত মোটিফ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুখের আদলে তৈরি করা হয়েছিল। মোটিফের মাথায় চারটি শিং, হাঁ করা মুখ, বিশাল নাক ও ভয়ংকর দুটি চোখ বানানো হয়েছিল। শনিবার ভোররাতে ২০ ফুট উঁচু মোটিফ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরিকল্পিতভাবে মুখোশটি নষ্ট করা হয়েছে বলে তাদের দাবি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তরফে এদিন বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ জানিয়েছেন, শনিবার ভোর ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে মোটিফে আগুন লাগানো হয়েছে। আগুনে ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আংশিকভাবে নষ্ট হয়েছে পাশে রাখা ‘শান্তির পায়রা’ নামের একটি মূর্তি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে ভোর ৪টে ৪৪-এ টি-শার্ট, বাদামি প্যান্ট এবং পিছনে ঝুঁটি বাঁধা একজন গেট টপকে চারুকলা ভবনে ঢুকেছিল। তার মুখ দেখা যায়নি। সন্দেহের তির ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দিকে।

ঢাকার শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, ‘চারুকলা অনুষদে নববর্ষের শোভাযাত্রার জন্য বানানো দুটি মোটিফে আগুনের ঘটনাটি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তরফে বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করা হয়েছে। মামলায় আওয়ামি লিগ, যুবলিগ এবং আওয়ামি লিগের নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ছাত্রলিগের অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা অভিযুক্ত।’

আখনুরে গুলির লড়াইয়ে শহিদ সেনা

শ্রীনগর, ১২ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখায় আবার সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। রাজৌরি, আখনুর সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে পাক সেনার বিরুদ্ধে। আর এই সুযোগে নিয়ন্ত্রণরেখা দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশেরও চেষ্টা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের সেই চেষ্টা ভেস্তে গিয়েছে সেনার তৎপরতায়। যদিও জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে এক সেনা আধিকারিকের।

কাশ্মীরে দু’টি পৃথক সংঘর্ষে তিনজন সন্দেহভাজন জঙ্গি ও এক ভারতীয় সেনাকর্তা নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, বুধবার (৯ এপ্রিল) কাশ্মীরের দক্ষিণে কিশতওয়ার জেলার এক জঙ্গলে জঙ্গিদের গোপন ঘাঁটির সন্ধানে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। তখনই শুরু হয় সংঘর্ষ। এতে এক জঙ্গি নিহত হয়। এরপর আবহাওয়া বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী ওই এলাকা ঘিরে রাখে। শনিবার ফের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আরও দুই জঙ্গির।

অন্য একটি ঘটনায় শুক্রবার রাতে জম্মুর দক্ষিণাঞ্চলের আখনুর এলাকায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে একদল অনুপ্রবেশকারীকে রুখতে গিয়ে তাদের ছোড়া গুলিতে এক সেনাকর্তার মৃত্যু হয়। সেনার দাবি,

কিশতওয়ারে গুলির লড়াইয়ে নিহত ৩ জঙ্গি

ওই জঙ্গিরা পাক-অধিকৃত অংশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল।

এই সংঘর্ষ শুরু হয় শুক্রবার গভীর রাতে জম্মুর কেরি বাট্টাল এলাকায়। ভারতীয় সেনার নজরে আসে সীমান্ত পেরিয়ে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত কয়েকজন সন্দেহভাজন জঙ্গি ঢোকার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ শুরু করে সেনাবাহিনী। তীব্র গুলির লড়াইয়ে জুনিয়ার কমিশনড অফিসার কুলদীপ চাঁদ গুরুতর জখম হন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। শহিদ কুলদীপ চাঁদ ৯ পঞ্জাব রেজিমেন্টের সদস্য ছিলেন।

শহিদ জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘হোয়াইট নাইট কোরের জিওসি (জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং) সহ গোটা বাহিনী সাহসী সুবেদার কুলদীপ চাঁদের চরম আত্মত্যাগকে সম্মান জানাচ্ছে। ১১ এপ্রিল রাতে সুন্দরবনির কেরি-বাট্টাল এলাকায় নিয়ন্ত্রণরেখায় অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন।’

মোদি মন্ত্রীসভায় এবার পসমন্দা মুসলিম মুখ

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন ঘিরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে অসন্তোষের মধ্যেই তিন বছর পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এবার মুসলিম মুখ ঠাঁই পেতে চলেছে। বিজেপি সূত্রের খবর, মন্ত্রীসভায় একজন পসমন্দ মুসলিম মুখকে আনার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস মন্ত্রে জোর দিতেই এই চিন্তাভাবনা চলছে। তবে যাঁকেই আনা হোক, তাঁকে সংখ্যালঘু মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী করা হতে পারে। নতুন বিজেপি সভাপতি নির্বাচনের পর মে-জুলাই মাসে মন্ত্রীসভার রদবদল করা হতে পারে।

বিজেপিতে বর্তমানে দুজন মুসলিম নেতা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রাজ্যসভার সাংসদ গুলাম আলি খাতানা এবং অপরজন হলেন দলের সংখ্যালঘু মোর্চার জামাল সিদ্দিকি। খাতানা জম্মু ও কাশ্মীরের নেতা। মহারাষ্ট্রের নেতা সিদ্দিকি যদি মন্ত্রী হন তাহলে তাঁকে রাজ্যসভাতেও আনা হতে পারে।

মন্ত্রীকে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ বাপি হালদার। সূত্রের খবর, ৯ এপ্রিল লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে এই অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন তিনি।

বাপি হালদারের দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পেম্মাসানি ভুল তথ্য পেশ করে লোকসভাকে বিভ্রান্ত করেছেন। তৃণমূল সাংসদের অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে মনরেগা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে বাংলাকে মনরেগা খাতে কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। অথচ, লোকসভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী পেম্মাসানি দাবি করেন, ‘পশ্চিমবঙ্গকে মনরেগা প্রকল্পে বিপুল অর্থ দেওয়া হয়েছে।’

এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বাপি হালদার। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বক্তব্য সংসদের মর্যাদাহানি করেছে এবং তা সংসদীয় নিয়মের চূড়ান্ত লঙ্ঘন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিজের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে তামিলনাড়ুর তুলনায় অনেক বেশি বরাদ্দ। এই সমস্ত তথ্যের আলোকেই বাপি হালদার দাবি করেছেন, মন্ত্রী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়েছেন, যা সংসদে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির সমান। তৃণমূল সাংসদের আবেদন, বিষয়টি লোকসভার স্বাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত কমিটি-র কাছে পাঠানো হোক। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ‘কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য দিতে পারেন না। এটি শুধু নিয়মভঙ্গ নয়, গণতন্ত্রের অপমান।’

তেলেঙ্গানার ‘গাছমানুষ’ প্রয়াত

তেলেঙ্গানার ট্রি ম্যান দারিপল্লি রামাইয়া।

হায়দরাবাদ, ১২ এপ্রিল : এক কোটির বেশি গাছের চারা পুঁতেছিলেন নিজের হাতে। তেলেঙ্গানার সেই অবিস্মরণীয় ‘গাছমানুষ’ (ট্রি ম্যান) দারিপল্লি রামাইয়ার জীবনাবসান হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৮৭। শনিবার সকালে খাম্মান জেলার রেড্ডিপল্লি গ্রামে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

গাছপাগল দারিপল্লি সকলের কাছে ‘ট্রি ম্যান’ নামে পরিচিত ছিলেন। আবার রামাইয়া ওরফে ‘বনজীবী’ নামেও পরিচয় ছিল তাঁর। খাম্মান জেলায় গত কয়েক দশকে এক কোটির বেশি বৃক্ষরোপণ করেন রামাইয়া। এই কাজের জন্য ২০১৭ সালে পদ্মশ্রী পান ‘বনজীবী’।

পদ্মশ্রীপ্রাপক রামাইয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, রামাইয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পরিবেশ এবং প্রকৃতি ছাড়া মানবজাতির বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি যেভাবে নিজের হাতে এক কোটিরও বেশি গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন ঘটিয়েছেন, তার কোনও তুলনা নেই। সমাজ এবং দশের কথা ভেবেই তিনি নিজের জীবনকে এই কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। ‘গাছমানুষ’-এর এই কৃতিত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামাইয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বান্দি সঞ্জয় কুমার, তেলেঙ্গানা বিআরএস দলের সভাপতি কে চন্দ্রশেখর রাও সহ বহু রাজনৈতিক নেতা। কিষান রেড্ডি বলেন, ‘রামাইয়া জীবনের প্রায় প্রতিটি দিন প্রকৃতিকে ভালোবেসে কাটিয়েছেন। তাঁর লাগানো এক কোটির বেশি চারা এখন বহু এলাকায় ছায়া দিচ্ছে।’ কেসিআর বলেন, ‘ট্রি ম্যানের দৃষ্টান্ত সবার কাছে অনুসরণীয়।’

প্রবীণদের ছাড় আর তুলছে না রেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : করোনা পরিস্থিতিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ট্রেনের টিকিটে ছাড় তুলে দিয়ে ছিল ভারতীয় রেল। সেই ‘অস্থায়ী’ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। প্রবীণদের জন্য টিকিটে ছাড় আর চালু হয়নি। তার ফলে গত পাঁচ বছরে রেলের ঘরে ঢুকেছে অতিরিক্ত ৮,৯১৩ কোটি টাকা। এমনটাই জানাচ্ছে সরকারি তথ্য।

সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম জানিয়েছে, ২০২০-র ২০ মার্চ থেকে ২০২৫-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩১.৩৫ কোটি প্রবীণ নাগরিক বিনা ছাড়ে টিকিট কেটে ট্রেনে যাতায়াত করেছেন। এর ফলে রেল অতিরিক্ত আয় করেছে প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা। ২০২০-র আগে ৬০ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ, ৫৮ বছরের বেশি বয়সি মহিলা ও তৃতীয় লিঙ্গের যাত্রীদের জন্য টিকিটে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৫০ শতাংশ ছাড় ছিল। সব শ্রেণির দুরপাল্লার ট্রেনেই মিলত এই সুবিধা। কিন্তু কোভিড

আয় ৯ হাজার কোটি

অতিমারীর সময় রেলমন্ত্রক তা স্থগিত করে দেয়। তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর, কিন্তু ছাড় ফিরে আসেনি।

মধ্যপ্রদেশের আরটিআই কর্মী চন্দ্রশেখর গৌর জানিয়েছেন, ২০২০ সালের মার্চ থেকে একাধিকবার রেলমন্ত্রকের কাছে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন তিনি। তাঁর শেষ আবেদনটি জমা পড়ে ২০২৫ সালের মার্চে। তার ভিত্তিতে উঠে এসেছে এই বিপুল আয়ের তথ্য। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো আগেই জানিয়েছেন, প্রবীণদের জন্য আলাদা করে ছাড় চালু করার পরিকল্পনা আপাতত রেলের নেই। তাঁর যুক্তি, রেলযাত্রীদের জন্য ইতিমধ্যে গড়ে ৪৬ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে। ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষে রেল যাত্রী পরিবহণে ভরতুকি দিয়েছে ৫৬,৯৯৩ কোটি টাকা। প্রশ্ন উঠছে, অসুস্থ, অক্ষম ও বয়সজনিত সমস্যায় জর্জরিত প্রবীণদের জন্য ছাড় তুলে নেওয়া কি ন্যায্য সিদ্ধান্ত? সংসদে বিরোধীরা বারবার এই ছাড় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠলেও এখনও পর্যন্ত রেল কোনও ইতিবাচক বার্তা দেয়নি।

নির্দেশ শাহবাজ সরকারের

এপ্রিলেই পাকিস্তানে ঠাঁই শেষ আফগান উদ্বাস্তুদের

ইসলামাবাদ, ১২ এপ্রিল : পুনর্বাসনের অপেক্ষায় তীর্থের কাকের মতো তাঁরা অপেক্ষা করছেন বটে, কিন্তু পাক কর্তৃপক্ষ আর আফগান শরণার্থীদের পাকিস্তানে থাকতে দেবেন না। হাজার হাজার আফগান শরণার্থীকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে শাহবাজ শরিফের দেশ ছাড়তে হবে। অন্যথায় ইসলামাবাদ তাঁদের বহিষ্কার করবে। এই নির্দেশ পাক সরকারের। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী তালাল চৌধুরি সাম্প্রতিক বার্তায় জানিয়েছেন, বাস্তব দিক ভেবেই এই সিদ্ধান্ত।

আর্থিক দিক থেকে নুয়ে পড়েছে পাকিস্তান। নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে ইসলামাবাদের। আফগান শরণার্থীদের বহিষ্কারের পিছনে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর ব্যাখ্যা হল, আফগান নাগরিকরা পাকিস্তানে মাদক চোরাচালান ও সন্ত্রাসে জড়িয়েছেন। ইসলামাবাদ এসব

বরদাস্ত করবে না। আন্তজাতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, পাকিস্তানের আর্থিক অচলাবস্থার সঙ্গে আফগানিস্তান লাগোয়া বালুচিস্তানে পাকবিরোধী বিক্ষোভ দমনে ইসলামাবাদের এই সিদ্ধান্ত।

শরণার্থীদের থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩১ মার্চ। তারপরেও তাঁরা রয়েছেন। এপ্রিলের পরে আর হবে না।

পাকিস্তানে বসবাসকারী অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকর বলে জানিয়েছেন তালাল চৌধুরি। পাক সরকার আফগানদের স্বদেশে ফেরত পাঠাতে তিন পর্যায়ের তালিকা তৈরি করে। প্রথম পর্যায়ের তালিকায় রাখা হয় বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ও অনুমতি না নিয়ে যে আফগানরা পাকিস্তানে ঢুকেছিলেন তাঁদের। ইতিমধ্যে তাঁদের আফগানিস্তানে ফেরত পাঠিয়েছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছেন আফগান নাগরিক কার্ডধারীরা (এসিসি)। তাঁদের ফেরত পাঠানো চলছে। তৃতীয় পর্যায়ের তালিকায় আছেন সেইসব আফগান, যাঁদের নিবন্ধনের প্রমাণপত্র (প্রুফ অফ রেজিস্ট্রেশন-পিওআর) তথা কার্ড আছে। তাঁদেরও ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বহিষ্কার করবে পাকিস্তান।

পাক অভ্যন্তরীণ মন্ত্রীর বার্তা অনুযায়ী পাকিস্তানের কোনও প্রদেশেই আফগান শরণার্থীদের আর থাকতে দেওয়া হবে না। পাক অধিকৃত কাশ্মীর, গিলগিট বালটিস্তানেও ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে আফগানদের। পাক পাঞ্জাবে ৩৮টি, খাইবার পাখতুনখোয়ায় তিনটি, সিন্ধুতে দুটি, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তিনটি এবং বালুচিস্তান, ইসলামাবাদ, ও গিলগিট-বালটিস্তানে একটি করে ট্রানজিট পয়েন্ট তৈরি করেছে পাক সরকার।

আফগানিস্তানে চলে যাওয়ার আগে এসিসি কার্ডধারীদের খাবার, চিকিৎসা সেবা ও পরিবহণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এসিসি কার্ডধারী শরণার্থীদের সংখ্যা ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ২৪৭। পিওআর প্রোগ্রামের অধীনে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫২২।

ইরান-আমেরিকা বৈঠক

ওয়াশিংটন, ১২ এপ্রিল : ইরানের পরমাণু শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠা ঠেকাতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরমাণু অস্ত্র তৈরির নীতি থেকে সরে না এলে ইরানকে নরকে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শনিবার আলোচনায় বসেছিল দুই দেশ। ইরান ও আমেরিকার প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়েছে ম্যাসকটে। তবে কোনও পক্ষই বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়নি। বৈঠকে পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে আসার জন্য ইরানকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ট্রাম্প বলেন, ‘পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে না এলে ইরানকে নরকের দিকে যেতে বাধ্য করবে আমেরিকা।’ হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ইরানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের সামনে সমস্ত রাখা খোলা রয়েছে। এখন ইরানকে ঠিক করতে হবে তারা কী চায়।’

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

অবৈধ নির্মাণেই তৃণমূল অফিস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : পুরনিগমের তরফে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলছে। কিন্তু এনিয়ে তৃণমূল নিয়ন্ত্রণাধীন পুরনিগমের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আর এই প্রশ্ন অবৈধভাবে তৈরি তৃণমূল ওয়ার্ড কমিটির অফিসকে কেন্দ্র করে। ওই অফিসে নিয়মিত বসেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ। অভিযোগ, ওই নির্মাণ পুরোটাই অবৈধ। সেই অবৈধ নির্মাণের নীচের তলায় জায়গা ভাড়া নিয়ে চলছে তৃণমূল ওয়ার্ড কমিটির অফিস। প্রশ্ন উঠছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের ইন্ধনেই কী বহালতবিয়তে রয়েছে ওই নির্মাণ?

এই অভিযোগকে ঘিরে রীতিমতো অস্বস্তিতে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতারা। তৃণমূল ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি নবনীশ দত্ত বলছেন, 'আমরা তো ওই জায়গা ভাড়া নিয়েছিলাম। এখন সেটা অবৈধ নির্মাণ কিনা, সেটা তো পুরনিগমই বলতে পারবে।' যদিও এ ব্যাপারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। এদিকে, ওই নির্মাণের মালিক শংকর ঘোষ বলছেন, 'আমার নির্মাণের যাবতীয় কাগজপত্র রয়েছে।'

যে কোনও কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের নীচের তলাটা পার্কিংয়ের জন্যই বরাদ্দ হয়। ওই কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের নীচের পার্কিংয়ের জায়গাজুড়ে এখন দোকান রয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকটি দোকান বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে বিল্ডিংয়ের সামনের একপাশের দোতলার নির্মাণ ঘিরে।

MOULIN ROCK
100% Cotton Shirts
@ ₹ 495/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991- 99999

প্রশ্ন যেখানে

- সাত নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোডে অবৈধ নির্মাণের রমরমা দীর্ঘদিনের
- এই রাস্তায় পূর্ত দপ্তরের জায়গায় অবৈধ নির্মাণ নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে
- এবার প্রশ্ন উঠেছে ভাড়ায় থাকা তৃণমূল ওয়ার্ড কমিটির অফিসকে কেন্দ্র করে
- এই অফিসে নিয়মিতভাবে বসেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ

পুরনিগমের নিয়ম অনুযায়ী, যে কোনও কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়েরই সামনের ১২ ফুট জায়গা ছাড়তে হয়। এক্ষেত্রে সেই ১২ ফুট জায়গার একপাশে দোতলা ওই নির্মাণ করা হয়েছে। ওই নির্মাণেরই নীচের তলায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের ওই পার্টি অফিস। শংকরের বক্তব্য, 'ওঁরা তখন ভাড়া চেয়েছিলেন। তাই ভাড়া দিয়েছিলাম। তাছাড়া এটা আমার জায়গা, অন্য কারও জায়গা নয়।'

প্রসঙ্গত, বিবেকানন্দ রোডে অবৈধ নির্মাণের রমরমা দীর্ঘদিনের। এই রাস্তা বরাবর পূর্ত দপ্তরের জায়গায় একের পর এক অবৈধ নির্মাণ বিভিন্ন সময় প্রশ্নের মুখে ফেলেছে পুরনিগমকে। একাধিক অভিযানও চালানো হয়েছে। তবে এবারে নতুন করে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ, আর সেই অবৈধ নির্মাণেই ভাড়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিস একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, 'বিবেকানন্দ রোডে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অভিযান চালানো হয়েছে, এটা ঠিক। তবে অভিযান চালানোর পরেও অবৈধ নির্মাণ কোনওদিনই রোখা যায়নি। আর এবারে তো সরাসরি অভিযোগ, 'তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ঘিরেই। আদৌ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কিংবা কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।'

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের প্রশ্ন, 'পুরনিগমের তরফে র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম তৈরি করা হয়েছে। সেই টিম কোথায়? শাসকদলের পার্টি অফিস রয়েছে বলেই কি এ ব্যাপারে নজর নেই?' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'ওই নির্মাণ যদি অবৈধ হয়, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও কিছু রেয়াত করা হবে না, সেখানেই যাই থাকুক। কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে তো আরও কোনও কথাই নেই।' সবমিলিয়ে, অবৈধ নির্মাণে তৃণমূলের পার্টি অফিসের অভিযোগ ঘিরে বাড়ছে প্রশ্ন।

শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। শনিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ভিড় টানলেন বজরংবলী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : উৎসবের মেজাজ লেগেই রয়েছে। রামনবমীর পর এবার হনুমান জয়ন্তীতে মেতে উঠল শহর শিলিগুড়ি। পাড়ায় পাড়ায় চলল পুজো, প্রসাদ বিতরণ। বাইক, স্কুটিতে ধ্বজা লাগিয়ে 'জয় হনুমান' রবে শনিবার শহরে মেজাজটাই যেন আলাদা ছিল। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সেই মেজাজে শামিল ছিলেন শহরের নেতা-নেত্রীরাও। সকাল থেকেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে বজরংবলীর পুজোয় শামিল হন শহরের মেয়র গৌতম দেব, শহরের বিধায়ক শংকর ঘোষ। মধ্য শান্তিনগর এলাকায় হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলসযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

হনুমান জয়ন্তীতে বজরংবলীর পুজো করতে সকাল থেকেই ভিড় দেখা গেল মাল্লাগুড়ির শ্রী সংকটমোচন মন্দিরে। রাস্তার একদিক থেকে আরেকদিক পর্যন্ত লম্বা লাইন। চড়া রোদ মাথায় নিয়ে সেই মন্দিরেই পুজো দিতে ভক্তদের লাইন পড়ে যায়। যদিও পরিস্থিতি যাতে বেসামাল না হয় তার জন্য পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নজরদারি ছিল। শনিবার সকালে মেয়র গৌতম দেব, কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায়, ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর সহ অনেকেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যোতিনগর থেকে আসা বাসিন্দা হরি শর্মা বলেন, 'বজরংবলীর পুজো দেব এই লাইনে দাঁড়াতে কোনও কষ্টই নেই। এত মানুষ এসেছেন দেখে বরং ভালোই লাগছে।' আজ হাজার হাজার মানুষ পুজো দেন এই মন্দিরে।

শ্রী সংকটমোচন মন্দিরের ৫০তম বর্ষে এবারে আয়োজন আরও একটু বেশি। ৮ এপ্রিল থেকে এখানে নানা উৎসব শুরু হয়েছে। চলবে ১৬ তারিখ পর্যন্ত। কানপুর থেকে এসেছেন প্রেমভূষণ মহারাজ। রামকথা চলবে আজ সারাদিন। ২৪ ঘণ্টা অষ্টপ্রহর হবে। দুধ, সিঁদুর দিয়ে স্নান করিয়ে ৫৬ ভোগ দেওয়া হয় বজরংবলীকে। মন্দিরের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি অনিল যাদব বলেন, '১৬ তারিখ পর্যন্ত রামকথা চলবে'।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডে শিউমঙ্গল স্কুল রোডে হনুমান মন্দিরে ৫০০ মহিলা একসঙ্গে ২১ বার হনুমান চালিশা পাঠ করেন। পুজোয় ছিলেন ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান সেজে পুজোয় আসা ভক্তদের হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানায় খুদেরা। বিধান মার্কেটে হনুমান মন্দিরেও এদিন ভক্তদের ঢল নামে পুজো দিতে। বিধায়ক শংকর ঘোষও মন্দিরে আসেন। এখানে পুজো দিতে আসা এক মহিলা শান্তি সাহা বলেন, 'পুজোর পরে এই যে সকলে মিলে প্রসাদ খাওয়া, সেটারও একটা আলাদাই মজা রয়েছে'। কোথাও পাড়ায় পাড়ায় একঝাঁক নতুনরা পুজো সারলেন আবার কোথাও বাড়ির পুজোর বজরংবলীকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ঘোরাতে দেখা গেল রাস্তায়। কেউ বা গাড়িতে ধ্বজা লাগিয়ে বজরংবলীর নাম নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

Bodhi's Polyclinic
"Care With Human Touch!"
Bidhan Road, Siliguri (Beside Hotel Dolly Inn)
CONTACT : 9474090952, 96146 55466
CALL FOR DOCTOR'S APPOINTMENT

হনুমান শরণে

- বজরংবলীর পুজোয় শামিল হন মেয়র গৌতম দেব, বিধায়ক শংকর ঘোষ
- মধ্য শান্তিনগরে কলসযাত্রায় শামিল হন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি
- কাউন্সিলার গার্গী চ্যাটার্জি, শিবিকা মিত্তাল, পুলিশকর্তা বিশ্বচাঁদ ঠাকুর মন্দিরে পুজো দেন
- কোথাও বাড়ির পুজোর বজরংবলীকে ঘোড়ার গাড়িতে করে শহর ঘোরাতে দেখা গেল

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি সুরাঞ্জলির আয়োজনে সুভাষপল্লির ইচ্ছেবাড়িতে সব ধরনের বাংলা গানের ঘরোয়া আড্ডা। বেলা সাড়ে ৫টা থেকে।
- বিকেল ৫টায় শিলিগুড়ি নাট্য মেলা কমিটির উদ্যোগে হকার্স কর্নারে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের হলঘরে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভা।

বেহাল সেতু নিয়ে ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : দীর্ঘদিন ধরে মাল্লাগুড়ি থেকে টি অকশন রোড হয়ে পোকাইজোতে যাওয়ার সেতুটির বেহাল দশা হয়ে রয়েছে। সেতুর দু'পাশে রেলিংয়ের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। একাধিকবার পুরনিগমের তরফে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের অবশ্য আশ্বাস, 'সেতুটির কাজের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। দ্রুতই কাজ শুরু হবে।' এলাকার বাসিন্দা অঞ্জন দে'র ক্ষোভ, 'ভারী গাড়ি গেলেই গোটা সেতু নড়ে ওঠে। ভয়ে ভয়ে যাতায়াত করি। যখন-তখন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। চার বছরেরও বেশি সময় ধরে সেতুর একই অবস্থা। অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই।'

ফুটপাথে ফাটল

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : বর্ধমান রোড ওভারব্রিজ ফুটপাথের বেহাল দশা। বহুদিন ধরে ফুটপাথের এক অংশে ফাটল থাকায় বসে গিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন হেলে পড়তে শুরু করেছে। ওভারব্রিজটির ফুটপাথ দিয়ে ৪, ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। এলাকার বাসিন্দা মনোজ দাস বলেন, 'বছর দুয়েক আগে থেকেই ফুটপাথের ওই অংশে ফাটল ধরতে শুরু করে। তাই ওই ফুটপাথ দিয়ে যাতায়াত কমিয়ে দিয়েছি।' ফুটপাথের হেলে যাওয়া অংশের নীচে রাস্তা রয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় থাকে।

জোড়া ইস্যুতে বিড়ম্বনায় মেয়র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : পানীয় জলের সংকট থেকে বেহাল রাস্তা, এতদিন টক টু মেয়রে নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ শুনতে হয়েছে গৌতম দেবকে। শনিবারের পর্বে একঝাঁক অপরিচিত প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন শিলিগুড়ির মেয়র। শহরজুড়ে ছড়ানো মাদক কারবারের শিকড়, নেশাগ্রস্তদের আসর নিয়ে অভিযোগ জানাতে একের পর এক ফোন এল এদিন। দোসর হল ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যাক পুশিং। সেই কাজ শুরু হলেও শেষ করতে পারেনি পুরনিগম। টেন্ডার ডাকা থেকে পাইপ পাওয়া নিয়ে সমস্যার কারণে থমকে রয়েছে কাজটি। অশোকনগরের বাসিন্দাদের আশঙ্কা, চলতি বছরও বর্ষায় জল জমে দুর্ভোগ পোহাতে হবে তাঁদের।

মাদক কারবার, জ্যাক পুশিং নিয়ে অভিযোগ

পুরনিগমের টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ফোন করেন মাদকাসক্তদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে অভিযোগ জানাতে। গৌতম তাঁদের আশ্বাস দেন, 'নেশার আসর আর কারবার নিয়ে আমরা পাড়ায় পাড়ায় জনমত গড়ে তুলব।' এরপর অশোকনগর থেকে এক ব্যক্তি জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শেষ হবে কবে, সেই প্রশ্ন তোলেন। প্রত্যুত্তরে মেয়র জানান, জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শুরু হবে তাড়াতাড়ি। দু'বার টেন্ডার করা হয়েছে। কেউ অংশগ্রহণ করেননি। অবশেষে তৃতীয়বারের টেন্ডার সফল হয়।

শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য দীর্ঘদিনের। অভিযোগ, পাড়ায় পাড়ায় 'পুরিয়া' নামে বিক্রি হচ্ছে ব্রাউন সুগার। ২০০ থেকে ৩০০ টাকার বিনিময়ে এক-একটি পুরিয়া (প্যাকেট) মেলে। এছাড়া পানের দোকানে মদ এবং গাঁজা বিকোচ্ছে অবাধে। অল্পদিনের মধ্যেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। ফলে কারবারে জড়িয়ে পড়ার ঝোঁক বাড়ছে। এদিকে, নেশাগ্রস্তরা মাদক কেনার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি, ছিনতাইয়ের মতো কার্যকলাপে জড়াচ্ছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ।

পুরনিগমের চার, পাঁচ ও সাত নম্বর ওয়ার্ডে মাদকের কারবার সবচাইতে বেশি চলছে বলে অভিযোগ। এই ওয়ার্ডগুলো থেকে এদিন 'টক টু মেয়র'-এ গৌতমের কাছে ফোন এসেছিল। সাত নম্বর ওয়ার্ডে সমস্যা এতটা বেশি যে, তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার মাস দুয়েক আগে শিলিগুড়ি থানার আইসির কাছে খালপাড়া ফাঁড়ির ওসির বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিলেন। স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সচেতনতাকে হাতিয়ার করতে চাইছেন গৌতমরা। কারবারে লাগাম পরাতে পাড়ায় পাড়ায় জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগোবে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড। যে এলাকায় অভিযোগ বেশি, সেখানে নাগরিক কনভেনশন হবে বলে সূত্রের খবর।

অশোকনগরে জল জমার সমস্যা বহুকালের। তাই জ্যাক পুশিংয়ের কাজ শুরু করেছিল পুরনিগম। পরিকল্পনা করা হয়েছে, জ্যাক পুশিং করে সমস্ত জল পাইপের মাধ্যমে এশিয়ান হাইওয়ের নীচ দিয়ে মহানন্দায় ফেলা হবে। কিন্তু পিডব্লিউডি মোড় পর্যন্ত গিয়ে ওই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা মাঝপথে কাজ ফেলে চলে গিয়েছিল। তারপর প্রয়োজনীয় পাইপ পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এরপর পাইপ এলেও নতুন টেন্ডারে কেউ অংশ না নেওয়ায় কাজ থমকে রয়েছে। অবশেষে কেটেছে সেই জটিলতা।

চড়কমেলার ৫০তম বর্ষ

ইসলামপুর, ১২ এপ্রিল : ৫০তম বর্ষে পড়ল ইসলামপুরের ঐতিহ্যবাহী নিরঞ্জন মৃধা স্মৃতি চড়কমেলা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় স্টেট ফার্ম কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মেলার আয়োজন করে মৃধা পরিবার। নানা ধরনের খেলার পাশাপাশি মেলায় সারাদিন ধরে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

১৯৭৬ সালে প্রথম এই মেলার আয়োজন করেছিলেন নিরঞ্জন মৃধা। ১৯৭৬ সালে কলা গাছে মানুষ বেঁধে ঘোরানো হয়েছিল। তবে ১৯৭৭ থেকে প্রথম চড়কগাছে রশি বেঁধে বড়শি দিয়ে মানুষ ঘোরানোর খেলা শুরু হয়। প্রথম বড়শি গাঁথা হয় মোনা রায় নামে স্থানীয় একজনের পিঠে। বাবার মৃত্যুর পর তাপস মৃধা এই মেলার দায়িত্ব নেন। তিনি জানান, ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এবছর একসঙ্গে দুজন মানুষের পিঠে বড়শি গেঁথে ঘোরানো হবে।

এছাড়া পাথর ভাঙা, নররাক্ষস ও জীবন্ত কবরের খেলা এবারের আকর্ষণ। এসব খেলা দেখতে প্রতি বছর কয়েক হাজার মানুষ আসেন।

প্রণবানন্দ জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সূচনা হল ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিলিগুড়ি শাখার একান্নতম বার্ষিক শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ জয়ন্তী উৎসব। এই উপলক্ষ্যে এদিন সুভাষপল্লির ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রম থেকে ওই শোভাযাত্রা শুরু হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনদিনব্যাপী সুভাষপল্লি ভারত সেবাশ্রমে সংঘের আশ্রমে মহাভিষেক, অন্নকূট ভোগ, আদর্শ শিক্ষা সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রমে সংঘের সহকারী সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী ধ্যানেশানন্দজি মহারাজ, স্বামী বরুণানন্দজি, স্বামী সত্যপ্রিয়ানন্দজি, স্বামী জগন্নাথানন্দজি প্রমুখ।

ইসলামপুরে জলা বুজিয়ে নির্মাণ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১২ এপ্রিল : ফের জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণের উদ্যোগ ইসলামপুর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। এলাকার প্রভাবশালীদের একাংশের সঙ্গে জমি মাফিয়াদের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কানাঘুষোও শোনা যাচ্ছে এলাকায় কান পাতলে। জলাভূমিতে নির্মাণ শুরুর কথা স্বীকার করে আইনি পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মহম্মদ নাজিম। এমন বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইসলামপুর পুরসভার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ উঠলেও, চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল খোঁজ নিয়ে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এলাকায় বিশেষ দল পাঠানোর পাশাপাশি রিপোর্ট তলব করেছেন ইসলামপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ভূপেন্দ্র সুব্বা। তিনি বলছেন, 'ঘটনাস্থলে টিম পাঠিয়েছিলাম। পুকুর ভরাটের বিষয়টি উঠে এসেছে। বিস্তারিত রিপোর্ট পেলে জলাভূমি ভরাট সংক্রান্ত আইনে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে আমরা পিছপা হব না।'

একসময় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড়ে বিশালাকার একটি পুকুর থাকলেও, এখন সেখানে একাধিক নির্মাণ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। জলাভূমি ভরাট করে যে এই নির্মাণ, তা বলছেন স্থানীয়রা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, পুরসভা জলাভূমিতে বাড়ি তৈরির প্ল্যান কীসের ভিত্তিতে অনুমোদন করেছিল? পরিকল্পিতভাবে আবর্জনা ফেলে পুকুরটি জমি মাফিয়ারা ভরাট করেছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হওয়ায় রাজনৈতিক দাদারা সাময়িকভাবে আড়ালে চলে যাওয়ায় ভরাট বন্ধ থাকে। কিন্তু কিছুদিন গড়ালেই ফের অসাধু চক্রটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এদিন এলাকায় পৌঁছে দেখা গেল, এক ব্যক্তি পুকুরের দু'পাশে গজিয়ে ওঠা দুটি বহুতলের মাঝের ফাঁকা জায়গায় পাকা নির্মাণ শুরু করেছেন। পাকা ভিত ইতিমধ্যে গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু গত দু'দিন প্রবল বর্ষণের জেরে বর্তমানে তা জলের তলায়। তবে কেউ যাতে অবৈধ নির্মাণ টের না পায়, তার জন্য অপ্সরা মোড় থেকে রেলস্টেশন যাওয়ার রাস্তায় বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, অবৈধ এই কারবারে কয়েক লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলছেন, 'জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারব না। তাই আমার নাম উল্লেখ করবেন না। সবাইকে সেটিং করে দেব এই বলে এলাকার এক দাদা ১০ লক্ষ টাকার চুক্তি করে ফেলেছেন।' বুঁজে আসা পুকুরের পাশে দাঁড়িয়ে বর্ষীয়ান আব্দুল সামাদের প্রতিক্রিয়া, 'পুরসভা সব জেনেও চোখ বন্ধ করে থাকলে এমনটাই হবে। আগের বিল্ডিংগুলি তো পুকুর ভরাট করেই গজিয়ে উঠেছে। সেই বিল্ডিংগুলির প্ল্যান কীভাবে পাশ হল?'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার নাজিমের মন্তব্য, 'পুকুর ভরাট করে বেড়ার আড়ালে পাকা নির্মাণ শুরু হয়েছিল অস্বীকার করব না। খবর পেয়েই বন্ধ রাখতে বলেছি। প্রয়োজনে আমরা আইনি পদক্ষেপ নেব।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়া বলেছেন, 'পুরসভার টিম পাঠিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে। পুকুর ভরাট কোনওভাবেই কাম্য নয়। প্ল্যান পাশের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।'

উল্লেখ্য, ইসলামপুর শহরের একের পর এক জলাভূমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ারি দিয়েই দায় সারবে, নাকি সত্যিই কড়া পদক্ষেপ করবে, সেটাই এখন দেখার।

কাঠগড়ায় পুরসভা

- কীভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করল পুরসভা, উঠছে প্রশ্ন
- জমি মাফিয়া ও রাজনৈতিক নেতাদের যোগসাজশের অভিযোগ
- কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের

ইসলামপুরের অপ্সরা মোড়ে এই পুকুর ভরাট করে চলছে নির্মাণ।

দুই অস্বাভাবিক মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : শনিবার পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম লোকনাথ দত্ত (৫০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি বাড়িতে একা থাকতেন। কাবাড়ির ব্যবসা করতেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। এদিন এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ওপর অপর এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ভবঘুরে ছিলেন।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য প্রুফরিডার এবং ডিটিপি অপারেটর

প্রুফরিডার

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে, ভুল বাক্যগঠন এবং ব্যাকরণগত ভুল পীড়া দেয় এমন ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। যোগ্যতা : অন্তত ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল পাঁচটা থেকে রাত একটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ১৬ এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

আসল-নকল নিয়ে বিতর্ক

জিসিপিএ’র নামে একাধিক সংগঠন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল : কেউ গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন (জিসিপিএ)-র নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলছে। আবার কেউ করছে নানা কর্মসূচি। সোজা কথায়, ওই অ্যাসোসিয়েশনের নাম ভাঙিয়ে একাধিক সংগঠন অবৈধ কাজকর্ম করছে বলে অভিযোগ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা সংগঠনের চেয়ারপার্সন নগেন রায়ের। পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন তিনি।

বড়গিলা এলাকায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে নগেন রায়।

শনিবার এই নিয়ে কোচবিহার-২ ব্লকের বড়গিলা এলাকায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিনি। মূল সংগঠনটি তাঁদেরই তৈরি করা বলে দাবি তাঁর। নগেনের কথায়, ‘দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু মানুষ গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নাম ব্যবহার করে বেআইনি কাজকর্ম করছে। রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি, পুলিশের ডিজি, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ নানা জায়গায় জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যে কেউ সংগঠন করতেই পারে। কিন্তু আমাদের সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে কেন এসব করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না।’

> দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু মানুষ গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নাম ব্যবহার করে বেআইনি কাজকর্ম করছে। পুলিশের ডিজি, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ নানা জায়গায় জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে কেন এসব করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না।
>
> **নগেন রায়**, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ

এদিকে, গোটা ঘটনায় নগেন কাঠগড়ায় তুলেছে বংশীবদনকেই। সম্প্রতি কোচবিহার সহ রাজ্যের নানা জায়গায় বংশীবদনের নেতৃত্বে জিসিপিএ’র কর্মসূচি হয়েছে। যদিও নগেনের তোলা অভিযোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন বংশীবদন।

তিনি বলেন, ‘বাক স্বাধীনতা সবার রয়েছে। উনি যা খুশি বলতেই পারেন। তাঁর কথার কোনও ভিত্তি নেই। নগেন জিসিপিএ’র রেজিস্ট্রেশন করেছে ২০২৪ সালে। আমরা ১৯৯৮ সাল থেকে জিসিপিএ সংগঠন করে আসছি।’

জিসিপিএ’র নামে অন্তত পাঁচটি সংগঠন রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কোচবিহার-২ ব্লকের কাঁকড়িবাড়ি প্রাথমিক স্কুলে ওই সংগঠন তৈরি হয়। সেসময় সভাপতি হয়েছিলেন কুমার অনিলেন্দ্রনারায়ণ। নগেন রায় ছিলেন উপদেষ্টা। ২০০৩ সালে সেই সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব পান বংশীবদন বর্মন। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে গ্রেটার আন্দোলনের জেরে বংশীবদন জেলে যান। সংগঠনবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বলে দাবি নগেনের। এরপর ২০০৬ সালে বংশীর অনুগামীরা গ্রেটার কোচবিহার ডেমোক্র্যাটিভ পার্টি তৈরি করেন। জেলের ভিতর থেকেই সেই দলের হয়ে লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিলেন তিনি। এরপর জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি ২০১২ সালের ৬ এপ্রিল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস পার্টি তৈরি করেন। পরবর্তীতে ফের গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠনকে সক্রিয় করে তোলেন। বর্তমানে বংশীবদন ওই নাম ব্যবহার করে নানা কর্মসূচি করে চলেছে বলে অভিযোগ।

কোচবিহার তথা রাজ্যে জিসিপিএ অন্যতম একটি বৃহৎ সংগঠন। পরবর্তীতে মূল সংগঠন ভেঙে কয়েকটি সংগঠন তৈরি হয়। কিন্তু প্রত্যেকটির নাম একই। যা নিয়ে বর্তমানে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

একসময় নগেনের সঙ্গে থাকলেও ২০২১ সালে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন পরেশ বর্মন। তাঁর নেতৃত্বে গত বছর কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন নামে আরেকটি সংগঠন তৈরি হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা পরেশ বলেন, ‘নগেন যেহেতু হাইকোর্টে যাবেন বলেছেন, তাই তার জবাব আদালতেই দেব। জিসিপিএ বৃহত্তর কোচবিহারবাসীর সংগঠন। কারও একার সম্পত্তি নয়।’

পৃথক দুটি ঘটনায় তিন নাবালক সহ মৃত ৪

কিশনগঞ্জ, ১২ এপ্রিল : নদীতে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল একই পরিবারের তিন নাবালকের। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জের ইন্দো-নেপাল সীমান্তের দীঘলব্যাংক ব্লকের তলোয়ারবাঁধা বালুবাড়ি গ্রামে। তুলসিয়া গ্রামের বাসিন্দা ওই তিন নাবালক পরিবারের সঙ্গে তলোয়ারবাঁধা বালুবাড়ি গ্রামে এসেছিল মামার বিয়ে উপলক্ষ্যে। মহম্মদ হাসান (১০), হুসেন আহমদ (৯) ও মহম্মদ হাসনান (৬) এদিন নদীর ঘাটে খেলার পর স্নান করতে নামে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজনই গভীর জলে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা নদীতে তল্লাশি চালিয়ে কিছুক্ষণ পর তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেন। গ্রামে এই ঘটনায় বিয়ের আনন্দ শোকে পরিণত হয়। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মৃতদেহগুলি কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

অন্যদিকে, বেলা ১১টা নাগাদ শহরের কদমরসুলের টাওয়ার চকে একটি মোটরবাইক ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ফুলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বাইকচালক লালনকুমার সিংহের (৪০)। মারাত্মকভাবে আহত হন বাইক আরোহী জিতেন্দ্রকুমার সিংহ। স্থানীয়রা চালক সহ পিকআপ ভ্যানটি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ময়নাতদন্তের পর লালনকুমারের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

দুপুরেও আবর্জনা সাফাই

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি শহরে এখন থেকে দুপুরেও আবর্জনা তুলবে পুরনিগম। আগাম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার থেকে এই পরিষেবা শুরু করেছে পুরনিগম। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দপ্তরের মেয়র পারিষদ মানিক দে-র উপস্থিতিতে ওই পরিষেবা শুরু হয়। সবুজ পতাকা দেখিয়ে আবর্জনা তোলার তিনটি গাড়িকে শহরে রওনা করানো হয়। ওই পরিষেবার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিড-ডে মোবাইল কনজারভেন্সি সার্ভিস’। মেয়র বলেন, ‘শহরকে জঞ্জালমুক্ত করতে আমরা সবরকম প্রয়াস করছি। এবার দুপুরেও শহরের চারটি জোনে ঘুরে ঘুরে আবর্জনা তুলবে আমাদের গাড়ি।’

সিগারেট খাওয়ায় থাপ্পড় স্ত্রীকে

অভিমানে বিষপান দশম শ্রেণির পড়ুয়ার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১২ এপ্রিল : দিন পনেরো আগে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিল এক নাবালিকা। পরে অবশ্য পরিবারের লোকজন বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদের জেরে বিষপান করে মৃত দশম শ্রেণির পড়ুয়া। দেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত নাবালিকা হবিবপুর ব্লকের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় একটি স্কুল থেকে এবছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে। প্রায় দিন পনেরো আগে ভূতনি এলাকার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে। এরইমধ্যে গত বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার দাদুর মৃত্যু হয়। স্বামীর সঙ্গেই দাদুকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছিল ওই নাবালিকা। পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন তাঁরা। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে বৈষ্ণবনগর এলাকায় স্বামীর আত্মীয়ের বাড়ি চলে যান তাঁরা। শনিবার ভোরে তাঁর স্বামী ফোন মারফত মেয়ের পরিবারের লোকেদের জানান, ওই নাবালিকা বিষপান করেছে। তাকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়েছে। খবর

ছবি : এআই

পেয়ে পরিবারের লোকজন মালদা মেডিকেলে ছুটে আসেন। ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালিকার।

নাবালিকার বাবা জানান, ‘প্রায় পাঁচ মাস আগে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে মেজো মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করে নেয়। গত বৃহস্পতিবার বাবার মৃত্যু হয়। আমি বাড়ি ফিরে আসি। মেজো মেয়েও স্বামীকে নিয়ে বাড়ি এসেছিল। পরদিন ওরা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা বলে বেড়িয়ে যায়। শনিবার ভোরে মেয়ের স্বামী ফোন করে জানায়, মেয়ে নাকি বিষ খেয়েছে। আমরা মেডিকেলে ছুটে আসি। ততক্ষণে মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, মেয়ে সিগারেট খেয়েছিল। তা জানতে পেরে মেয়ের স্বামী ওকে থাপ্পড় মেরেছিল। তাতেই অভিমানে মেয়ে বিষপান করেছে। আমরা চাই পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত করুক।’

এই ঘটনায় পরিবারের তরফে এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তদন্ত শুরু

- দিন পনেরো আগে ভূতনি এলাকার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে এক নাবালিকা
- মেয়েটি সিগারেট খেয়েছিল বলে জানতে পেরে মেয়ের স্বামী ওকে থাপ্পড় মারে
- তাতেই অভিমানে মেয়ে বিষপান করে
- ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

গরমে স্বস্তি দেবে তরমুজ। বিক্রির অপেক্ষায় ব্যবসায়ী। শনিবার ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

বিপদে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেসময় থানাগুলো ন্যূনতম ১০০টি করে ক্যামেরা বসায়। বাগডোগরা থেকে ভোরের আলো, বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালানো শুরু হয়। থানায় থানায় খোলা হয় আলাদা কন্ট্রোল রুম। পাশাপাশি পুলিশের সদর দপ্তরে একটি কন্ট্রোল রুম ছিল। ফুটেজ স্থানীয় থানার পাশাপাশি সেই কন্ট্রোল রুম থেকেও দেখা যেত।

পরবর্তীতে মাটিগাড়া, প্রধাননগর এবং ভক্তিনগর থানা এলাকায় এলিভেটেড করিডরের কাজের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে ক্যামেরা বসানো পোলগুলো হয় তুলে দেওয়া হয়েছে, নয়তো বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে সংযোগ। শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি ও ভোরের আলো থানা এলাকার একটা বড় সংখ্যক ক্যামেরা বিকল হয়ে যাওয়ার পর আর মেরামত করা হয়নি। বাগডোগরা থানা এলাকায় একাংশ মেরামত করা হয়েছে, বাকিগুলো অকেজো অবস্থায় পড়ে। মাটিগাড়া থানা এলাকায় কমপক্ষে ৭৫টি ক্যামেরা এই মুহূর্তে বিকল। শিলিগুড়ি থানার এয়ারভিউ মোড়, জলপাই মোড়, এনটিএস মোড়, মহাবীরস্থান আর দাদাভাই মোড় সহ একাধিক এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ। এনজেপি থানার অধীনে ভক্তিনগর মেইন রোড ও এনজেপি সংলগ্ন এলাকায় অধিকাংশ ক্যামেরা বিকল। বিকল ক্যামেরা সারাতে এবং নতুন করে পোল বসাতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি কন্ট্রোল রুম খুলতে দেখা হচ্ছে ঘর। খোঁজা হচ্ছে পোল বসানোর জন্য জায়গা। শহরবাসীও চাইছেন, এব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নিক পুলিশ। কারণ, সাধারণের সুরক্ষার স্বার্থে সিসিটিভি ক্যামেরা ভীষণ রকম গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রীর সামনে

প্রথম পাতার পর

অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ এই প্রাক্তন আমলাকে কেন শ্রম দপ্তরের এত প্রয়োজন সেই প্রশ্নও উঠছে।

যদিও ঋতব্রত এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। শ্রমমন্ত্রী বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে এখানে থেকেই নিয়মিত কাজ করতে হবে। সেটা ডিরেক্টর অমরনাথ মল্লিককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ টি ডিরেক্টরের কাজকর্মে নজরদারির জন্য শ্রম দপ্তর একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করে দিচ্ছে। এদিনের বৈঠকে ক্ষুদ্র চা চাষিদের পক্ষে বিজয়গোপাল চক্রবর্তী কাঁচা চা পাতা তোলার সময়সীমা নির্ধারণের দিনক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, কোনও আলোচনা ছাড়াই টি বোর্ড একটা দিনক্ষণ জানিয়ে দিচ্ছে।

নগেনের মন্তব্যে অস্বস্তি বিজেপির

কোচবিহার, ১২ এপ্রিল : বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। উত্তরবঙ্গে দূরবিন দিয়ে খুঁজেও বিজেপিকে দেখা যাচ্ছে না বলে তাঁর দাবি। সাংগঠনিক দিক থেকে বিজেপির অবস্থা মোটেও ভালো নয়। বিধানসভা নির্বাচনে তার ফল ভুগতে হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন নগেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুরবস্থা নিয়ে খোদ দলেরই সাংসদের এই অসন্তোষ প্রকাশে বেজায় অস্বস্তি বেড়েছে গেরুয়া শিবিরের। যদিও একথা মানতে নারাজ দলের জেলা নেতৃত্ব। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, ‘উত্তরবঙ্গে সংগঠনে কোনও খামতি নেই। নগেন রায় দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ। আমরা ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব।’

শনিবার কোচবিহারে তাঁর বাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নগেন বলেন, ‘অমিত শা’র সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে বলেছি উত্তরবঙ্গে বিজেপির অবস্থা খুব খারাপ। উত্তরবঙ্গের জন্য যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পালন না করলে ফল ভুগতে হবে। এখন তো দূরবিন দিয়ে খুঁজেও বিজেপিকে দেখা যাচ্ছে না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এর ফল ভুগতে হবে।’ গ্রেটার নেতা নগেন বারবার কখনও তৃণমূলের আবার কখনও বিজেপির পক্ষে থেকেছেন। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা যেমন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে এসেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এসেছেন। কোচবিহারের রাজবংশী ভোটের একটি বড় অংশ নগেনের হাতে রয়েছে। সেজন্যই শাসক-বিরোধী দুই দলেই তাঁর কদর বেশি বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। এর আগেও নগেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন। দলের স্থানীয় নেতৃত্বও তাঁকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

রাষ্ট্রপতিকে সময়

প্রথম পাতার পর

সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘ইতিহাস তৈরি হল। এই প্রথম রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই কোনও বিল আইনে পরিণত হল সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের কারণে।’ আর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন মন্তব্য করেন, ‘ডিএমকে মানেই ইতিহাস সৃষ্টি।’

তামিলনাড়ু সরকার শনিবার যে ১০টি বিল আইনে পরিণত করেছে, সেগুলি বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর রাজ্যপাল আরএন রবি দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিলেন। সরকারের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট আগেই রাজ্যপালের আচরণকে বেআইনি বলে উল্লেখ করে। বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, বিধানসভায় পাশ বিল রাজ্যপাল দীর্ঘদিন ফেলে রাখতে পারেন না।

সংবিধানের ২০১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, তাঁর কাছে রাজ্যপাল কোনও বিল পাঠালে রাষ্ট্রপতি হয় সম্মতি দেবেন, নচেৎ নাকচ করে দেবেন। তবে কতদিনের মধ্যে তিনি ওই সিদ্ধান্ত নেবেন, সংবিধানে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, ‘আইনে বলা না হলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি অনন্তকাল কোনও বিল ফেলে রাখতে পারেন না।’

রাষ্ট্রপতি অনির্দিষ্টকাল বিল আটকে রাখলে রাজ্য সরকার আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবে বলেও বিচারপতিরা জানিয়ে দিলেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ, ‘কোনও বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাষ্ট্রপতির সময় লাগতেই পারে। কিন্তু কোনও যুক্তি বা ব্যাখ্যা ছাড়া দেরি করা সাংবিধানিক নীতি লঙ্ঘনের শামিল। রাষ্ট্রপতিও অকারণে দেরি করতে পারেন না।’

কোনও বিলের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সংবিধানের ১৪৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন বিচারপতিরা। একইদিনে তামিলনাড়ু সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ১০টি বিলকে আইনে পরিণত করে।

রাজ্যপাল আরএন রবি ওই বিলগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিলগুলি পুনরায় গ্রহণ করা হয়েছিল। তারপরও রাজভবনের ছাড়পত্র জোটেনি।

সেই পদক্ষেপকে সুপ্রিম কোর্ট বেআইনি বলার পর তামিলনাড়ু সরকার বিলগুলিকে আইনে পরিণত করে বেনজির পদক্ষেপ করল। সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে বলেছিল, বিধানসভায় গৃহীত বিল আটকে রাখা বৈধ নয়।

মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

শীতলকুচি, ১২ এপ্রিল : শীতলকুচি ব্লকের নেলেরবাড়ি গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অবৈধ্যভাবে মজুত মদের বোতল ভেঙে শনিবার বিক্ষোভ দেখাল এলাকার প্রমিলা বাহিনী। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই গ্রামের অনুকূল বর্মন নামে এক ব্যক্তি বাড়িতে মদ মজুত করছিল। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে মদ উদ্ধার করলেও কিছুদিনের মধ্যে ফের তা মজুত হত। তারপর সেই মদ গোটা গ্রামে বিক্রি করা হয়। এদিন সকালে গ্রামের মহিলারা একসঙ্গে জড়ো হয়ে মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে ওই বাড়িতে যান। তাঁরা ঘরে মজুত থাকা মদের বোতল বের করে এনে সেগুলি রাস্তায় ভেঙে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

হনুমান জয়ন্তী

কিশনগঞ্জ, ১২ এপ্রিল : শনিবার সকাল থেকে কিশনগঞ্জের বিভিন্ন মন্দিরে সাড়ম্বরে হনুমান জয়ন্তী পালিত হয়। মন্দিরগুলিকে আলো ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। রুইধাসা ময়দান থেকে ভক্তদের বিশাল শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্থানীয় স্টেশনের হনুমান মন্দির পর্যন্ত যায়। শোভাযাত্রায় পবন-পুত্রের বাল্যকালের বিভিন্ন মুহূর্ত ট্যাবলোতে তুলে ধরা হয়। সন্ধ্যায় স্টেশন চত্বরের মন্দিরে ভজন ও হনুমান চালিশা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুলিশ মন্দিরগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।

কার্বন ক্রেডিটে আয় ক্ষুদ্র চা চাষিদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ এপ্রিল : ভাবনাটা পরিবেশকে বাঁচানোর। আর তাকে কেন্দ্র করেই রুটিরুজির স্বার্থ। সবক্ষেত্রেই গেম চেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ‘কার্বন ক্রেডিট।’ এবার থেকে বাতাসের কার্বন জমি ও গাছে সঞ্চয় করবেন জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা চাষিরা। আর সেই কাজে সহযোগিতা করবে ইন কিউব নামে এক সংস্থা।

এরপর কার্বন ক্রেডিটের শংসাপত্র বিদেশি কোম্পানিগুলোকে বিক্রি করা হবে। যত বেশি কার্বন সঞ্চয় হবে, আয়ের পরিমাণও তত বেশি। দক্ষিণবঙ্গের ধানচাষিরা ইতিমধ্যে কার্বন ক্রেডিটে নেমে পড়েছেন।

আর জলপাইগুড়িতে চায়ের ক্ষেত্র দিয়ে তার উদ্বোধন হচ্ছে। এতে পরিবেশবান্ধব কাঁচা পাতার উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চিত কার্বন বিক্রির ব্যবস্থা করে চাষিদের বাড়তি আয়ের পথ সুগম করা হবে বলে জানিয়েছেন ইন কিউবের নির্দেশক ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এজন্য ১০ হাজার হেক্টর চা আবাদি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু হচ্ছে এক হাজার হেক্টরে। জেলার ৭টি ব্লকের ২৫ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি ওই প্রকল্পে শামিল হবে।

কীভাবে হবে কার্বন ক্রেডিট? গোটা বিষয়টিই বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গাছে জমিতে কার্বন সঞ্চয় করতে গেলে সবার প্রথমে রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। জৈব পদ্ধতির চাষে ঝুঁকতে হবে ক্ষুদ্র চা চাষিদের। এতে বাতাসের কার্বন মাটি ও চা গাছে সঞ্চয় হতে শুরু করবে। একটা সময় রাসায়নিক ব্যবহার শূন্যে নেমে আসবে বাগানগুলিতে। আর উপরি পাওনা হবে মাটির উর্বরা শক্তি। ওই গোটা বিষয়টিকে বলা হচ্ছে ‘রিজেনারিটিভ ফার্মিং’। একাজে আর্থিক সহযোগিতা করবে ইন কিউব। লন্ডন ও কলকাতায় কার্বন ক্রেডিটের ওপর দীর্ঘদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ওই বিশেষজ্ঞ সংস্থা।

প্রস্তুতি

- ১০ হাজার হেক্টর চা আবাদি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে
- তবে প্রাথমিকভাবে শুরু হচ্ছে ১ হাজার হেক্টরে
- একাজে আর্থিক সহযোগিতা করবে ইন কিউব
- প্রকল্প শুরু করার আগে জমির ডিজিটাল ম্যাপিংয়ে কাজ করা হবে

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষ সমিতির সঙ্গে ওই সংস্থাটির আলোচনা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। মে মাস থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘আগামীতে সমস্ত কিছুই জলবায়ুকেন্দ্রিক হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গে কার্বন ক্রেডিট রুটিরুজির প্রশ্নেও গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করবে। সে কারণেই বিশেষজ্ঞ সংস্থাটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমাদের এই উদ্যোগ।’

এবারে প্রশ্ন, ওই কার্বন কিনবে কারা? বিক্রিই বা হবে কোন পদ্ধতিতে? ইন কিউবের কর্তারা জানিয়েছেন, বিদেশি কোম্পানিগুলির কাছে কার্বন ক্রেডিটের চাহিদা প্রচুর। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেখানকার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে কার্বন শুল্ক দিতে হয়।

যে কোম্পানি যত বেশি কার্বন নিঃসরণ করে তার শুল্কও তত বেশি। ওই কর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অন্যতম উপায় যারা পরিবেশের কার্বন জমা করছে তাঁদের কাছ থেকে সঞ্চিত কার্বনের ওপর টন পিছু নির্দিষ্ট দাম দিয়ে শংসাপত্র কেনা। অর্থাৎ এরকম ধরা যেতে পারে যে, কার্বন নিঃসরণ করে কোম্পানিগুলি যে ক্ষতি করছে সেটা পূরণ করতে যাঁরা পরিবেশ রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছে তাঁদের সহযোগিতা করা। কেউ যদি বার্ষিক ১০০ টন কার্বন নিঃসরণ করার পরিবর্তে ৪০ টন কার্বন ক্রেডিটের শংসাপত্র কেনে, সেক্ষেত্রে তার নিট কার্বন নিঃসরণ ৬০ টন ধরা হবে। শুল্কও চাপবে ওই পরিমাণের ওপর।

বাগানে ট্রফির বান

প্রথম পাতার পর

জেমিরও বক্সের মধ্যে থেকে গড়ানে শটে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে হার মানাতে সমস্যা হয়নি। এদিন মোহনবাগানের দুটো গোলের জন্যই চিংলেসানা দায়ী।

এদিন শুরুটা দুই দলই ভালো করলেও দ্রুত খেলা ধরে নেয় বেঙ্গালুরু। আসলে যে দল নামান হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা তাতে আপুইয়া-অনিরুদ্ধ থাপার মাঝমাঠ আক্রমণভাগকে কোনও বাড়তি সাহায্য করা দূরে থাক, ডিফেন্সকেও নিরাপত্তা দিতে পারছিল না। ফলে বেঙ্গালুরুর আক্রমণে উঠে আসতে আরও সুবিধা হয়েছে। তবে মোলিনার হাতে অস্ত্র এত বেশি যে গোল খেয়েও ঝাঁঝ বাড়িয়ে খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে সমস্যা হয়নি তাদের। তার আগে মোহনবাগান গোল খায় খানিকটা আতঙ্ক থেকেই। রায়ান উইলিয়ামসের ৪৯ মিনিটে তোলা ক্রস এডগারের মাথায় পৌঁছানোর আগেই আলবার্তো হেড করে নিজের গোলে ঢুকিয়ে দেন। গোল খাওয়ার পরই একসঙ্গে দুটো পরিবর্তন মোলিনার। একেবারেই খেলতে না পারা অনিরুদ্ধর জায়গায় সাহাল আব্দুল সামাদ এবং লিস্টন কোলাসোর পরিবর্তে আশিক কুরুনিয়ানকে নামাতেই মোহনবাগানের খেলায় গতি আসে। আশিকের ক্রমাগত ডজে টলে যায় বেঙ্গালুরুর জমাট ডিফেন্স। ৭১ মিনিটে কামিংসের তোলা বল ম্যাকলারেন শট নিতে গেলে চিংলেসানা সিং হাত দিয়ে থামান। পেনাল্টি থেকে গোলশোধ কামিংসের। এরপর সবুজ-মেরুন ঢেউ ক্রমাগত আছড়ে পড়তে থাকে বেঙ্গালুরু বক্সে। সাহাল-আশিক এবং পরে নামা স্টুয়ার্টের দাপট থাকলেও গোলমুখ খোলেনি আর। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

প্রথমার্ধের ৯ মিনিটে ম্যাকলারেনের শট গুরপ্রীতের হাত থেকে বেরিয়ে গেলে সামনে দাঁড়ানো কামিংস গোলে শট নিতে পারেননি। এরপর থেকে একতরফা খেলে যায় বেঙ্গালুরুই। আলবার্তো নগুয়েরা-এডগার মেন্ডেজদের চাপে তখন দিশেহারা অবস্থা অ্যালড্রেড-আলবার্তোদের। অন্তত দু’বার গোল খেতে খেতে বাঁচে মোহনবাগান। ১৯ মিনিটে নগুয়েরার কর্নার থেকে সুনীলের হেড শুভাশিসের পিঠে লেগে ফেরার পথে ফের এডগারের হেড বাঁচান বিশাল কেইথ। এবার আইএসএলে গোল্ডেন গ্লাভস পেলেন তিনি। গোল শোধ করার পর থেকে ম্যাচের দখল পুরোপুরি চলে যায় মোহনবাগানের হাতেই।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, টম, আলবার্তো, শুভাশিস (টাংরি), মনবীর, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (সাহাল), লিস্টন (আশিক), কামিংস (গ্রেগ) ও ম্যাকলারেন (দিমিত্রিস)।

মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনী

প্রথম পাতার পর

শুক্রবারের পর শনিবার সকাল থেকেই সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, সুতি এলাকা ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সামশেরগঞ্জে গোলমাল থামাতে গিয়ে বিএসএফ গুলি চালিয়েছে এবং তাতে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেন। হামলা হয় ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বাড়ি। বিধায়ক কোনওমতে বাড়ি ছেড়ে পালান। তিনি বলেন, ‘আমার দল এবং আমি ওয়াকফ আইন সমর্থন করি না। তবুও কেন হামলা হল, বুঝতে পারছি না। গোলমালের সময় বিএসএফকে অনুরোধ করেও সাহায্য পাইনি। আমি নিজেই প্রাণনাশের ভয় পাচ্ছি।’

পুলিশ ও বিএসএফের নজরদারিতে রেল এবং ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক স্বাভাবিক হলেও রাস্তার ধারে নজরে আসছে পোড়া গাড়ির সারি। শুক্রবার রাতে সামশেরগঞ্জের তিনপুকুরিয়া গ্রামে হামলার পর শনিবার সকালে একটা বাড়ি থেকে হরগোবিন্দ দাস (৭৪) ও চন্দন দাস (৪০) নামে বাবা ও ছেলের দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার কাশিমনগরে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন ইজাজা আহমেদ (২১) নামে এক তরুণ। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার নতুন করে গোলমালে সামশেরগঞ্জে গুলিবিদ্ধ হন গোলামউদ্দিন শেখ ও হাসান শেখ। তাঁদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নতুন করে গোলমাল ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, সুতি এলাকার দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। ইন্টারনেট তো শুক্রবার থেকে বন্ধ ছিলই। শনিবার কার্ফিউ জারি হয়। গুজব না ছড়ানোর জন্য প্রশাসন প্রচার করছে। শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলায় আদালত বলে, ‘মুর্শিদাবাদে সম্প্রীতি ফেরানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য। এই পরিস্থিতিতে আদালত চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। শান্তি রক্ষায় পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী একসঙ্গে কাজ করবে।’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য শনিবার সকালে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট করে দেন, ‘আমরা এই আইনকে সমর্থন করি না। এই আইন আমাদের রাজ্যে কার্যকরও হবে না। তাহলে কীসের দাঙ্গা? কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মকে অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে।’ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘বাংলায় কেউ কেউ আগুন লাগাতে চাইছে। সেটা হতে দেওয়া যাবে না। বাংলার কৃষ্টি, শান্তিশৃঙ্খলা, সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।’ শুভেন্দু অবশ্য বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। একশ্রেণির মানুষ আক্রান্ত হলেও পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারছে না। পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যর্থতা।’ তিনি এনআইএ তদন্ত দাবি করেন।

শুভেন্দুর আইনজীবী বলেন, ‘কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা যেতেই পারে। পুলিশ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।’ রাজ্য সরকারের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘৬ কোম্পানি বিএসএফ, ১ হাজার পুলিশ, এডিজি, ডিআইজিরা রয়েছেন। ১৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।’

রোববার
15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ এপ্রিল ২০২৫ পনেরো

একদিন পরেই পয়লা বৈশাখ। বাঙালি যেদিন বাংলা তারিখ মনে রাখে। নতুন বছরের প্রেক্ষাপটে দেখা যেতে পারে, সাহিত্য-খেলা-গানের জগতে কী জায়গায় রয়েছেন বাঙালিরা? বাঙালি মেয়েদের পরিস্থিতি কীভাবে পালটেছে? বর্ষ শেষের রংদার রোববারের প্রচ্ছদে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

১৬
বিশেষ নিবন্ধ
সাগর সেন

১৭
ছোটগল্প
বিপুল দাস

১৮
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : সোমা দাশ, পিয়ালী দাস দে, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ, সুকুমার সরকার, হাবিবুর রহমান, তনুশ্রী পাল ও মধুমিতা দাস

বাঙালিয়ানা

ময়দানে শুধু নেই আর নেই

রূপক সাহা

খেলা

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। প্যারিস অলিম্পিক গেমসের আগে। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ) সবে তালিকা প্রকাশ করেছে, কারা ভারতের হয়ে গেমসে অংশ নিতে যাবেন। ১১৭ জনের সেই তালিকায় চোখ বুলিয়ে বাঙালি খুঁজে যাচ্ছি। দেখলাম, জিমনাস্ট প্রণতি নায়েক, শটপাটার আভা খাটুয়া আর তিরন্দাজ অঙ্কিতা ভকত, তালিকায় বাংলার মাত্র এই তিনজনের নাম আছে।

মেদিনীপুরের প্রণতি আর আভা সেই সময় দিল্লিতে। তখনও কলকাতায় রয়েছেন অঙ্কিতা। কতটা প্রস্তুতি নিয়ে গেমসে যাচ্ছেন, জানার জন্য অঙ্কিতার সঙ্গে কথা বলছি। উত্তর কলকাতার চিড়িয়া মোড়ের মেয়ে। বাবা দুধের ডিপো চালান। গেমসে বাংলার সম্মান আপনাদের কাঁধে, কথাটা বলতেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন অঙ্কিতা। শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, 'আমাকে বাংলার বলে ধরবেন না। আমি জামশেদপুরের টাটা অ্যাকাদেমির ছাত্রী। আমাকে যা মদত দেওয়ার, ওরাই দিয়েছে। বাংলা আমার জন্য কিছুই করেনি। আমি ঝাড়খণ্ডের, লিখলে খুশি হব।'

বেশ কয়েক বছর ধরে দেখছি, বাংলার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে পরিযায়ী হওয়ার ঝোঁক বেড়েছে। অঙ্কিতার মতো অনেক নজির আছে। আভা খাটুয়াকেই ধরুন। প্যারিসগামী দলে তাঁর নাম থাকলেও আভা শেষ পর্যন্ত অলিম্পিয়ান হতে পারেননি। ইউরোপে ট্রেনিং সেন্টার থেকে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়। কী কারণে কর্তারা পরিষ্কার করে কিছু জানাননি। আভার সঙ্গে আপাতত বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁকে পরিযায়ী হতে হয়েছে, কেননা তিনি মুম্বইয়ে চাকরি করেন।

সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডল বা লং জাম্পার মৌমিতা মণ্ডলের বাংলা প্রীতি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরাও পরিযায়ী। সৌবৃতি দিল্লিতে পড়ে রয়েছেন, তালকাটোরা সুইমিং সেন্টারে উচ্চমানের ট্রেনিং পাওয়ার জন্য। আর একই কারণে হুগলির মেয়ে মৌমিতা ভুবনেশ্বরে চলে গিয়েছেন রিলায়েন্স স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে। এই দুজন যদি এবার জাতীয় গেমসে সোনার পদক এনে না দিতেন, তা হলে বাংলা চোদ্দোতম স্থানে পৌঁছোতেই পারত না।

খেলায় জাতীয় নিরিখে বাংলা কতটা এগিয়ে, তা নিয়ে কারচুপি করার কোনও উপায় নেই। খেলো ইন্ডিয়া, বিভিন্ন খেলার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ, জাতীয় গেমসের ফল দেখলেই তা ধরা যায়। খেলো ইন্ডিয়া নিয়ে বাংলার কোনও আগ্রহ নেই। কেননা, ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ। বাংলায় ব্রাত্য হলে কী হবে, খেলো ইন্ডিয়ার পুরো ফায়দা তুলছে অন্য রাজ্যগুলি। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য। পদক তালিকায় তারা কেউ কেউ বাংলারও উপরে।

> কলকাতায় ফুটবল ছিল প্রাণভোমরা। ময়দান থেকে ফুটবল প্রায় উঠেই গেছে। সল্টলেক অত বড় একটা স্টেডিয়াম, আইএসএলের ম্যাচ হলেও গ্যালারি ফাঁকা পড়ে থাকে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম তো শাসকদলের সভাস্থল হয়ে গেছে।

একটা সময়ে জাতীয় গেমসে বাংলা প্রথম পাঁচটা দলের মধ্যে থাকত। পরে বাম জমানায় একুশ নম্বরে নেমে গেছিল। এবার বাংলার মুখ রক্ষা করেছেন মেয়েরা। ষোলোটা সোনার মধ্যে চোদ্দোটাই মেয়েদের দখলে। পঁচিশ ধরনের খেলায় অংশ নিয়ে পুরুষরা সফল মাত্র তিরন্দাজি আর টেবিল টেনিসে। মেয়ে জিমনাস্টরা, পাঁচটা সোনা সহ মোট বারোটা পদক জিতে এনেছেন উত্তরাখণ্ড থেকে। রেজাল্ট দেখেই বোঝা যায়, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে খেলায় পুরুষদের কতটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন মেয়েরা।

খেলায় রাজ্য সরকারের বাজেট কম না। প্রায় আটশো কোটি টাকার মতো। জানি না, পুজোপার্বণে ক্লাবকে দেওয়া অনুদান, এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ কিনা। ক্রীড়ামন্ত্রী কিছুদিন আগে সৌবৃতি, মৌমিতা, প্রণতিদের পুরস্কৃত করলেন গেমসে সফল হওয়ার জন্য। শুনলাম, উত্তরাখণ্ড থেকে খালি হাতে ফিরে আসা কর্মকর্তাদের, তিনি নাকি ধমক দিয়েছেন ভবিষ্যতে রেজাল্ট দিতে না পারলে পাঁচ লাখ টাকার সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেবেন।

ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা একেকজন বহু বছর ধরে পদ আঁকড়ে বসে আছেন। তাঁদের দলবাজি আর বরদাস্ত করা হবে না।

এরপর ষোলোর পাতায়

বাংলা বইয়ের ভবিষ্যৎ

হর্ষ দত্ত

সাহিত্য

চলুন, পঞ্চাশ বছর পেছনে ফিরে যাই। বাংলা সাল ১৩৮২, ইংরেজি ১৯৭৫। আমরা কেউ কেউ তখন কলেজে পড়তে যাব বলে পা বাড়িয়ে আছি। কারও প্রথম বর্ষ, কেউ বা দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমরা সকলেই কিন্তু সাহিত্যের ছাত্র নই। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা একদল পড়ুয়া। বিকেল ও সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এসেছি।

আজ পয়লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ ১৩৮২। বঙ্কিম চাটুর্জে স্ট্রিট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেজ রো, টেমার লেন, বিধান সরণি, পটুয়াটোলা-বেনিয়াটোলা লেন ও মহাত্মা গান্ধি রোডের অংশ বিশেষ জুড়ে বিরাট বইয়ের জগৎ। বই প্রকাশকদের দপ্তর আর বইয়ের দোকান। লোকের মুখে মুখে অঞ্চলটির পরিচিতি কলেজ স্ট্রিট বইবাজার। প্রায় সব দোকান আজ খোলা। চতুর্দিক আলো ঝলমলে। রজনীগন্ধা ফুল ও গোলাপ জলের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। অভিজাত চেহারার, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কিছু মানুষ এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তায় দ্রুত চলে যাচ্ছেন। লোকজনদের মধ্যে অনেকেই পরে এসেছেন নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি। তাঁদের বাঁ কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা। কারও হাতে মাঝারি সাইজের মিষ্টির প্যাকেট কিংবা তেল শুষে নেওয়া কাগজের ঠোঙা। দোকানে দোকানে নানা বয়সি ক্রেতাদের ভিড়। তবে উপচে পড়ছে না। তখন সদ্যতরুণ আপনি-আমি, সাহিত্য-রচয়িতাদের স্বচক্ষে দেখব বলে, প্রকাশকদের অফিসের সামনে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভিতু চোখে দাঁড়িয়ে আছি। দিকপাল স্রষ্টারা হাসি-ঠাট্টা-আড্ডায় মগ্ন। এঁদের দেখতে পেলে জীবন যেন সার্থকতায় ভেসে যাবে। কম পাওয়ারের হলদেটে ফিলামেন্ট বালবের লম্বা চেন ঝুলছে, কিন্তু মাইকের কোনও উৎপাত নেই। তবে মন্দ-মধুর কোলাহল আছে। কোথাও কোথাও কোনও কবি বা লেখক, রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের বই বিক্রি করছেন। তাঁর গলার আওয়াজে সেই জায়গাটুকু সরগরম। লোকারণ্য হয়নি, কিন্তু সমগ্র অঞ্চলটা জমজমাট। সুবিখ্যাত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, জীবনানন্দ দাশ কবেই বিদায় নিয়েছেন। সম্প্রতি চলে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। শিবরাম চক্রবর্তী খুব সুস্থ নন। প্রতিষ্ঠিত কবি-প্রাবন্ধিকরা আছেন, আবার অনেকে নেই। তবু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাঠক, প্রতিষ্ঠিত ও জীবিত এবং সেই সময়ের পাঠকপ্রিয়, বহুপঠিত প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের বই কিনতে, নিজের সংগ্রহে রাখতে সোৎসাহে কলেজ স্ট্রিটে চলে এসেছেন।

পুরোনো, অনতিপুরোনো বইয়েরা যেন পাঠককে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে- ভুলবে না, ১লা বৈশাখ বইয়ের জন্মদিন। ওইদিন অবশ্যই বইপাড়ায় আসবে।

পঞ্চাশ বছর আগেকার এই ছবি কাল্পনিক নয়, গ্র্যানাইট পাথরে খোদিত ইতিহাস।

এরপর ষোলোর পাতায়

> অবস্থা যদি এই পথে চালিত হয়, তা হলে কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস কি ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে? আজ্ঞে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য, বেশ কিছু মাঝারি ও ছোটখাটো প্রকাশক, একটা রফাসূত্র কয়েক বছর আগে বের করে ফেলেছিলেন।

গীতা বনাম নীতা, নীলা বনাম...

যশোধরা রায়চৌধুরী

নারী জগৎ

দুপুর কিংবা বিকেল হলেই গা ধুয়ে শাড়ি পালটে ছাতে উঠত মেয়েরা। পোস্ট কার্ড পুড়িয়ে সেই ছাইয়ের ঝুরো টিপ পরত। গ্রীষ্মের বিকেল বলতে আমরা এইসব বুঝতাম।

কিন্তু পালটে আসছিল সবটাই। সত্তরের দশকের থেকে আশির দশকে আসতে আসতে মেয়েদের ববি লক্স আর ববি প্রিন্টের জামার আয়েশ চেপে বসছিল নতুন করে, বড় বড় রিং দুল পরা মেয়েদের ইশকুলে ওসব পরে যাওয়া মানা হচ্ছিল। ফ্রক আর চাপা স্ল্যাক্স, এ লাইন জামা, এসব আসছিল, শান্তিনিকেতনি সাজকে মাঝে মাঝে 'ন্যাকামি' বলে বরখাস্তও করা হচ্ছিল।

ইশকুলে কিন্তু চুলে কারিকুরি করা লক্স দেখলেই, নিখাদ কড়া হেড মিস্ট্রেস চুলের গোছা ধরে টান দিতেন। এখন আর দিতে পারেন কি? সম্ভবত বডি শেমিং-এর দায়ে পড়তেন। ইশকুলে গ্রীষ্মের ছুটি হত অজস্র দিন অসহ্য গরমে মাঠে খোখো আর ভলিবল, থ্রোবল খেলার পর সম্পূর্ণ ঘামে ভিজে শার্টের ওপর আরও জল ছড়িয়ে। ইশকুলে তো লাইন করে কল। বছরে দু'বার ট্যাংকে ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়। ক্লোরিন গন্ধী জলই খেতাম। সিক্সের পর থেকে কেউ জলের বোতল নিয়ে আসতাম না। এলেই আতুপুতু বলে টিটকিরি। বোতলবন্দি জল অনেক দেরি, কিনলে আর আর বিসলেরির নামগন্ধ নেই।

সেই কলের ওপরটা টিপে জল খেয়ে আদ্ধেক জল এ-ওর গায়ে জলকেলির মতো ছিটিয়ে দিতাম। ট্রেনে, বা স্টেশনেও এমন চাপা কল থাকত। আর তারপর সবাই সবাইকে চেঁচিয়ে ইয়ার্কি মেরে চোখ টিপে যা তা খিল্লি। তখনও মেয়েরা কোন অনাছিস্টি দেখলেই বলে 'কীইইই অসভ্য রে!' কলেজে যেতে যেতেই ক্যান্টিনে দেখলাম নতুন সব মেয়েরা চার অক্ষরের গালি দিচ্ছে বিড়ি খেতে খেতে। কত্তো পরিবর্তন ওটুকু সময়েই ঘটে গেল।

আমাদের নিরীহ মেয়ে ইশকুলে, গরমের ছুটির আগের দিন, হলুদ শাড়ি দু'ভাঁজ করে পরে, হাত-পা নেড়ে লাফিয়ে নেচে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হত। পরদিন থেকে এক মাস সাতদিন ছুটি। সেই লম্বা ছুটিগুলোতে আমরা রোজ এক পাতা হাতের লেখা লিখতাম, বা কোনও রচনা (আসলে শেষ দু'দিনে লিখতাম) আর আমাদের স্কুলের বেস্ট ফ্রেন্ডদের হলুদ পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখতাম। আঁতেল বানাতে আমাদের মেজো বড়দি ভালো বই পড়ে রিভিউ লিখতে দিলেন, আমি বোকার মতো লু সুনের উপন্যাস বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় না লিখে নিমাই ভট্টাচার্যের প্রেমের গল্পের রিভিউ লিখে খামোখা কেস খেয়ে গেলাম।

ছুটিতে আমার বড়লোক বন্ধুরা বেড়াতে যেত উটি বা দার্জিলিং। বেলবটম পরে ছবি তুলত আগফা ক্লিক থ্রি ক্যামেরাতে। সাদা-কালো ছবি। আমরা গরিব বন্ধুরা শুধু জানলার পাশে বসে বসে একেকটা দুপুরে একেকটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতাম। দীর্ঘ দগ্ধ দুপুর ভরে উঠত বাঁধানো চটি চটি যাদুকর ম্যানড্রেক বা চলমান অশরীরী বেতাল বই দিয়ে। লুকিয়ে চুরিয়ে দু'পাতা হাতের লেখার ফাঁকে পড়ে নেওয়ার চল ছিল। অনেকেরই গ্রীষ্মাবকাশ অতিবাহিত হত স্বপনকুমার পাঠে। ভাগ্য করে মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে এসে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী আর অপরাজিত পড়ে কান্নার জীবনও পেলাম।

এরপর ষোলোর পাতায়

কপি পেস্ট গানে ক্লান্ত, তবে ভবিষ্যৎ ভালোই

সৌমিত্র রায়

গান

বাঙালির দুই প্রেম নিঃসন্দেহে ভ্রমণ আর গান। সাহিত্য ইত্যাদি তারপর হয়তো। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনটা বেশি পছন্দ ঠিক বলতে পারব না, তবে গান গেয়েই জীবনের সিংহভাগ সময়টা উপভোগ করেছি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি। আর তার সুবাদে পৃথিবীর অনেক জায়গা দেখেছি, যেগুলো নিজে সীমিত ক্ষমতায় কিছুতেই দেখতে পেতাম না। হলেও অনেকগুলো জায়গা বাদ যেত নিশ্চয়ই।

আর যেখানেই যাই, গান কিন্তু চিরসঙ্গী। সে নতুন হোক বা পুরোনো। যেহেতু আমি নিজের কিছু গান গেয়েই জীবন কাটিয়েছি আর সংসার করেছি, বলতে পারি আমি বেশ সন্তুষ্ট। ভাবিনি আগে যে সেটা সম্ভব, কিন্তু তাই তো হল দেখছি।

তুলনা হবেই নবীন বনাম প্রবীণ যুগের গানের বিষয়ে। আমি কোনও বিশেষজ্ঞ নই, হতেও চাই না, তবে বলব যুগের সঙ্গে মানুষের সব কিছুতেই পরিবর্তন আসে। নিঃশব্দে। রুচির পরিবর্তন কী? না, তা ঠিক বলার অধিকার নেই আমার। তবে আজকের বাঙালি প্রজন্ম কেএল সায়গল, আব্দুল আলিম বা অমিয়া ঠাকুরের বাংলা গান শুনে গ্রহণ করবে কিনা বলা অসম্ভব। হ্যাঁ, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শচীনকর্তার গান আমার পুত্রও পছন্দ করে এবং শুনেছি গুনগুন করে গাইতে। এখানেই হয়তো রুচির ব্যাপারটা ফুটে ওঠে। ওদের কানে না পৌঁছোলে তারা শুনবেই বা কী করে?

যেমন আমি, দার্জিলিংয়ের স্কুলে পড়েও বরাবর বাংলা গান শুনে এসেছি বাড়িতে। জ্যাঠতুতো দিদিরা শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রী ছিলেন। তাদের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত এবং বাড়িতে শ্রীরামকানাইয়ের মন্দিরে কীর্তন খুব অল্প বয়স থেকেই কানে বেজেছে। বাড়ির উঠোনে রাধারানি দেবী, রথীন ঘোষ, সরস্বতী দাস, নিমাই ভারতী, হরিদাস কর এবং আরও অন্য বিশিষ্ট শিল্পীরা কীর্তন গেয়ে গেছেন।

এই প্রজন্মের সুমন ভট্টাচার্য, সৃজন চক্রবর্তী, মানালি বসুরাও গেয়েছেন। পরিবেশের একটা প্রভাব তো পড়েই।

আর সত্যি বলতে এখনকার অধিকাংশ গান আমার পছন্দের নয়। সহজসরল ভাষা আর সুরে গান না হলে আমি চেষ্টা করি কানে না নেওয়ার। খুব ভালো গায়ক আর গায়িকারা তাঁদের গানের ডালি নিয়ে মঞ্চে ওঠেন, কিন্তু বেশিরভাগই সেই ৭০ বা ৮০ দশকের সিনেমার গান। নিজেদের মৌলিক গান ক'জন গান?

আমরা যাঁরা একই মঞ্চের সাইডে বসে অপেক্ষা করি গান গাইবার, সেই 'কপি পেস্ট' গান শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কোনও শিল্পীর নিজস্বতা যদি সেই গানের সুর না পালটিয়ে অন্যমাত্রা দিতে পারে খুব ভালো লাগে। শ্রোতারাও খুশি হন। আমাকেও বিভিন্ন শ্রদ্ধাঞ্জলির অনুষ্ঠানে গাইতে হয়। তখন আমি চেষ্টা করি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করার। রবীন্দ্রসংগীতেও তাই। ভয় পাই গাইতে, কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে বিভা সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল সেন আর বিশেষ করে আমার ছোড়দি বাসবী দত্ত সাধুবাদ জানিয়েছেন গাইবার পর। তবুও, বেশ কয়েকজন শিল্পী আছেন যাঁরা নিজস্ব রচিত গান গেয়েই মানুষের কাছে পৌঁছোতে পেরেছেন।

এরপর ষোলোর পাতায়

বাংলা মুদ্রণশিল্পের বিস্মৃতপ্রায় পুরোধা পঞ্চানন

নিবন্ধ

সাগর সেন

পঞ্চানন কর্মকার একজন কৃতী অথচ বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি। বাংলা ভাষার বিকাশে কাজের পরিধি আর অবদানের গুরুত্বের বিচারে তাঁর পরিচিতি আর প্রাপ্য সম্মান অনেকটাই বেশি হওয়া উচিত ছিল। তাঁর জীবনী নিয়ে রজত চক্রবর্তীর লেখা 'পঞ্চাননের হরফ' নামে একটিমাত্র বই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে অনীক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দেবাশিসের নির্দেশনায় 'আঙ্করিক' বলে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয় যেটির চিত্রনাট্য রজতবাবুর বইয়ের ভিত্তিতে লেখা হয়।

১৪৪০ সালে জার্মান স্বর্ণকার জোহানেস গুটেনবার্গ প্রথম আবিষ্কার করেন মেকানাইজড প্রিন্টিং প্রেস। অবশ্য তার আগেও ছাপার চল ছিল। গুটেনবার্গের মেশিন আসার পর ছাপার গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। তবে কম্পিউটার আর ডিজিটাল প্রযুক্তি আসার পর সবকিছুর মতো প্রিন্টের জগতেও আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। ভারতবর্ষের ছাপাখানার ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যাক। ভারতে প্রথম প্রিন্টিং প্রেস আমদানি করে পর্তুগিজরা। প্রায় সব ক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্য থাকত ধর্ম সংক্রান্ত বই বা লিফলেট ছাপানো, প্রচারের জন্য। ভারতীয় ভাষার মধ্যে ছাপার আকারে প্রথম আসে তামিল। ব্রিটিশরা বাংলাতে প্রিন্টিং প্রেস বসিয়েছিল বেশ কয়েক জায়গায়। কলকাতা তখন ব্যবসা এবং কর্মসূত্রে বহু ইংরেজের আনাগোনা। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অন্তত কাজ চালানোর মতো বাংলাটা তাদের জানার প্রয়োজন ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস অনুরোধ করেন বাংলা শেখার মতো একটা ব্যাকরণ বই যদি হ্যালহেড সাহেব লিখে তাঁদের প্রেসে ছাপাতে পারেন, বড়ই উপকার হয় তাহলে। যেমন কথা তেমনি কাজ, সাহেবদের জন্য সহজে বাংলা শিক্ষার বই তৈরি হয়ে গেল 'এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ' লেখক হ্যালহেড। গোল বাধল বই ছাপতে গিয়ে। বইটির অনেকটাই ইংরেজিতে। সেটা সমস্যা নয়, কিন্তু প্রচুর বাংলাও তো আছে, আর সেটা ছাপতেও হবে বাংলা অক্ষরে, কিন্তু বাংলা টাইপফেস তখন কোথায়? ইংরেজিতে ২৬টি বর্ণ, বাংলায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে ৫০টি, তার ওপর গোদের ওপর বিষফোড়া যুক্তাক্ষর। সাহেব কারিগররা হিমসিম খেয়ে গেলেন সেই সব জটিল অক্ষরের টাইপফেস তৈরি করতে গিয়ে, কিছুতেই আর কিছু দাঁড়ায় না। সে সময় হ্যালহেড সাহেবের সহযোগী ছিলেন চার্লস উইলকিন্স, ছাপার প্রযুক্তিগত দিকগুলি দেখতেন তিনিই। অবস্থা দেখে তাঁরও মাথায় হাত, তবে কি আর বই বেরোবে না? অবশেষে হল মুশকিল আসান, উইলকিন্স সাহেব খুঁজে পেলেন পঞ্চানন কর্মকারকে।

পঞ্চানন কর্মকারের জন্ম হয়েছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, অধুনা হুগলি জেলার ত্রিবেণিতে। সেকালে বৃত্তি হিসেবে পদবি হত, এঁরা ছিলেন পেশায় কামার। তবে এই পরিবারের বিশেষ দক্ষতা ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মেটাল এনগ্রেভিংয়ের কাজে। পারিবারিক জিনগত কারণেই হয়তো পঞ্চাননেরও একাজে সহজাত প্রতিভা ছিল। উইলকিন্স সাহেবের জহুরির চোখ শিল্পী চিনতে ভুল করেনি। তিনি পঞ্চাননকে তুলে নিয়ে এলেন বেঙ্গল প্রেসে। উইলকিন্স সাহেবের তত্ত্বাবধানে পঞ্চানন দিনরাত এক করে অক্লান্ত পরিশ্রমে ধাতুর উপর এক এক করে ফুটিয়ে তুললেন নিখুঁত এক একটি বাংলা অক্ষর। তৈরি হল প্রথম বাংলা টাইপফেস। পঞ্চানন কর্মকারের বানানো টাইপফেসের কল্যাণে বাংলা অক্ষর সর্বপ্রথম ছাপার আকারে আত্মপ্রকাশ করল হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণের বইয়ে। সেটা ছিল

১৭৭৮ সাল। সে যুগে সাহেবরা এদেশীয়দের কৃতিত্ব দিতেন না সেভাবে, এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি, কাজ করিয়ে নিলেও হ্যালহেড বা উইলকিন্স সাহেব প্রকাশ্যে খুব যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন এমনটি জানা যায় না। পঞ্চানন রয়ে গিয়েছিলেন আড়ালেই।

এরপর আরেকটি মোড় আসে ১৮০০ সালে যখন ব্রিটিশ যাজক উইলিয়াম ক্যারি শ্রীরামপুরে এসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস তৈরি করেন। ক্যারি সাহেব বাংলায় এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতেই। তিনি বুঝেছিলেন স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে যিশুর বাণী প্রচার করার জন্য বাংলায় বাইবেল ছাপানো একান্তই জরুরি। সে চেষ্টাতেই তিনি লেগে ছিলেন। তার আগেই পঞ্চাননের হাতে বাংলা টাইপফন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে খবরও পেয়েছিলেন। কেবল দরকার ছিল একটা প্রিন্টিং মেশিন। সেক্ষেত্রে কলকাতায় শুরু করতে চাইলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি বাধে, ফলে খানিকটা পালিয়েই তিনি চলে আসেন ডেনমার্ক অধ্যুষিত শ্রীরামপুরে। এখানে সতীর্থ যাজক উইলিয়াম ওয়ার্ড আর জোশুয়া মার্শম্যানের সঙ্গে মিলে শুরু করেন 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস'। এই তিনজনই 'শ্রীরামপুর ট্রায়ো' নামে বিখ্যাত। এই প্রেসে বাইবেল সহ অন্যান্য বইয়ের বাংলা অনুবাদ ছাপা শুরু হয়। এছাড়াও শুরু হয় টেক্সটবুক, ডিকশনারি প্রভৃতি ছাপার কাজ। অচিরেই কাজকর্ম ফুলেফেঁপে ওঠে। প্রথমে টাইপ সেটিং করতেন উইলিয়াম নিজেই। পরে কাজ যখন বাড়ে পঞ্চানন মিশন প্রেসে এসে যোগ দেন। এক্সপার্ট টাইপকাটার হিসেবে তাঁর তখন বেশ নামডাক। জামাই মনোহর কর্মকার, ভাই গদাধর কর্মকারকে কাজ শিখিয়েছিলেন আগেই। তাঁরা সবাই ছিলেন মিশন প্রেসে। তাঁর উদ্যোগেই এখানে বড়সড়ো টাইপকাস্টিং ফাউন্ড্রি তৈরি হয়। পঞ্চাননের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ শ্রীরামপুরে ভারতবর্ষের প্রথম টাইপকাটিং প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন। মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পঞ্চানন অবশ্য বেশিদিন বাঁচেননি, মারা যান ১৮০৪ সনে। কিন্তু যে ভিত তিনি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তার সুফল পেয়েছিল মিশন প্রেস। পরের ৩০ বছরের মধ্যে মিশন প্রেস থেকে অন্তত ৪৫টি ভাষায় এবং ১৮ রকম ফন্টে বই প্রকাশ হয়েছিল। সবই সম্ভব হয়েছিল পঞ্চাননের নিজের হাতে শিখিয়ে যাওয়া টাইপফন্ট তৈরির সূক্ষ্ম কলাকৌশলের কারণে। কাজের পুরস্কার হিসেবে পঞ্চানন কর্মকার এবং তাঁর পরিবারের যে যথেষ্ট আর্থিক সাচ্ছল্য এসেছিল। প্রমাণ হিসেবে শ্রীরামপুরের জিটি রোডের ধারে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িটি আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে। বাড়িটির আরেকটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায়ের পদধূলিতে ধন্য এই বাড়ি। তিনি যখন বাংলা বর্ণমালা নিয়ে কাজ করছিলেন সেসময় কর্মকার পরিবারের প্রেসে বাংলা ফন্টের ব্যবহারের তত্ত্বাবধান করতে এসেছিলেন। শোনা যায় তিনি নিজের হাতে বর্ণমালার একটি ডায়াগ্রাম বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন টাইপফেস বানানোর সময় রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

পঞ্চানন কর্মকারের জন্ম হয়েছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, অধুনা হুগলি জেলার ত্রিবেণিতে। সেকালে বৃত্তি হিসেবে পদবি হত, এঁরা ছিলেন পেশায় কামার। তবে এই পরিবারের বিশেষ দক্ষতা ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মেটাল এনগ্রেভিংয়ের কাজে।

এতদিন বিস্মৃতপ্রায় থাকলেও আনন্দের কথা হল বর্তমানে পঞ্চানন কর্মকারের বংশের একমাত্র উত্তরসূরি প্রিয়াংকা মল্লিক সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন তাঁর পূর্বপুরুষের কাজকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য। প্রিয়াংকা হলেন পঞ্চানন কর্মকারের ভাই গদাধর কর্মকারের পরিবারের চতুর্থ প্রজন্ম। একদা কর্মকার পরিবারের পাওয়া উপাধি মল্লিকই তাঁরা ব্যবহার করেন। প্রিয়াংকা তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। বছর কয়েক আগে বাবার মৃত্যুর পর তিনিই পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী। পরিবারের ঐতিহ্য ধরে রাখতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

গীতা বনাম

পনেরোর পাতার পর

পেলাম জিওগ্রাফি বই-এর তলায় শরদিন্দুর তুঙ্গভদ্রার তীরে পড়ার জীবন। জীবনে গভীরতর লাভ হল। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা বিবিধ ভারতীর গানের মায়ামোহ সহ।

বড় হতে হতে সবটাই পালটে যেতে থাকল।

কী সুনীলে-সমরেশে, কী ঋত্বিকে, ৫০-৬০-৭০ দশক অবধি মেয়েদের বেশি সাজগোজটাকে উদারভাবে নিতে বেশ ব্যথা ছিল কোথাও। রবীন্দ্র কলমে, সিসি লিসির বিপরীতে লাবণ্য যেমন, তেমনই নায়িকারা তখনও প্রসাধনহীন লাবণ্যে উদ্ভাসিত। মালবিকা বনাম কেয়া (প্রতিদ্বন্দ্বী), নীলা বনাম মাধবীলতা (কালবেলা), গীতা বনাম নীতা (মেঘে ঢাকা তারা)। শাড়ি ছেঁড়া চটি ছেঁড়া মেয়েদের উদ্ভাস।

উদাহরণ দীর্ঘতর না করেই বলা যায়, ভালো-খারাপ, পিশাচিনী-মাতৃমূর্তির দ্বন্দ্বে, সাজ-না-করা সহজসুন্দরীরাই ছিলেন মনপসন্দ। ষাটের দশক শেষতক ফ্যাশন বাঙালির নিজস্ব মুদ্রায় এক টাবু শব্দ। একদিকে বামপন্থী চিন্তাধারা, পার্টিশন পরবর্তী দুঃখী কেজো মেয়েদের লড়াকু সত্তা, এর সঙ্গেও ঠিকঠাক যেত কেজো আটপৌরে সাদাসিধে পোশাক, প্রসাধনহীনতা।

পশ্চিমঘেঁষা পোশাকের প্রতি মূলধারার ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্ট তির্যক দৃষ্টিটা থেকেই যাচ্ছিল তাই। ফ্যাশনদুরস্ত হওয়াটা খুব হাতেগোনা কয়েকজনের সাহসী পদক্ষেপের ব্যাপার। অথবা বাবার মোটা ব্যাংক ব্যালান্সের সঙ্গে সমার্থক। যেমন সিনেমায় প্রতিফলিত অপর্ণা সেনের পার্সোনা, রাতের রজনীগন্ধা অথবা বসন্ত বিলাপের প্যান্ট-টপ পরিহিতা স্মার্ট লুক, তখনও আপামর বাঙালির ভুরু তুলে দেখার উপযোগী এক সাময়িক বিলাসিতা... আমি মিস ক্যালকাটা নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স-এর চটুলতায় শেষমেশ পর্যবসিত।

এই ফ্যাশন দুষ্প্রাপ্যতা ঘোচাল ঘরে ঘরে সমাগত টিভি। দূরদর্শন ৭০ দশক থেকে ২০১১ অবধি বাঙালি মেয়েদের রুচি-ফ্যাশনের হালহকিকত পালটাতে অনুঘটকের কাজ করেছে। মনে রাখব এই তথ্য যে, ১৯৭৫ সালে সবে কলকাতা দূরদর্শনের অবতরণ, মধ্যবিত্ত জীবনের বলয়ে। তারপর দশকে দশকে রূপ বদলে বদলে কেবল টিভি, ডিশ অ্যান্টেনা এবং শেষ ইন্টারনেট-কম্পিউটারের হাত ধরে রুচির ছক বলে দিতে স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে অবতীর্ণ হচ্ছে প্রথমে অ্যানালগ পরে ডিজিটাল মিডিয়া... পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন চলছিলই। ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে ৯০-এর উদার অর্থনীতির হাত ধরে ৭২ চ্যানেলের কেবল টিভি আর বে ওয়াচ। ২০০৫-০৬। আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে কাজের ফাঁকে ফ্যাশন শো দেখে।

৭০-এর দশকে বাঙালিনীকে সাজতে শেখালেন চৈতালি দাশগুপ্ত আর শাশ্বতী গুহঠাকুরতা আর অপর্ণা সেনের সানন্দা। শুনতে খুবই কি অতিসরলীকৃত শোনাচ্ছে?

৮০ ও ৯০-কে প্রায় অধিকার করে রাখবে তা। বাঙালি চেটে নেবে দক্ষিণাপণের নানা রাজ্যিক এথনিক কাপড়চোপড়ের স্বাদ, ওড়িশা, রাজস্থান, গুজরাটের ছাপ ছোপ ইক্কতের অ আ ক খ শিখে আপ টু ডেট হবে... সঙ্গে উঠে আসবে অ্যাক্সেসরির মতো কঠিন শব্দের জলভাত উদাহরণ, সম্বলপুরী শাড়ির সঙ্গে রুপোর গয়না চলে, গুর্জরী ছাপার শাড়ির সঙ্গে পুঁতির। মাটি দিয়ে তৈরি শান্তিনিকেতনী গয়নার এক অদ্ভুত জনপ্রিয়তা দেখব। হাতে আর একটু কাঁচা টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগও ক্রমশ বেড়েই চলবে।

যে মা-মাসিরা চল্লিশ পেরোলেই হালকা রং, সাদা, বা ম্যাটমেটে খোলের শাড়িতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে প্রৌঢ়ত্বের স্বর্গে সসম্মানে উত্তরণ করতেন, তাঁরা অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। সাদা শাড়ি, নরুন পাড়ের অবিবাহিতা দিদিমণিরা স্কুলের থেকে উধাও।

ঝুরো টিপ ছেড়ে, স্টিকার টিপ, তারপর খোলা কপাল। যৌবন ছাড়তে না চাওয়া ল্যাকমে-নির্ভর নতুন মা-আন্টি গোষ্ঠী। 'আমার মা সব জানে' পড়া জিকে-তাড়িত মায়েরা ও আন্টিরা, আশির দশক থেকে আমেরিকা থেকে আমদানি হওয়া নারীবাদ ও বিউটি ম্যাগাজিন, দুই-ই পেয়েছেন। মধ্যবিত্তের পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লার এসেছে। নব্বই দশকে উঠে এসেছে মনমোহন ইকনমিক্স, ফেটেছে লিবারালাইজড অর্থনীতির ধামাকা। মেয়েরা কীভাবে জড়িত এই ঘটনার সঙ্গে? কেউ এ প্রশ্ন আর জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ সবারই মনে আছে, ১৯৯৪-তে অবাক করা সেই বাঙালি মেয়েটিকে... সুস্মিতা সেন। মিস ইউনিভার্সের শিরোপা নিয়ে যে নিজেই কম অবাক হয়নি। আসল খেলাটার যোগাযোগ আরও স্পষ্ট হল আরও কয়েকদিন পরে, সেই ১৯৯৪-তেই মিস ওয়ার্ল্ডের শিরোপাও যখন জুটল আমাদের দেশের মেয়ে ঐশ্বর্য রাইয়ের কপালে। কাকতালীয়? না এশিয়ার অন্যতম বাজারের দরজা পাশ্চাত্যের যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রীর বিক্রেতাদের কাছে খুলে যাওয়া? ঘরের মেয়েটির পদাঙ্ক অনুসরণ এর পর শুধু। একের পর এক বিউটি পেজেন্টে নেমে আসছে ভারতীয় মেয়েরা, বাঙালি মেয়েদের জীবনে ধ্রুবসত্য হয়ে উঠেছে রেভলন-মেবিলিন-এল এইটটিনের মতো সব ম্যাজিক শব্দ... ডিপ রাস্ট, কফি ব্রাউন আর লাইট অ্যাম্বারের মতো সব দূরদূরান্তের হাতছানি ভরা রঙের শেড... মন কেমন করা গন্ধ পারফিউম আর সাবানের... ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ, আহা, মেয়েদের কাছে খুলে দিল নানা পসরার দ্বার। ল্যাকমে চালু করেছে মেয়েদের ত্বকের শেড কার্ড। যেভাবে এশিয়ান পেন্টস চালু করেছে অন্য শেড কার্ড, দেওয়ালের রঙের।

যেভাবে নব্বই আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মেয়েদের কাছে সহজতর করল এসটিডি বুথের সাহচর্যে দূরভাষী প্রেম, আনল পোশাকে সালোয়ার কামিজের গ্রহণীয়তা, বাসে ট্রামে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চলাফেরার যোগ্যতা ও গ্রহণীয়তা।

এই নব্বই আমাদের দিয়েছে কিছু প্রোডাক্ট, ওয়াশিং মেশিন অথবা মাইক্রোওয়েভের স্বাধীনতারও আগে। তার একটা অবশ্য উল্লেখ্য। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও একেবারে অনস্বীকার্য এক বিপ্লব এনেছে স্যানিটারি ন্যাপকিনের শুষ্কতার বহুলপ্রাপ্যতা। স্মল ইজ বিউটিফুল নিয়ম মেনে আরও এনেছে সহজে ব্যবহার্য এক টাকা-দু'টাকার পাউচে সর্বজনের আয়ত্তাধীন শ্যাম্পু। ভুললে চলবে না, গরম গরম ফেমিনিস্ট ভাষণের একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কন্যাভ্রূণ হত্যার জন্য লিঙ্গ নির্ধারণের ক্লিনিক, পাশাপাশি সৌন্দর্য রক্ষায় প্লাস্টিক সার্জারি, নানা ধরনের স্কিন ট্রিটমেন্টের ক্লিনিকগুলোও ব্যাঙের ছাতার মতো।

পণ্যায়ন আর বিশ্বায়নের ঢেউ কুড়ি বছরের দেরিতে মার্কিনি নারীবাদকে নিজস্ব বয়ানে আনল এ বঙ্গে, ব্রেসিয়ার পোড়ানোর বদলে যারা ব্রেসিয়ারের সেল দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন।...সবার সামনে বিনা দ্বিধায়!

এখন মেয়েরা গোলাপি স্কুটি চালায় গ্রামে মফসসলে, কুর্তি, টপ আর লেগিংস এখন আপামর ভারতের সবচেয়ে গ্রহণীয় পোশাক। অফিসেও পরা যায়। শর্ট প্যান্ট আর ক্রপ টপ ক্যাজুয়ালের ইউনিফর্ম। চেহারার বদল কিছু না। ওয়ার্কপ্লেস ভরে গিয়েছে মেয়েতে।

হ্যাঁ তাদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং তথাপি ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি করানো চলে তাদের দিয়ে। তারপরেও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত হয় না।

হ্যাঁ বদলে যাওয়া মেয়েদের জীবন এখন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জে সমারূঢ়। নারী নিগ্রহ লাফিয়ে বেড়েছে অবশ্যই, তবে আনরিপোর্টেড নিগ্রহের সংখ্যা সম্ভবত ছিল আগেকার মেয়েদের দুঃখী জীবনেও। নীরবতার আড়ালে ঢাকাচাপা। বাসে ট্রামে নিগ্রহকারীকে চেঁচিয়ে উঠে দুটো থাপ্পড় কষানোর মেয়েরা কি উঠে এল এ বাংলায়? জানতে মন চায়।

কপি পেস্ট

পনেরোর পাতার পর

গানের ধারায় বদল এসেছে অনেকের ক্ষেত্রে এবং এসরাজ-তবলার ব্যবহারকে আড়াল করে কীবোর্ড, হ্যান্ড সনিক ইত্যাদি স্টেজ দখল করেছে। আর সুর কোনও রাগের ওপর ভেসে থাকলেও, গায়কির ওপর নির্ভর করে গ্রহণযোগ্যতা। তাহলে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার মতে বাংলা গানের ভবিষ্যৎ কী? যদি আমার মতামতকে গ্রাহ্য করেন তাহলেই বাকিটা পড়বেন। আমার মত প্রকাশের পর দয়া করে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে প্রশ্ন করবেন না, আমার মতামত চেয়েছেন কেন!

এক কথায় ভালো। তার দুটো কারণ হল এখন গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করে সুখে থাকা যায় আর দ্বিতীয়ত, অনেক নতুন গান সৃষ্টি হচ্ছে। কমবেশির প্রশ্ন নয়, রোজগার নির্ভর করে একান্ত শিল্পীর চাহিদার ওপর। বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ির প্রতি লোভ থাকলে মনে হয় নিজের রুচির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। আলোর চমক আর ফ্যাশন প্রাধান্য পেয়ে অর্ধেক কাজ করে দেয়। না থাকলেই ভালো। নিয়মিত অল্প করে জমালেও একদিন দেখা যাবে ঘরগুলোকে আবার রং করার পয়সা জমেছে! বা ছোট করে নিজের পয়সায় সিকিম, পুরী ইত্যাদি ঘুরে আসা যাবে। তা মন্দ কী?

অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতকেই বেছে নিয়েছেন। আমার ধারণা হাজার হাজার। কিন্তু নিজস্বতা না থাকলে জনগণ করতালি দিয়ে থেমে যাবে, মনে রাখবে না। তাই সবাই দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্তবাবু, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র হতে পারেননি। কিন্তু খেয়াল করবেন আজকের জয়তী, শ্রাবণী, লোপামুদ্রা, মনোজ মুরলীরা আপন গায়কির পরিচয় নিয়েই নিজেদের স্থাপিত করেছেন। কোনও সংগীত অনুষ্ঠানে তাঁদেরকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সময় ভর্তি করার জন্য নয়। কষ্ট হয় শুধু কণ্ঠি শিল্পীদের জন্য। একজন বিখ্যাত প্রবীণ কিশোর কুমার কণ্ঠি আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন একটি অনুষ্ঠানের আগে গ্রিনরুমে "তুই তো নিজের গান গাইবি সোমু, আমাকে আগে স্টেজটা নিতে দে। আমি তো কণ্ঠি হয়ে রয়ে গেলাম"! দুর্দান্ত কয়েকজন তরুণ গায়কদের রেগুলার শুনি যারা মান্নাবাবুর 'বাজে গো বীণা' আর অনেক অন্য গান অসাধারণ গায়। তবলার কম্বিনেশন শুনে আসর জমজমাট। কিন্তু পরের গান গেয়ে বিখ্যাত হওয়া আর নিজের গানের মেজাজে মানুষের মন জয় করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। স্যাটিসফেকশন লেভেলটা আলাদা। তবুও আমি ব্যক্তিগতভাবে সকল তরুণ-তরুণী শিল্পীদের হাতজোড় করে বলি "প্লিজ তোরা নিজেদের গান গা। লেখ, সুর কর! তোদের নিজেদের ভালো লাগবে।"

ময়দানে শুধু নেই আর নেই

পনেরোর পাতার পর

আরও শুনলাম, ক্রীড়া দপ্তরের অফিসাররা অতঃপর বিকেলের দিকে বিভিন্ন খেলার আঙিনাতে ঘুরে বেড়াবেন, কর্তারা খেলার উন্নতির জন্য কী করছেন, তা নজরে রাখার উদ্দেশ্যে।

ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসার পর আমার মনে হত, সিটি অফ জয় না লিখে কলকাতা সম্পর্কে লেখা উচিত সিটি অফ স্পোর্টস। কথাটা এখন আর ভাবতেই ইচ্ছে করে না। কলকাতায় ফুটবল ছিল প্রাণভোমরা। ময়দান থেকে ফুটবল প্রায় উঠেই গেছে। সল্টলেক অত বড় একটা স্টেডিয়াম, আইএসএলের ম্যাচ হলেও গ্যালারি ফাঁকা পড়ে থাকে। স্টেডিয়ামে বছরে সব মিলিয়ে পঞ্চাশটা ম্যাচও সেখানে হয় না। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম তো শাসকদলের সভাস্থল হয়ে গেছে। আমাদেরই শুধু মনে আছে, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র একটা সময়ে জিমনাস্টদের ট্রেনিং সেন্টার ছিল। অনেক ভারত সেরা জিমনাস্ট উঠে এসেছিলেন ক্ষুদিরাম থেকে। বাংলায় ভালো একটা আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল নেই বা ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ভেলোড্রাম নেই। হাওড়া ও যুবভারতীতে দুটো হকির অ্যাস্ট্রো টার্ফ, আর কলকাতায় মাত্র একটাই অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক আছে। শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম বহুদিন আগে তার কৌলীন্য ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে শামিল হতে পারেনি বলে।

মোদ্দা কথা, দেশের অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় বাংলার ক্রীড়া পরিকাঠামো মোটেই উঁচুমানের নয়। সব রাজ্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে গুজরাট। ২০৩৬ বা ২০৪০ সালে যদি ভারতে অলিম্পিক গেমস হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার দাবিদার হবে আহমেদাবাদ। নয়াদিল্লি বা পুনে হয়তো এশিয়ান গেমসের দায়িত্ব পেতে পারে, এই মুহূর্তে কলকাতা সাফ গেমসও পাবে না।

খেলায় বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করার সময়ে বলার কোনও প্রয়োজন পড়ে না, এই রাজ্যে প্রতিভার অভাব আছে। লেখার শুরুতে যে মেয়েদের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরা হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার। ওঁদের মতো প্রতিভা উত্তরবঙ্গজুড়েও রয়েছে। তাঁদের তুলে আনার দায়িত্ব জেলা ক্রীড়া সংস্থা অথবা রাজ্য সরকারের। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর কয়েকটা অ্যাকাডেমি চালু করেছিল (ফুটবল, তিরন্দাজি) পছন্দের কিছু প্রাক্তন খেলোয়াড়ের ভরসায়। মহৎ উদ্দেশ্য, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রায় এক দশক কেটে গেছে, কোটি কোটি টাকা খরচ করা সত্ত্বেও আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়নি। খড়দহে বেঙ্গল ফুটবল আবাসিক অ্যাকাডেমিতে কোনও কোচ খুব বেশিদিন টিকতে পারেন না। কয়েক মাস আগে ছেড়ে দিলেন প্রাক্তন সাই কোচ অনন্ত ঘোষ। অতিরিক্ত খবরদারির অভিযোগ তুলে।

ঝাড়গ্রামে তিরন্দাজির আবাসিক অ্যাকাডেমি অবশ্য দাবি করতে পারে, তারা জুনিয়ার স্তরের দু'একজনকে তুলে এনেছে। মালদার জুয়েল সরকার আর পুরুলিয়ার বাসন্তী মাহাতো, রিকার্ভে চিন থেকে যাঁরা পদক এনেছেন। রাজ্যের সবচেয়ে নামী তিরন্দাজ অতনু দাস মাঝেমাঝেই জাতীয় দলে ঢোকেন, ছিটকেও যান।

জাতীয় স্তরে বাংলার কী দুরবস্থা, তা জেনে নেওয়া যাক। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বাংলার তিনটে ক্লাব খেলে। কিন্তু বাঙালি ফুটবলারদের দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। আইপিএল ক্রিকেটেও বাঙালি নেই। ভারতীয় ফুটবল টিমে টিমটিম করে জ্বলছে মাত্র একজন শুভাশিস বসু। এতগুলো বল গেম (হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, গল্ফ), অথচ কোনও খেলার জাতীয় দলে বাঙালি নেই। একমাত্র টেবিল টেনিসের দলে এক-দুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়। টার্গেট স্পোর্টস (তিরন্দাজি, শুটিং) ওয়াটার স্পোর্টস (সাঁতার, ওয়াটার পোলো, ডাইভিং, রোয়িং, সেলিং), ম্যাট স্পোর্টসে (কুস্তি, বক্সিং, তাইকোন্ডো) বাঙালি আর সামনের সারিতে নেই। তবে হ্যাঁ, ইন্ডোর স্পোর্টসে এখনও শীর্ষে রয়েছেন বাঙালি মেয়ে জিমনাস্টরা। ভারোত্তোলনে একটা সময়ে বাংলা যে ভারত সেরা ছিল, এখন সেটা গল্প বলে মনে হয়।

হাল এত খারাপ হয়ে গেল কী করে, তা নিয়ে কথা হচ্ছিল বিওএ-র এক কর্তার সঙ্গে। কালীঘাটের নাগপাশ থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা কর্তাটি মুখ ফসকে বলে ফেললেন, 'বাংলায় ট্যালেন্ট আছে, পরিকাঠামো আছে, কিন্তু দক্ষ কোচের খুব অভাব।' শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর আমার উপায় ছিল না। উনি বলতেই পারতেন, খেলা এখন পেশা হয়ে গেছে। বাঙালির মানসিকতা কিন্তু এখনও বদলায়নি। বাপ-মায়েরা কেউ চান না, তাঁর ছেলেমেয়ে খেলাকে পেশা হিসেবে নিক। এই মনোভাবটাই বাঙালিকে ক্রমশ পিছিয়ে দিচ্ছে।

বইয়ের ভবিষ্যৎ

পনেরোর পাতার পর

কিংবা প্যাপিরাস পাতায় লেখা একটি তথ্য। ১৪৩২-এর বেশ কয়েক বছর আগে থেকে, এই চিত্র একটু একটু করে বদলাতে শুরু করে। তবে এতটা বদল স্বপ্নাতীত! হ্যাঁ, যথারীতি ২০২৫-এর ১৫ এপ্রিল বাংলা বইয়ের জন্মদিন পালিত হবে। কিন্তু তা অতীতের ছায়ামাত্র। অথবা বলতে পারেন, পুরোহিতকে মূল্য ধরে দেওয়ার মতো একটা কৃত্য। সত্যি সত্যি, সেদিনের আলো এখন ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সেই অসহনীয় অন্ধকার দু-হাতে সরিয়ে, যদিও কিছু বড়সড়ো প্রকাশক পয়লা বৈশাখ এখনও পালন করেন। কিন্তু অতীতের সঙ্গে তুলনায় তা যেন নিয়মরক্ষা। কেন এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যেসব কারণের মুখোমুখি হতে হয়, তা মন খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আবার তাদের মেনে নেওয়াও কঠিন। তবু বলতে হবে। হিরণ্ময় শব্দ দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখার চেয়ে জেনে নেওয়া ভালো।

বাংলা পুস্তক পাঠ সম্পর্কে অনীহা, বেশ কয়েক বছর ধরে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাস থেকে জন্মেছে অনভ্যাস নামক ভয়ংকর রোগ। বই পড়ার অভ্যাসকে বিদায় জানাতে বাঙালির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়নি। পাঠকের ক্রমবর্ধমান অভাবে, পাড়ায় কিংবা অঞ্চলে অবস্থিত বহু লাইব্রেরির নিঃশব্দ অপমৃত্যু তার অন্যতম প্রমাণ। অনেকে সময়াভাবের দোহাই দেন। এর চেয়ে বাজে অজুহাত আর নেই। সব কাজ করার জন্যে সময় বরাদ্দ আছে, কেবল বই পড়া ও গ্রন্থাগারে যাওয়ার ব্যাপারে সময় তলানিতে চলে যায়! নিজের পড়ার তাগিদে বা উপহার দেওয়ার জন্যে, শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের কেউ দোকান থেকে বা বুক ফেয়ার থেকে বই কেনেন কিংবা আদৌ কেনেন না- এ সম্পর্কে সরকারি বা বেসরকারি স্তরে কোনও বছরওয়াড়ি সমীক্ষা হয় কি? আমার জানা নেই। সদস্য সংখ্যার অভাবে অথবা পুস্তকের অপ্রতুলতার জন্যে পাঠাগারগুলো বন্ধ হয়ে গেছে- একথা ভাবলে ভুল হবে। এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী আমাদের স্বভাব। সেইসঙ্গে সরকারি অব্যবস্থা এবং ঔদাসীন্য। দুর্ভাগ্য এই যে, শৈশবের মধ্যেও চারিয়ে গেছে এমন স্বভাব। মা-বাবা সন্তানকে টানতে টানতে গানের, নাচের, আবৃত্তির ক্লাসে অথবা আউটডোর-ইন্ডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পাড়ার আশপাশে অবস্থিত যেসব লাইব্রেরি প্রবল সংগ্রাম করে ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এখনও বেঁচে আছে, সেখানে ওই অভিভাবকরা ভুলেও, সপ্তাহে দু-তিন ঘণ্টার জন্যে বাচ্চাদের বাংলা শিশুসাহিত্য পড়াতে নিয়ে যান না। এর ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, অস্বীকার করছি না। তবে তা যৎসামান্য। হিসেবের মধ্যে আসে না।

বাংলা বইয়ের বিপুল পাঠযোগ্যতাকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার পেছনে একদিকে যদি থাকে বাঙালির আত্মঘাতী স্বভাব, তাহলে অপর দিকে আছে বিজ্ঞানের এক অসীম, অনন্ত অবদান। তার নাম কম্পিউটার। অখণ্ড বিশ্বকে সে তার সত্তার ভেতরে যেমন ঢুকিয়ে নিল, তেমনই বিভিন্ন যুগের অযুত-কোটি কাগজে ছাপা বইগুলো গ্রাস করল। কম্পিউটার তার অন্যতম উপাঙ্গ অ্যাপ-এ, পিডিএফ ফর্ম্যাটে নির্বিচারে তাদের সাজিয়ে রাখল। একটা আস্ত বই 'ই-বুক' নামে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এধার-ওধার ছাপার বদলে প্রতিটি পাতার স্বতন্ত্র ছবি। বইয়ের জন্যে কোনও আলমারি, শেলফ, ডিসপ্লে টেবিল বা চ্যানেলের দরকার নেই। চেয়ারে বসে কাঙ্ক্ষিত বইটি মনিটরে আনতে যেটুকু সময় লাগবে। বই-আগ্রাসন শুধু কম্পিউটারেই শেষ হয়ে গেল না। নানান ব্র্যান্ড 'ই-বুক' বিতরণে নামল। বই এলো মোবাইলে, ট্যাবলেটে, ল্যাপটপে। বইটি পড়ার জন্যে পেমেন্ট মিটিয়ে শুধু ডাউনলোড করার অপেক্ষা। কোনও কোনও বই আবার বিনে পয়সায় পড়া যায়। ফলে, ছাপার অক্ষরে কাগুজে বই তার অনেক শতাব্দীর গৌরব হারাতে শুরু করল। প্রায় পাঁচশো পঁচাত্তর বছর আগে ইউরোপে, ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে বই ছাপানোর শুভারম্ভ। ইংরেজি ও বাংলা হরফ মিশিয়ে বাংলা ছাপা বইয়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

সহজলভ্য, সংরক্ষণহীন 'ই-বুক'-এর আক্রমণে বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন। ছাপা বই ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। ক্রেতা নেই। আকাশের মতো বাজার ফাঁকা। সমীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন, উপন্যাস-গল্প-কবিতা ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী বইয়ের বিক্রি সবচেয়ে খারাপ। হাতেগোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে নবীন প্রজন্ম (ধরা যাক ২৫ থেকে ৪৫ বছর) পাঠকপ্রিয় হতে পারছেন না। তাঁদের নামের সঙ্গে পরিচিত নন, সেই জন্যে নবীনদের রচনার প্রতিও পাঠক অনাগ্রহী। ষাট-সত্তর থেকে বিশের দশক পর্যন্ত যাঁরা পাঠক টানতে পেরেছিলেন, তাঁরা এখনও কমবেশি টানছেন। কিন্তু একুশ থেকে খরার প্রাবল্য নাকি বেড়েই চলেছে। এই দুর্ভোগের কারণে ও বাঁচার তাগিদে, অনেক প্রকাশক ইতিমধ্যে সৃজনশীল লেখা ছাপানো বন্ধ করে দিয়ে, স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করছেন। কলেজ স্ট্রিটে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এই বিপরীত মেরুর ব্যবসায় লাভ আশাতীত। পাঠ্যপুস্তক বিক্রি এখন প্রকাশক ও বইবিক্রেতাদের কাছে সেরা অবলম্বন।

অবস্থা যদি এই পথে চালিত হয়, তা হলে কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস কি ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে? আজ্ঞে না। এই সমস্যার সমাধানের জন্য, বেশ কিছু মাঝারি ও ছোটখাটো প্রকাশক, একটা রফাসূত্র কয়েক বছর আগে বের করে ফেলেছিলেন। সূত্রটি এই, নিজের টাকায় নিজের বই ছাপুন। প্রকাশক হিসেবে আমার নাম থাকবে। আমি বইটি বিক্রির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব। কিন্তু সেটা দায়বদ্ধতা নয়। রয়্যালটি বলে কিছুই থাকবে না। কেননা ইনভেস্টমেন্ট, প্রফিট ও লস--তিনটেই আপনার। যশঃপ্রার্থীদের সামনে এখন এই একটি রাস্তাই খোলা আছে।

এই মুহূর্তে বাংলা বইয়ের ভবিষ্যৎ কি তাহলে এগিয়ে চলেছে এমন দুরবস্থার দিকে? দোলাচলে অবস্থিত এই জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া প্রায়ান্ধকারের মধ্যে, আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বড়মাপের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশক। সৎপথে উচ্চমান ও মধ্যমানের বই প্রকাশ করার কাজে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নীরবে তাঁরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন। কিন্তু বাংলা বই প্রকাশের একমাত্র দায়িত্ব তাঁদের নয়। অন্য প্রকাশকদেরও সোজা রাস্তায় দায় নেওয়া জরুরি। সবচেয়ে বড় দায় পাঠকদের। তাঁদের এখনই এগিয়ে আসতে হবে। মৃত্যুঘণ্টা বাজানোর জন্যে নয়, বাংলা বইকে বাঁচিয়ে রাখার শপথ নেওয়াই তাঁদের প্রধান কাজ।

ছোটগল্প

সতর্কবার্তা

বিপুল দাস

আঁকা : অভি

রাতে ঝড়ের দাপটে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি কালা ঘোষ। কাল বিকেলে আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠেছিল। আকাশজুড়ে যেন মারদাঙ্গা হয়েছে। মেঘের দল রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে। ওদের গর্ভে জল নয়, রক্ত ছিল। ওই মেঘ বর্ষণসম্ভব হলে পৃথিবীর মাটিতে জল নয়, রক্তের ধারাসার নামত। মেঘে মেঘে নিজেদের ভেতরেই ওরা উন্মত্তের মতো হানাহানি করে রক্ত ঝরিয়েছে। আকাশ তো নয়, যেন রণক্ষেত্র। দুই যুযুধান মেঘপার্টি জলের কথা ভুলে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল। নীচে কতদিনের জলহীন রুক্ষ পৃথিবীর কথা ভুলে গিয়েছিল ওরা। কালা ঘোষের মনে হয়েছিল রক্তগঙ্গা বইছে আকাশে। অলকানন্দার জলের রং পালটে গেছে। এ কোনও শুভ লক্ষণ নয়। অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকের ভেতরে বিপজ্জনক কেরোসিন গড়ায়। ভেতরে ভেতরে কালা ঘোষ দেশলাই, লাইটার এবং যাবতীয় আগুনের কথা জোর করে ভুলে যেতে চাইছিল। বৌবাচ্চা নিয়ে ঘরকরা সামান্য মানুষ সে, আগুনে তার বড় ভয়, উচ্ছন্নে যাওয়ার ভয়, পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণার ভয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ওই আগুন তার সামান্য জমির সামান্য ফসলের ওপর না নেমে আসে। ঝড়, বন্যা, আগুন তো আগে গরিবের দিকেই ধেয়ে আসে। ভগবানের যে কেন এমন বিচার, কে জানে।

চৈত্রের শেষ। বড় সড়ক থেকে একটা মেঠোপথ নেমে গেছে শিমুলতলির দিকে। ধুলোওড়া সে পথের দু'পাশে শুধু শিমুল নয়, অজস্র পলাশও ফুটে থাকে এ সময়। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় ওই পথের ওপর দিয়ে রয়েছে লাল শামিয়ানা। মাটিতে পড়ে থাকে অজস্র ফুল। হাট থেকে শিমুলতলিতে ফিরছিল কালা ঘোষ। তার কাঁধে বসে রয়েছে তিন বছরের ছেলে। ছেলের জন্যই কবিরাজি তেল আনতে গিয়েছিল। একেবারে কানু কবিরাজকেও দেখিয়ে এনেছে। ছেলেটার একটা হাত জন্ম থেকেই একটু বাঁকা। কানু কবিরাজের কাছে এসব নাকি জলভাত। সবাই বলত। কানু কবিরাজকে দেখিয়ে এনেছিল কালা। কবিরাজ গ্যারান্টি দিয়েছিল। ভিজিট আর তেলের দাম দিয়ে ভালোই খসেছিল কালা ঘোষের। তা যাক, ছেলেটা সুস্থ হলে তার যে আনন্দ হবে, শান্তি আসবে, তার তুলনায় এ সামান্য টাকা। ভবিষ্যতে ওই ডানহাত দিয়েই তো করেকম্মে খেতে হবে। চিকিৎসা করলে গোড়া থেকেই করা উচিত। দেরি হলে রোগ গেড়ে বসবে। তখন আর সারানোর পথ থাকবে না।

কালা ঘোষের ছেলের নাম সুদাম। প্রথম যে বার তাকে কাঁধে নিয়ে হাটে গিয়েছিল তার বাবা, হাট দেখে ভারী আমোদ পেয়েছিল সে। পৃথিবীতে এত লোকও আছে, আর তাদের সবার ডানহাত সোজা, কী আশ্চর্য! এত রঙের জামাকাপড় হয়। এত দোকান। মিষ্টির দোকানে তাকে চামচ দিয়ে কেটে রসগোল্লা খাইয়ে দিয়েছিল তার বাবা। তার পর থেকেই বাবার সঙ্গে হাটে যাওয়ার জন্য সে দস্তুরমতো প্রস্তুত হয়ে থাকত। মা বারণ করলে চিলচিৎকার জুড়ে দিত। এবার কালা ঘোষ তাকে স্বেচ্ছায় সঙ্গে নিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল নতুন বছরের জন্য বৌয়ের একটা শাড়ি আর সুদামের জন্য একটা সুন্দর জামা কিনে দেবে।

পথের মাঝে, দোকানের পাশে রঙিন কাপড় ঝুলছে, সেখানে কী সব লেখা। সুদাম অবাক হয়ে সেগুলো দেখছিল। তার বর্ণপরিচয় হলেও এখনও শব্দপরিচয় হয়নি। শব্দের পেছনে অর্থ থাকে– এখনও সে বোধ তার হয়নি। ফলে সে চৈত্র সেল এবং রিবেট ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু কে জানে কেন এসব দেখে তার নতুন এক ধরনের উত্তেজনা হচ্ছিল।

"ওগুলো কী বাবা?"

ফেস্টুনের দিকে ভালো হাতটা তুলে জিজ্ঞেস করল সুদাম। একটা দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসেছে ওরা। একটু বিশ্রামের দরকার ছিল কালার। সে একটা চা আর সুদামের জন্য নিমকির অর্ডার দিয়েছে। চা খেয়ে ধীরেসুস্থে একটা বিড়ি ধরাবে। ছেলের কথা শুনে ফেস্টুনগুলোর দিকে তাকাল। জামাকাপড়ের দোকানগুলোর সামনে চৈত্র সেলের বিজ্ঞাপন। ছাড় দেবার কথা। লাল, নীল ফুলের মতো অক্ষরগুলো ফুটে আছে। বাস ছাড়ছে। পাবলিক দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ছে। ঠিক যেন কাচপোকার পেছনে অবশ আরশোলা, ফুলের মধুর জন্য পাগল মৌমাছি। কালা ঘোষ এও জানতে পারল যে, শুধুমাত্র গোডাউন পরিষ্কার করার জন্য ক্ষতি স্বীকার করেও অনেকে অবিশ্বাস্য ছাড়ে মাল দিচ্ছে। সবচেয়ে বেশি যে দোকানে ছাড় দিচ্ছে, কালা সেখানেই যাবে। সুদামের জামা আর বৌয়ের শাড়ি কিনতে হবে। কাল পয়লা বৈশাখ। আজ চৈত্র সংক্রান্তি। সস্তায় কেনাকাটার শেষ সুযোগ। সুদামের মুখ থেকে নিমকির ভাঙা টুকরো মুছে দিল কালা। একটা কালো সুতোর বিড়ি টিপেটুপে উলটো দিকে ফুঁ দিয়ে সাফা করে নিল। জুত করে বিড়িটা খেয়ে বসাক স্টোর্সেই যাবে। অর্ধেক দামে মাল দিচ্ছে ওরা।

"আর একটু বড় হও। যখন পড়তে শিখবে, নিজেই বুঝতে পারবে।"

কেনাকাটা সেরে কালা ঘোষ ছেলেকে আবার কাঁধে তুলে নিল। শিমুলতলি নেহাত কাছে নয়। সে একা হলে হনহনিয়ে পার হতে বেশি সময় লাগত না তার। কিন্তু সুদামকে নিয়ে অত জোরে হাঁটা যাবে না। হাট পেরিয়ে মাঠের পথ ধরলেই উঁচুনীচু পথে পা এদিক-ওদিক হয়ে যায়। সাবধানে পা না ফেললেই শরীর টলে যায়। সে পড়ে পড়ুক, কিন্তু তার কাঁধ থেকে সুদাম যদি পড়ে... সেকথা ভাবতেই তার বুকের ভেতরে ভয়ে শিরশির করে উঠল। একেই তার ডানহাত খুঁতো, তার ওপর যদি আবার অন্য কোথাও চোট পায়। শিব শিব... বিড়বিড় করে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করল কালা ঘোষ। বাসু চক্রবর্তী বলেছে 'শিব' মানেই মঙ্গল। অশুভ কথা, অমঙ্গলের কথা মনে উদয় হলেই ওই নাম নিতে হয়। সব বিপদ কেটে যায়। বুকে বলভরসা আসে।

বাজারের পথের শেষের দিকে পথের ওপর ছিটকাপড়ের দোকান। সেসব পেরিয়ে চিঁড়ে, মুড়ি, খই, গুড়, বাতাসার দোকান। মনে পড়ল বৌ বলেছিল বাতাসা আর নকুলদানা নিতে। ছেলেকে নামিয়ে বাতাসা আর নকুলদানা নিল কালা। ঘরে ঠাকুরের আসন পেতেছে তার বৌ। রোজ জলবাতাসা দেয়। কালা ঘোষের ওদিকে আগ্রহ নেই। তার জন্য একটা

> **বৃষ্টির দাপট বাড়তে শুরু করলে চিন্তায় পড়ে গেল কালা। তার ঘরের ছাউনির অবস্থা ভালো নয়। ভেবেছিল এবার বর্ষার আগে নতুন করে ছাইবে। পাকাছাদ তো দূরের কথা, নতুন টিন বসানোর অবস্থাও তার এখন নেই।**

শিবঠাকুরের ক্যালেন্ডার কাচবাঁধাই করে নিয়েছে সে। বেশ বড়। কোথাও বেরোবার আগে 'জয় শম্ভু' বলে প্রণাম করে বেরোয়। একটা বাতাসা সুদামের হাতে দিল কালা। ওটা নিয়ে কিছুক্ষণ শান্ত থাকবে ছেলে, নইলে অনবরত তার জিজ্ঞাসা। এটা কী, ওটা কী। অফুরন্ত তার কৌতূহল। উত্তর দিতে দিতে জেরবার হয়ে যায় কালা ঘোষ। দু'একসময় ধমকও দেয়। চৈত্র সেল লেখা ফেস্টুনগুলো গরম বাতাসে দোল খায়। পাবলিক রিবেটের হিসেবের দিকে লোভী চোখে তাকায়। দোনামনা করে, শেষে একটা দোকানে ঢুকে পড়ে।

দুই

রঘুর সারের দোকান পার হওয়ার পর বাজার শেষ। তারপর পথের পাশে ছোটবড় গাছপালা, ঝোপজঙ্গল। তার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে দোকান। সারাদিন শুনসান থাকে, সন্ধের পর দু'চারজন করে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দোকানের চালাঘরে ঢুকে পড়ে। এসব দোকানে বেশি পাওয়ারের বিজলি বাতি জ্বলে না। টিমটিম করে হলদে আলো জ্বলে। দোকানের ঝাঁপ আধেক খোলা, আধেক বন্ধ। তাতেই যেন ওইসব দোকানের দিকে পাবলিকের টান বেশি আসে। পুরো খোলা থাকলে রহস্য থাকে না। আর, এই দোকানগুলোর পেছন দিয়ে একটা সরু পায়েচলা পথের ইশারা রয়েছে। সেটা ধরে একটু এগোলেই কয়েকটা খাপরার ঘর রয়েছে। কালা জানে ওদিকটায় খারাপ মেয়েরা থাকে।

এসব পেরিয়ে সে শিমুলতলির দিকে যাওয়ার মেঠোপথে পা দিল। বছরের শেষ দিন, বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাদ একটা ধুলোর ঝড় ওঠে এ সময়ে। গরম বাতাসের ঘূর্ণিতে ওড়ে প্লাস্টিক, ছেঁড়াকাগজের টুকরো, শুকনো পাতা। নদীর পাড় থেকে বালি উড়ে আসে। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর কালা ঘোষের মনে হল সুদামের মাথায় বোধহয় চড়া রোদ লাগছে। একটা গাছের নীচে দাঁড়াল কালা। তার নিজের জামা খুলে ছেলের মাথায় পেঁচিয়ে দিল। অবাক হয়ে দেখল তার গেরুয়া রঙের জামার পাগড়ি দিয়ে সুদামকে যেন ছোটবেলার বিবেকানন্দ মনে হচ্ছে।

একটু পা চালাতেই দেখল আর চড়া রোদ নেই, বেশ ছায়া পড়েছে মাঠঘাট, গাছপালাজুড়ে। অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকাল কালা। কী আশ্চর্য, এই ছিল গনগনে চাঁদি-ফাটানো আগুনের তাপ। যেন আকাশের গোলা থেকে আগুনের ধারা নেমে আসছে। আবার, এই হয়ে গেল ঠান্ডা-ঠান্ডা ছায়া। কিন্তু এ কেমন মেঘ সারা আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর, বিকেলের এমন রঙিন আলো দেখে তার বুক কেঁপে উঠল কেন। শুধু পশ্চিম নয়, সারা আকাশজুড়েই লাল মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে। টকটকে লাল। টাটকা রক্তের মতো ঘন লাল। আলতাফের আলের ওপর যেমন পড়েছিল যুধিষ্ঠির মণ্ডল। গলার নলি দো-ফাঁক। ঘন লাল রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিল জমির কাদা। আকাশও যেন রক্তপিণ্ডের মেঘ নিয়ে ছড়িয়ে আছে। পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের জমির দখল নিয়ে খুনোখুনি হয়েছে মেঘে মেঘে। জল নয়, মেঘের পেটে পেটে থকথকে রক্ত রয়েছে। জয় শিবো শম্ভু। রক্ষে করো বাবা। তোমার এই চেহারা দেখলে বড় ভয় করে। শান্ত হও বাবা ভদ্দেশ্বরো শিবো মহাদেব।

জোরে পা চালাল কালা। মাথার ওপর এরকম রক্তবর্ণ মেঘ নিয়ে হাঁটতেও ভয় করে। সূর্যের এতক্ষণে আরও পশ্চিমে নেমে যাওয়ার কথা। চারপাশে তাকিয়ে কালা ঘোষ দেখল খুনখারাবি রঙের আবিরগোলা জল কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে দু'পাশের খেতে, দূরের গাছপালায়, ঘরবাড়ির ওপরে। মনে হয় যেন উচ্ছন্নে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সর্বনাশের লক্ষণ এসব। হবেই তো। দুনিয়াজুড়ে যেভাবে মানুষ মানুষের পিঠে ছুরি মারছে, গলায় কোপ বসাচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, বাচ্চা বাচ্চা মেয়ের রক্তমাংস পশুর মতো খাচ্ছে- বাবা মহেশ্বর আর কতকাল পুকুরের শীতল জলে পাটের ঠাকুর হয়ে রইবেন। আর, তিনি যদি রেগে যান, তবে যে কী ভয়ানক দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হবে, সে তো দুনিয়ার সবাই জানে।

"সুদাম, ভয় করছে না তো?"

"না তো। কী সুন্দর আলো।"

"তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে হবে, ঝড় আসতে পারে। দেখছিস না গাছের ডাল, নারকেল, সুপারি গাছগুলো কেমন জোরে জোরে দুলছে।"

"বাবা, বাড়ি গিয়ে একবার নতুন জামাটা পরব?"

"হ্যাঁ, পরিস। এখন চুপ কর।"

কালা ঘোষ মুখ তুলে একবার সমস্ত আকাশটা দেখল। অন্যান্য দিক কালচে হয়ে এসেছে, শুধু পশ্চিমের আকাশ এখনও কালচে-লাল। পশ্চিমের রণাঙ্গন এখনও শান্ত হয়নি। আজ রাতে ভয়ংকর দুর্যোগ শুরু হবে। চাষাভুসো মানুষ কালা ঘোষ তার অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝল। কালভৈরব আজ খেপে উঠবে। কে জানে কোথায় কোন অনাচার হয়েছে। কাঁধের ওপর বসা সুদামকে ভালো করে আঁকড়ে ধরল কালা। বেগুনি রঙের গাছের শিকড়বাকড় নেমে এল আকাশ চিরে। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল বিকট শব্দে। বাতাসে বারুদ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

"ভয় নেই সুদাম। আমাদের কিছু হবে না। এই তো বাড়ি এসে গেছি। আর পাঁচ মিনিট। শক্ত করে ধরে থাক আমাকে।"

তিন

বৃষ্টির দাপট বাড়তে শুরু করলে চিন্তায় পড়ে গেল কালা। তার ঘরের ছাউনির অবস্থা ভালো নয়। ভেবেছিল এবার বর্ষার আগে নতুন করে ছাইবে। পাকাছাদ তো দূরের কথা, নতুন টিন বসানোর অবস্থাও তার এখন নেই। সামান্য কিছু ধানিজমি আর শাকসবজি ফলিয়ে হাটে নিয়ে যায়। কোনওমতে চলে যায়। আর একটা শখ আছে তার। মাছ ধরার শখ। শুখার মরশুমে সে তার ঘরের সামনে সজনে গাছের নীচে বসে জাল বোনে। গাবের আঠা দিয়ে সুতো মেজে পোক্ত করে। জালকাঠি লাগায়। তারপর নদী, খাল, বিল চষে জাল মারে। ছোট মাছই বেশি। বড় মাছ দৈবাৎ ধরা পড়ে। ছোট মাছে খালুই কোনও দিন উপচে উঠলে হাটে নিয়ে যায়। বড় মাছ পেলেও। বর্ষা আসার আগেই কালা তার হাতজালের ছেঁড়াফাটা সারিয়ে নেয়।

রাতে শোয়ার আগে তার বৌ অভিজ্ঞতাবশত সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে বালতি, মগ, হাঁড়ি, কলসি পেতে রেখেছিল। আজ নিশ্চয় ঢালবে। আকাশের যা অবস্থা, ছাউনির ভেতর দিয়ে জল আসবেই। তখন তাড়াহুড়ো করতে হবে। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি নেমেছে। এদিকে এখনই ছুটে আসবে।

ভাবতে ভাবতেই শোঁ শোঁ একটা দমকা বাতাস এল। সঙ্গে হাজার ঘোড়ার পায়ের শব্দে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। বৃষ্টির দাপট ক্রমে বাড়ছে দেখে চিন্তায় পড়ে গেল কালা। এর মাঝেই বিছানায় জল পড়তে শুরু করেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখল ঠিক সুদামের মাথার ওপর ছাউনি সরে গেছে, হয়তো বাতাসে উড়েই গেছে। এখনই ভিজে যাবে তার ছেলে।

"পাগলের মতো কী করো তুমি? ঠাকুরদেবতা নিয়া তামসা...।"

বৌয়ের কথা তার কানেই গেল না। কালা ঘোষ দু'ফুট বাই দেড় ফুটের কাচবাঁধানো মহেশ্বর বগলে নিয়ে খাটে দাঁড়িয়ে ছাউনির বাতার নীচে গুঁজে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দুর্যোগ থামলে না হয় একবার প্রণাম করে নেবে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

১) বিপর্ণিকা সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট।

২) রাইমা সরকার, দশম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

৩) তীর্থদীপ মৈত্র, নবম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, রানিডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

৪) অমৃতা অধিকারী, ষষ্ঠ শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

৫) সমীর সরকার, অষ্টম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ফুটপাথে অসংখ্য যিশুর ছবির মাঝে উঁকি মারছে কিশোরী মুখ। রোমানিয়ার বুখারেস্টে। সৌজন্য - দ্য গার্ডিয়ান

কবিতা

প্রেতপুরী
সোমা দাশ

একে একে নিভছে আলো।
গলিটার শেষ প্রান্তে এক বিরাট প্রাসাদ,
পোষা চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বলে।
ভঙ্গুর অস্তিত্ব নিয়ে পাড়ি দিয়েছি এই পথে,
প্রাসাদে যে করেই হোক পৌঁছোতে হবে।
সেখানে বিক্রি হচ্ছে স্বপ্ন...
দাম বেশি নয়,
নিজের আত্মাটুকু শুধু বিকিয়ে দিলেই হয়।
অন্ধগলির পঙ্কিল আবর্তে শুধুই ঘুরে মরি।
মনে ক্লেদ,
গায়ে চকচকে পোশাক।
হাঁটতে হাঁটতে গ্রাস করি
যত পূতিগন্ধময় আবর্জনা।
শেষমেশ, প্রাসাদের প্রহরী প্রেত
মিষ্টি হেসে আমাকে স্বাগত জানায়।

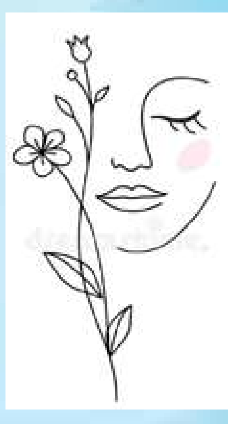

নীরব দর্শক চুপ!
পিয়ালী দাস দে

মুহুর্মুহু ধ্বংসলীলা, আকাশে হত্যাকারীদের কলরব,
ভূগর্ভ অগ্নি লাভা, অর্ধভগ্ন, সম্পূর্ণ ভগ্ন, সব নীরব দর্শক।
চিৎকার, অভিমান, রাগ, সব মুছে গেছে,
শুধু পড়ে আছে ভয়, শুধু ভয়, চোখের জল শুকিয়েছে।
আপন, পর কেই বা কার?
নিজেরে বাঁচাই শুধু হাহাকার।
দূরে, কাছে কেই বা আছে?
সব বয়ে চলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা গোগ্রাসে।
এই চুপ চুপ, শব্দ নয়,
মা... ওমা... বড্ড খিদে পায়।
ওরে কীসের খিদে, আগে প্রাণ তো....
বিকট আওয়াজ,
হায়, আল্লাহ হায়!

ঝাঁপ
তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ

জলের মরিয়া স্রোত নেমে আসে
ঢালু বেয়ে অন্ধকার খাদে
অপরিবর্তনীয় পথে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।

অচল আকাশ দেখে, তার
নক্ষত্রের হার একদিন সে
গলায় পরেছে।
অনড় বৃক্ষরা জানে
একদিন স্থির ছায়া পড়েছিল
সর্ব অঙ্গে, সীমন্তিনী নারী
ঘাটের তুচ্ছাতিতুচ্ছ গল্পে খুশি।

নিয়তির কালো খাদে
নদীটি স্বেচ্ছায় নামে একদিন,
প্রতিস্পর্ধী
অক্ষয়, অব্যয় জীবনের।

বিবেক প্রপঞ্চ
সুকুমার সরকার

বৈশাখে নবপঞ্জিকা হাতে ছুটছেন পুরোহিত
সমুদ্রের ঢেউ আর আকাশের নক্ষত্র গুনে
এই একুশ শতকেও তিনি লিখবেন ভাগ্যরেখা;
বৃথাই আমাদের মঙ্গলে পাড়ি দেওয়া বিবেক প্রপঞ্চ!

তালপাতার বাঁশি, মেলা বসেছে নদীর ধারে
গামছা বাঁধা সুখ, কিছু কিছু দৃশ্যের বদল ঘটেনি আজও।
কবি বলেন, যার যার শৈশব তার তার নিজের কাছে
পিছনে ফেলে আসা জীবন আর দূরের ওই বাঁশির সুর
কবিতা দিয়েই দু'পাড়ের সাঁকো গড়েন তিনি।
মহাজীবন আর মহাকাব্য তো একই সরগমে বাঁধা
এ যুগে মহাকাব্য লিখতে বসে কোনও ভুল করেননি কবি
তবু কেন নির্জন দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল তাঁকে!
বিবেক প্রপঞ্চ এখনও কি জাগেনি আমাদের?

বৈশাখ তো চুপিসারে আসে না --
আম্রমুকুল, শিমুল-পলাশ, চৈত্রের চড়কমেলা,
প্রকৃতি আর মনের মধ্যে প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়;
ভাগ্যগণনার পুরোহিত যদি সেসব দেখেও না দেখেন
নবজীবনের হালখাতায় তিনি কী লিখবেন ধারাপাত?

আমি তো বসে আছি একটি একুশ শতকের মহাকাব্য লিখব বলে!

অসহযোগ
শর্মিষ্ঠা ঘোষ

অসহযোগের দু'রকম ব্যাখ্যা হয়
হয় বসবাস সংক্রান্ত নয় মানুষ
মানুষ তো এমনি এমনিই কম
বসবাস ফাঁকা শরীরী কারিকুরিহীন
উদ্বায়ী চেষ্টায় টুকিটাকি সাজানো-গোছানো
তায় বিতৃষ্ণা চিল কাক তাড়ানো
চারটেই চোখ থাকে বাড়ির ভেতর
দুটো দুটো দেয়ালের পার
দুটো দুটো শীত গাছ ফুল পাতাহীন
পাহাড় নদী বন অ্যালবাম খুঁজে
খুঁটে খুঁটে ছবি হাহা হিহি ঝরনার জল
আকর্ণ ডুব হ্যাংগ্লাইডিং
সাপ না না পথ শেষে উলোঝুলো ঘুম
আবছা লাইনের ধারে অভিযোগ তির
আরও দূর আরও দূর কাচের মানুষ
বসবাস নাকি মানুষের গন্ধ শব্দ সুর
কাছে এক রূপকথা লেখা
আদর্শ সংসার পাতা জোড়া আহ্লাদ
তুলনায় কত কিছু হাতছানি মায়া
সেই ভালো আরও ঘন গল্পের টানে
এইসব মান্ডেন না বলা কথা
এক অরোরা বোরিয়ালিস
পালাতে পালাতে সাথে এলিয়ট যান
'বিটুইন দ্য কনসেপশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন
ফলস দ্য শ্যাডো'
শ্যাডো লাইন বরাবর আমাদের বাস।

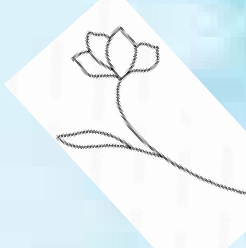

ছুটির পরে
তনুশ্রী পাল

এই বালি পাথরের পাহাড়
ধু-ধু ঘূর্ণি হাওয়ার শব্দ
কানে তালা লেগে যায়-
অসময়ে মনে পড়ে
বটের চারা গজানো মুখরা
দেওয়ালের গল্পগুলো-
ব্ল্যাকবোর্ড জুড়ে এঁকে ফেলেছি
অপ্রয়োজনের বৃত্ত
অর্থহীন এলোমেলো রেখা-

ছুটির পরে
নানাবিধ বিজ্ঞাপনে মগ্ন
আমার দৃষ্টিহীন চোখ
ক্রমে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে
শষ্পাবৃত মাঠ, আকাশ-চেরা অগ্নিরেখা
অশ্বরথ
রথের রশি-

বিষণ্ণ রাতের জ্যোৎস্না
হাবিবুর রহমান

বিষণ্ণ রাতের জ্যোৎস্না
আমার বুকের কাছে শুয়ে পড়ে
আমাকে ভালোবাসো শেখায়
যে ভালোবাসায় নক্ষত্রের আলো নেই
শ্রাবণের ঝমঝম বৃষ্টি নেই
কবিতার সব উপমা চোখের জল
শিমুল তুলোর বালিশ ভিজে যায়
আমিও পুড়তে পুড়তে আঁকড়ে ধরি
বিষণ্ণ রাতের জ্যোৎস্নাকে।

ভালো আছি
মধুমিতা দাস

আসলেই, এমন হাজার সম্পর্কে আজ মন কেমনের দিন,
স্বপ্নগুলো ভাঙছে কেবল, ভালো থাকাটাই বিলীন
'ভালো আছি'— এক নিছক কথা, বলার বলতে হয়
কেউ জানে না এর পেছনে এক আলোকবছর অশ্রুর ধারা বয়।
তাই আজ শুধু প্রশ্ন নয়, একটু বোঝার চেষ্টা করা
কারও হয়তো হাসির মাঝেও, দুঃখের মুখোশ পরা।
হয়তো প্রয়োজন তার আলতো সময়, একবার হাতটি ধরার,
এভাবেই না হয় চেষ্টা চালাই আশার সিঁড়ি গড়ার।
মনকে আমি বোঝাই শুধু , যেমন আছিস থাক
কিছু 'ভালো আছি'র উত্তরেতে, না হয় তাদের পাশে থাক।
মন দেওয়ালে পিঠ ঠেকলেও স্বপ্নগুলো বাঁচুক
মন খারাপের রোগটা যে আজ
বড্ড ছোঁয়াচে এক অসুখ।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

নাড়ু হাতেই বিগ্রহে মিলিয়ে যান নাড়ুগোপাল

পূর্বা সেনগুপ্ত

বর্ধমান জেলার বৈষ্ণব তীর্থ বলতে কাটোয়া, কালনা ও শ্রীখণ্ডের নাম মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। আজ আমাদের আলোচনার কেন্দ্র বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাঠ শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ড বলতে আমার কাছে শুধু একটি বৈষ্ণব তীর্থ নয়। শ্রীখণ্ড আমার কাছে আরও অনেক কিছু, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ছোট থেকে জানতাম, আমাদের দেশ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবী হওয়ার কারণে আমার ঠাকুমা ও ঠাকুরদাদা মেদিনীপুরের তমলুকে চলে আসেন। সেখানেই আমার বাবার জন্ম। বাবা কোনও দিনও পূর্ববঙ্গ দেখেননি, আমার জেঠু, পিসিদের কিছু স্মৃতি ছিল।

ফরিদপুরের মূল পরিবার থেকে অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে পরিবারের ইতিহাস আমার কাছে কিছুটা অস্পষ্ট, আমার যদিও বা আছে অন্য ভাইবোনদের ততটুকুও নেই। মূলস্রোতের সঙ্গে আমার পরিচয় হল আমার বাংলাদেশ যাওয়ার সুবাদে। ধীরে পরিবারের ইতিহাস আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, যখন আমার জ্ঞাতি কাকা বা নতুন কাকা পবিত্র সেনগুপ্তের কাছাকাছি হলাম। নতুন কাকা দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। তিনি 'উত্তরপুরুষ' নামে দুটি খণ্ডের গ্রন্থে পূর্বপুরুষদের ভিটের বর্ণনা দিয়েছেন।

এতদিন আমি শুনেছি আমরা শাক্ত। সেই অনুযায়ী আমাদের পরিবারের আচার-আচরণ রীতিনীতি। কিন্তু মূলেও কি আমরা তাই-ই ছিলাম? কারণ আমাদের সাতপুরুষেরও বেশ আগে আমাদের বাসস্থান ছিল বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে। যেখানে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ নরহরি সরকার বাস করতেন। বহুদিন ধরে শুনেছি, আমার পূর্বপুরুষ রাজবৈদ্য ছিলেন। কিন্তু এই তথ্যের প্রমাণস্বরূপ কিছু পাইনি। শোনা যায়, শ্রীখণ্ড অঞ্চলে একবার ধর্মীয় দাঙ্গা হয়। তার পরে কালিকাপ্রসাদ সেনগুপ্ত শ্রীখণ্ড ত্যাগ করে ফরিদপুরে চলে যান। তিনিই আমাদের বংশধারার প্রধান পুরুষ। কিন্তু শ্রীখণ্ডের ইতিহাসে কোনও দাঙ্গার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে কালিকাপ্রসাদের সময়কাল অনুযায়ী একেবারেই নয়। তবে প্রকৃত ইতিহাসের গতি কী? আমরা এই প্রবন্ধে পরিবারের মধ্যে গুঞ্জরিত হওয়া ছিন্নভিন্ন কথার মালার সঙ্গে নরহরি সরকারের গৃহদেবতার ইতিহাস এবং শ্রীচৈতন্য পার্ষদরূপে তাঁর অবস্থানটিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

গৃহদেবতার ইতিহাস যেন হঠাৎ দেখা কোনও জগৎ। আমরা গৃহদেবতার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে যখনই কোনও গৃহের সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেছি, তখনই হয় কিছু এলোমেলো তথ্য পেয়েছি, যা কিছুটা কল্পিত, কিছুটা সত্যরূপে ধরা দেয়। কারণ ইতিহাস রচনার ধারাটি আমাদের অজ্ঞাত। দ্বিতীয়ত, 'আমরা খুব বেশি জানি' - এই ধারণায় অন্যের কাছে নিজ গৃহদেবতার কাহিনী বর্ণনায় চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ করে থাকি! তারপর 'তিনি আমাদের সব! তিনি খুব জাগ্রত! তিনি যেন কথা বলেন!' এই সব আবেগতাড়িত বক্তব্য উঠে আসে। কিন্তু এই আবেগ কোনও ইতিহাসের অঙ্গ হতে পারে না। ভগিনী নিবেদিতা একবার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন, আমাদের কুলের ইতিহাসের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করছে আমাদের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। তাই সম্পূর্ণ জাতীয় ইতিহাস জানতে গেলে বিভিন্ন বংশের ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিবারের ইতিহাসের সঙ্গে জাতীয় ইতিহাসকে সংযুক্ত করার পদ্ধতি একজন গবেষকই জানেন। তাই তাঁর কাছে মন খুলে কথা বললে আখেরে পরিবারগুলিরই লাভ। কারণ এর ফলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করবেন না, জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হবেন নিবিড়ভাবে।

সমাজ হল, এমন এক অস্তিত্ব যা মানুষ তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু মানবমনের ধারাকে পরিচালিত করে সামাজিক প্রবণতা– এ তথ্য অস্বীকার করা সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সম্ভব নয়। আবার দেখেছি অনেক সময় অনেকেই পারিবারিক ইতিহাস বলছেন বটে, কোনওমতেই বিগ্রহের ফোটো দেখাতে বা তুলতে দিতে রাজি নন। রাজ পরিবার বা জমিদারদের পূজিত বিগ্রহগুলিতে এই মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ যে দুর্মূল্য প্রাচীন গয়না তাঁদের অঙ্গে থাকে বা বিগ্রহটিই অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু নির্মিত। সেটি প্রকাশ করলে তা অসাধু মানুষের নজরে চলে আসার ভয় আছে। এইভাবে বিখ্যাত মূর্তির গা থেকে গয়না, কখনও বা স্বয়ং মূর্তিই অন্তর্হিত হয়েছেন বারবার।

এইভাবে চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় পরিবারের সদস্যদের ভীত করে। সেই কারণে তাঁরা ফোটো দিতে অস্বীকার করেন। অনেক গৃহদেবতার সঙ্গে থাকে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। সেগুলি দেখতে পাওয়াও সম্ভব হয় না সহজে। এখানে দুটি দিক চিন্তনীয়, কোনও বিষয়ই চিরকালীন নয়। একদিন না একদিন তার ধ্বংস অনিবার্য! যদি তা গবেষকের দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্যরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তার গৌরব কিন্তু চিরকালীন তথ্যে আবদ্ধ থাকবে। তবে এও সত্য এই জাতীয় সম্পদগুলিকে রক্ষার দিকে আমাদের সরকারিভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এটি জানতে হবে, প্রাচীনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে নবীন। ইতিহাস তাই অমূল্য, গৃহদেবতার মহিমা কেবল গৃহে আবদ্ধ নয়, তা জগৎ পরিব্যাপ্ত এক অস্তিত্ব। তাই আজ গৃহদেবতার অন্বেষণে আবার আমরা ফিরে যাব বর্ধমানের শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে।

পর্ব - ৪১

বৈদ্যজাতি অধ্যুষিত শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের (১৪৪৮-১৫৮২) জন্ম হয় এক বৈদ্য পরিবারেই। তখন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর শুরু। নরহরি সরকার ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যন্ত বুতপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত 'ভক্তিচন্দ্রিকা পাটল' 'কৃষ্ণভজনামৃত', 'ভক্তমরিষ্টক' ইত্যাদি গ্রন্থ বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নরহরি সামান্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। বলা হয় ব্রজের লীলায় যিনি মধুমতী নামে কৃষ্ণ সখী ছিলেন তিনিই গৌড় লীলায় নরহরি রূপ ধারণ করেছেন। কৃষ্ণ সখীর অবতরণ হয়েছে গৌড়ীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের ভবনে তাঁর ভজন কুঠীর এখনও দেখা যায়। যার উপরে লেখা আছে ,

'মধুমতী নামে সখী ছিল বৃন্দাবনে।
নরহরি নাম হল গৌড় ভক্তগণে।।

যে দর্শন 'গৌরাঙ্গ বাদ' নামে পরিচিত নরহরি তারই ধারক ছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যকে বলা হয় 'নাগর' আর সকলে 'নাগরী'। অর্থাৎ পুরুষ প্রেমাস্পদ আর সকলে তাঁর প্রেয়সী। নরহরি সরকার এই 'নাগরবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন। চৈতন্য পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্যলীলা মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, একটি নবদ্বীপের ভাব, অন্যটি বৃন্দাবনের ভাব। নবদ্বীপ মূলত নরহরি সরকারের প্রদর্শিত ভাব অনুযায়ী পরিচালিত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে অত্যন্ত বুতপত্তিসম্পন্ন নরহরি সরকার শুধু নিজে গ্রন্থ রচনা করেননি। তাঁর শিষ্য লোচন দাস এই শ্রীখণ্ডে বসেই 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হন।

নরহরি সরকারের জন্ম ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণদেব সরকার। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দদেব সরকার ছিলেন গৌড় রাজ্যের পাঠান রাজার রাজবৈদ্য আমরা জানি যে স্থানে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন সেই স্থানকে বলা হয় 'শ্রীধাম'। আর যে স্থানে ভগবানের অবতারের পার্ষদদের জন্ম ও লীলা, সেই স্থানটিকে 'শ্রীপাট' নামে চিহ্নিত করা হয়। নরহরি সরকারের জন্মস্থান 'শ্রীপাট শ্রীখণ্ড' কেবল তাঁর লীলাস্থান নয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পাঁচজন পার্ষদের বা পঞ্চসখার লীলাস্থল রূপে চিহ্নিত ও বন্দিত। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে,

'খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন'।।
এই সব মহাশাখা- চৈতন্য কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান।। (চৈঃ চঃ , আদি , ১০/৭৮-৭৯)

আমরা নরহরি দাস বা অন্য পাঁচজনের সঙ্গে নদিয়ার গোরা রায়ের লীলা বর্ণনা করব না। আমরা সেই লীলাকে পাশে রেখে নরহরি দাসের ভ্রাতা মুকুন্দদেবের পুত্র রঘুনন্দনের সঙ্গে গৃহদেবতা গোবিন্দের লীলাকে বেশি প্রাধান্য দেব। এ প্রসঙ্গে আমরা যে কাহিনীর বর্ণনা করব সেই কাহিনী বাংলার বহু গোপাল মন্দিরে, বহু স্থানে বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটি ঘটেছিল এই শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে। মুকুন্দদেব ছিলেন স্বনামধন্য কবিরাজ। তিনি কবিরাজ রূপে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে দুরারোগ্য রোগীরা তাঁর কাছে চিকিৎসা করতে উপস্থিত হত। প্রতিদিন গৃহদেবতা গোপীনাথের পুজো সেবা করে চিকিৎসা করতে বসতেন। শোনা যায় একদিন তিনি স্নান সমাপনে গোপীনাথের পুজোর জন্য তৈরি হচ্ছেন এমন সময় পার্শ্ববর্তী কোনও গ্রাম থেকে একটি ছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে তার কাছে উপস্থিত হল, 'কবিরাজ মশাই, আমার বাবা খুব অসুস্থ, মরণাপন্ন অবস্থা। আপনি এক্ষুনি চলুন।' মুকুন্দদেব পুজো করেই রোগী দেখতে যাবেন এমন কথা বললেও সেই ছেলেটি জানালেন ক্ষণমাত্র দেরি হলে তাঁর পিতাকে বাঁচানো আর সম্ভব হবে না। একথা শুনে তিনি স্ত্রীকে কিছু নাড়ু বা ভিন্নমতে দুধের ছাঁচি দিয়ে গোপীনাথের সেবা দিতে বললেন আর জানালেন সেদিন যেন পুত্র রঘুনাথ বা রঘুনন্দন বিগ্রহের সেবাদান করে। সেবাতে যেন ত্রুটি না হয়। যে রঘুনাথ চৈতন্য পার্ষদ, মাত্র ছয় বছর বয়স যখন, তখন চৈতন্য পার্ষদ অভিরাম গোস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন! তিনি কি সামান্যভাবে সেবা দেবেন? বালক তো কী হয়েছে, মায়ের দেওয়া নাড়ু নিয়ে তিনি গোপীনাথের সম্মুখে উপস্থিত হলেন রঘুনন্দন। তারপর বিগ্রহের সম্মুখে নাড়ু রেখে গোপীনাথকে অনুরোধ করতে শুরু করলেন, 'এস ঠাকুর, মা নাড়ু করে দিয়েছেন তোমার জন্য। তুমি খেয়ে নাও।'

সেই ছোট্ট গোপীনাথের দুষ্টু মুখের মূর্তি। তিনি মূর্তির মধ্যে থেকেই মনে মনে হাসেন। আর এদিকে রঘুনন্দনও প্রাণপণে অনুরোধ করে চলেছেন। তিনিও ছোট্ট বালক। একদম স্থির জানে পিতা প্রতিদিন গোপীনাথকে যা প্রদান করেন গোপীনাথ দেহ ধারণ করে তা গ্রহণ করেন। তাই ডেকে চলেছেন, 'এস ঠাকুর! খেয়ে যাও!' কিন্তু মূর্তি স্থির। অনেক অনুরোধের পরও যখন মূর্তি এতটুকু নড়েচড়ে না তখন হাতের কাছে দরজায় খিল দেওয়ার হুড়কো ছিল, সেটাকেই তুলে নিলেন রঘুনন্দন। তখন স্বয়ং গোপীনাথ বিগ্রহের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। এবার জ্যান্ত গোপীনাথ ভালো করে নাড়ু খেয়ে, দু'একটা রঘুনন্দনের মুখে তুলে দিয়ে আবার দিব্য বিগ্রহে সেঁধিয়ে গেলেন।

এদিকে মুকুন্দদেব রোগী দেখে ঘরে ফিরলেন। সেদিন পুজো দিতে অক্ষম হয়েছেন, তাই বিগ্রহের প্রসাদ গ্রহণ করে দিনের উপবাস ভঙ্গ করবেন। কিন্তু রঘুনন্দনকে 'প্রসাদ কই' জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর আসে, 'কেন? গোপীনাথ সবটা খেয়েছেন যে! আমাকেও দিয়েছেন দু'একটা। আমিও তাঁর মুখে তুলে দিয়েছি। ভালো করে সেবা দিয়েছি!' মুকুন্দদেব আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন! এ কী বলে রঘুনন্দন? বোধহয় নিজেই প্রসাদের সবটুকু খেয়ে নিয়েছে! যত হোক বালক তো! সেদিন আর কিছুই বলেন না মুকুন্দদেব! মনের মধ্যে কেমন যেন সন্দেহ হয়! রঘুনন্দন যেভাবে বর্ণনা দিচ্ছে তাতে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা যাচ্ছে না! কিন্তু যা বলছে তা কি সম্ভব? সেইদিন কেটে যায়। পরদিন সকালে উঠে মুকুন্দদেব স্ত্রীকে বলেন, 'আজও রঘু বিগ্রহের সেবা দিক! তুমি সব ব্যবস্থা করে দিও'। মুকুন্দদেবের কথামতো সব ব্যবস্থা হল। রঘুনন্দন মায়ের দেওয়া নাড়ু নিয়ে মন্দিরে সেবা দিতে উপস্থিত হলেন। পুজো, নিবেদন সম্পন্ন করে আগের দিনের মতো গোপীনাথকে ডাকেন রঘুনন্দন, 'গোপীনাথ, আজও আমি তোমায় সেবা দিতে এসেছি! তুমি এসে খেয়ে যাও'।

রঘুনন্দনের ডাকে বিগ্রহ থেকে জীবন্ত অস্তিত্ব নিয়ে দৃশ্যমান হলেন নাড়ুগোপাল! এবার চলল নাড়ু খাওয়া, একবার দেবতা নিজে খান, ক্ষণমুহূর্ত পরে রঘুনন্দনের মুখে তুলে দেন। দুই সরল শিশুর মধ্যে এই খেলা জমে ওঠে। কিন্তু দরজা ফাঁক করে আজ পিতা মুকুন্দদেব এই লীলা প্রত্যক্ষ করছেন তার আভাস রঘুনন্দন বিন্দুমাত্র পাননি। যতক্ষণ মুকুন্দদেব দিব্যদৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গর্ভগৃহের মধ্যে পড়ে না যান ততক্ষণ দিব্যলীলা চলতে থাকে। যেই মুকুন্দদেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে টের পেয়ে যান গোপীনাথ, তখনই হাতে অর্ধেক নাড়ু নিয়েই বিগ্রহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হন। সেই থেকে গোপীনাথ হয়ে ওঠেন নাড়ুগোপাল গোপীনাথ। যেহেতু এই বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য বা গৌড়চন্দ্রের লীলা আস্বাদন করেছেন তাই তিনি 'গৌড়-গোপীনাথ' নামে পরিচিত।

চালে সেরা দশ

অবাক হবেন খবরটা শুনে। বিশ্বে চাল উৎপাদনে প্রথম দশটি দেশের মধ্যে প্রথম ৯ দেশ এশিয়ার। বিশ্বে কৃষি সমীক্ষার একটা তালিকাই সেটা বলে দেবে। চাল উৎপাদনে প্রথম দশটির মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার একটা দেশও নেই। প্রথম ৯টি দেশ এরকম-- চিন, ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, পাকিস্তান। দশ নম্বরে ব্রাজিল।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

রাশিয়ায় বাংলাদেশি সেনা

বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ এখন রাশিয়ায়। কী করছেন সেখানে? খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিজের ছেলেদের। তরুণরা রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে যুদ্ধে নেমেছিলেন। এখন আর তাঁদের খুঁজে পাচ্ছেন না কেউ। আর বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণের অভিযোগ, এভাবে যে লড়তে হবে, ভাবেননি কখনও। তাঁরা প্রতারিত। দিনকয়েক আগে যুদ্ধে এক বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর এসেছে।

উদাহরণ

ক্লাস সেভেনে বিয়ে হয়েছিল। বয়স তখন ১৩। পথ দুর্ঘটনায় স্বামীহারা ২৬'এ। দুই সন্তান নিয়ে দিশেহারা। মহারাষ্ট্রের বীড় জেলায় অনীতা কাম্বলে বাঁচার পথ দেখালেন অন্য সিঙ্গল মাদারদের। নিজে তো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হলেনই, অন্যদেরও উচ্চশিক্ষায় টেনে আনলেন। সংস্থা বানিয়ে কাজের সন্ধান দিলেন অন্তত ৭০ হাজার তরুণীকে।

ব্যাটার ধোনিকে ‘কটাক্ষ’ বীরুর

জিততে হলে ঝুঁকি নাও, মাহিদের পরামর্শ ক্লার্কের

চেন্নাই, ১২ এপ্রিল : কাউকে নকল করব না।

চেন্নাই সুপার কিংস তাদের চেনা মেজাজেই খেলবে। পাওয়ার প্লে-তে রানের গতি বাড়ানো অগ্রাধিকার পেলেও চার-ছক্কার ফুলঝুরি আশা না করাই ভালো। কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে জঘন্য হারের পর মহেন্দ্র সিং ধোনির সাফাই নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তনদের অনেকেই। মাইকেল ক্লার্কের পরামর্শ, জিততে হলে খেলার ধরন বদলাতে হবে চেন্নাই সুপার কিংসকে।

প্রথমবার একটানা ৫ ম্যাচ হারের লজ্জাজনক ছবিটা বদলাতে ঝুঁকি নিতে হবে। নাহলে চলতি আইপিএলে চেন্নাই এক্সপ্রেসের পক্ষে লাইনে ফেরা মুশকিল। ক্লার্কের মতে, চিপকের বাইশ গজ ব্যাটারদের পরীক্ষার মুখে ফেলে দিয়েছিল। নতুন বল যেমন নড়াচড়া করেছে, তেমন টার্নও হয়েছে। তবে চূড়ান্ত ব্যাটিং ফ্লপ শো-এর জন্য অনেকাংশে দায়ী চেন্নাইয়ের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজিই।

নিজের দাবির পক্ষে ক্লার্ক বলেছেন, ‘আমার মতে চেন্নাইয়ের পরিকল্পনাতেই গলদ। যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার, এই মুহূর্তে ওদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। আর সাফল্যের তাগিদ? আমার চোখে পড়েনি। বড্ড রক্ষণাত্মক মানসিকতা দেখাচ্ছে। এটা ঝেড়ে ফেলতে হবে। ঝুঁকি নিতে হবে। জয়ের জন্য সর্বাত্মক ঝাঁপানো দরকার।’

চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন তারকা পীযূষ চাওলা অপরদিকে প্রথম একাদশে বড়সড়ো বদলের

> আমার মতে চেন্নাইয়ের পরিকল্পনাতেই গলদ। যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার, এই মুহূর্তে ওদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। আর সাফল্যের তাগিদ? আমার চোখে পড়েনি। বড্ড রক্ষণাত্মক মানসিকতা দেখাচ্ছে।
>
> **মাইকেল ক্লার্ক**

পরামর্শ দিচ্ছেন। দাবি, তরুণ রক্ত দরকার সুপার কিংস সংসারে। রাহুল ত্রিপাঠী, দীপক হুডাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুজনেই যার মর্যাদা রাখতে পারেনি। এবার আন্দ্রে সিদ্ধার্থের মতো মিডল অর্ডার ব্যাটারের দিকে নজর দেওয়া উচিত স্টিফেন ফ্লেমিংদের। টানা হারের পরও কেন তরুণ প্লেয়ারদের সুযোগ দিচ্ছে না সুপার কিংস, অবাক পীযূষ।

বীরেন্দ্র শেহবাগ আবার ধোনিকে নিয়েই অনাস্থা প্রকাশ করলেন। ঘুরিয়ে বলে দিলেন, এমএস-কে দিয়ে হবে না। ধোনি নাইটদের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত টিকে থাকলেও লাভের লাভ কিছু হত না। মেরেকেটে ১০৩ স্কোর হয়তো ১৩০ হত। ম্যাচ পর্যালোচনায় বলেন, ‘আমি সেই রকম মনে করি না। যদি ও দ্রুত (৪ বলে ১ রান) আউট নাও হত, সিএসকে ১৩০-এর বেশি করত না। সেক্ষেত্রে আমাদের হয়তো রাত ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত সম্প্রচার করতে হত! এই পার্থক্যটুকুই হত। এর বেশি কিছু নয়।’

সুপার কিংসের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি যদিও চলতি সমালোচনাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। দাবি, এখনও ধোনি ব্রিগেড বাকি ম্যাচগুলিতে প্রমাণ করবে, তারা অতীতের ছায়া নয়। এখনও অনেক ক্রিকেট রয়েছে এই দলের মধ্যে। বিশ্বাস রাখতে হবে। অতীতে অনেক প্লেয়ার চেন্নাইয়ের জার্সিতে নিজেদের হারানো ফর্ম খুঁজে পেয়েছেন। নতুন করে ছাপ রেখেছেন। বর্তমান দলের অনেকে কেরিয়ারের শেষপর্বে পৌঁছে গেলেও তাঁরা সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন, এটা ঠিক নয়। হাসি আশাবাদী, আগামী ম্যাচগুলিতে যার প্রতিফলন দেখা যাবে।

এবার পার্টি করার বার্তা শাহরুখের

চেন্নাইয়ে জিতে চণ্ডীগড়ে রাহানেরা

চণ্ডীগড়, ১২ এপ্রিল : তিন থেকে এক ধাপ পিছিয়ে চার নম্বরে!

অষ্টাদশ আইপিএল সময়ের সঙ্গে জমে উঠেছে। সঙ্গে চলছে লিগ টেবিলের সাপলুডোর খেলা।

গতরাতে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসকে তাদের ঘরের মাঠে উড়িয়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দুর্দান্তভাবে, অনায়াস ভঙ্গিতে একপেশে ম্যাচ জয়ের পর আজ সন্ধ্যায় চেন্নাই থেকে চণ্ডীগড় পৌঁছে গেলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। বাংলা নববর্ষের রাতে চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ নাইটদের।

শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে কেকেআরের জন্য কেমন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে, কী হবে সেই ম্যাচের ভাগ্য- সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আপাতত পুরো দল ফুরফুরে মেজাজে। আর সেই মেজাজের পিছনে রয়েছে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের বার্তা। গতরাতে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই এক্সপ্রেসকে বেলাইন করে দিয়ে লিগ টেবিলে তিন নম্বরে পৌঁছে গিয়েছিল কেকেআর। আজ লখনউ সুপার জায়েন্টসের জয়ের পর ঋষভ পন্থরাই উঠে এসেছেন তিনে। কেকেআর এক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছে। তার আগে গতরাতের চেন্নাইয়ে নাইটদের সুপারহিট শো-র পর দলের সাজঘরে পৌঁছে গিয়েছিল বাজিগরের বার্তা। দলের পারফরমেন্সে তিনি মুগ্ধ। বাদশার মনে হয়েছে, তাঁর দল চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছে। অন্তত তিনবার সুইমিং পুলে বসে সেই ম্যাচের পুনঃসম্প্রচার দেখতে চাইছেন তিনি। বাদশার কথায়, ‘তোমাদের নতুনভাবে কিই বা বলব। চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছ তোমরা। সুনীল (নারায়ণ) ঠিক সেটাই করেছে, যেটা ও সবচেয়ে ভালো পারে। মইনভাই (আলি) দারুণ খেলেছ। তোমার উপস্থিতি দলকে শান্ত রাখার জন্য যথেষ্ট।’

শেষ কয়েকটি ম্যাচের মতো এবারও কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোরের মোবাইলে বার্তা পাঠিয়েছিলেন বাদশা। যেখানে দলের সব ক্রিকেটারের নাম করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কিং খান। সঙ্গে পার্টি করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। কিং খানের কথায়, ‘বরুণ (চক্রবর্তী) তুমি দুর্দান্ত বোলিংয়ের পাশে যে ক্যাচ নিয়েছ, সেটা নজর এড়ায়নি আমার। বৈভবের (অরোরা) পরিশ্রমেরও প্রশংসা করতে হবে। ও সবসময় পরিকল্পনা করে মাঠে নামে। আর সেই পরিকল্পনা কাজে লাগায়।’ হর্ষিতকে (রানা) নিয়ে মজা করেছেন বাদশা। বলেছেন, ‘নারায়ণ, তোমায় অনুরোধ তুমি হর্ষিতকে নিয়ে নৈশভোজে যাও। কুইনি (কুইন্টন ডি কক) তুমিও দারুণ ব্যাটিং করেছ। আর অধিনায়ক (আজিঙ্কা) রাহানের কথা যত বলব, ততই কম বলা হবে। ও দুর্দান্তভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।’

১৫ এপ্রিল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে যতটা সময় রয়েছে, সেই সময়টা পার্টি করার জন্য বরাদ্দ করতে বলেছেন বাদশা। শাহরুখের কথায়, ‘তোমরা সবাই মিলে পার্টি কর। আমি সুইমিং পুলে ডুব দেব এবার। আর তারপরই অন্তত তিনবার ম্যাচের পুনঃসম্প্রচার দেখব।’ চেন্নাই ম্যাচের সেরা হওয়ার পর নাইটদের এক্স ফ্যাক্টর সুনীল নারায়ণ বলেছেন, ‘দুর্দান্ত একটা ম্যাচ জিতলাম আমরা। বেশ কিছু ক্যাচ মিস করেছি আজ আমরা। এই ভুলটা দ্রুত শুধরে নিতে হবে।’ নাইট অধিনায়ক রাহানেও তাঁর দলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো, মইন ও নিজের অভিজ্ঞতা চেন্নাইকে চূর্ণ করতে সাহায্য করেছে, এমন মন্তব্য করেছেন তিনি। নাইট অধিনায়কের কথায়, ‘খেলার শুরুতে মইন রিংটোন সেট করে দিয়েছিল। পরে পরিকল্পনা করে সেই পথেই পা ফেলেছি আমরা।’

ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ও সহঅধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার। শনিবার।

বিরাট-আবেগ অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গত ম্যাচে দল দিল্লি ক্যাপিটালস জিতলেও নিজে সাফল্য পাননি। ৭ বলে ৭ রান করেন। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে রান না পেলেও বিরাট কোহলির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি অভিষেক পোড়েল। কথা বলার সঙ্গে প্রিয় তারকার সঙ্গে ছবি তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে যে ছবি পোস্ট করে বিরাট-আবেগে ভাসলেন অভিষেক। লিখেছেন, এমন একজনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি বর্তমান প্রজন্মের বড় স্বপ্ন দেখা এবং তা পূরণের জন্য মরিয়া লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। যিনি প্রমাণ করেছেন, শুধু প্রতিভা দিয়ে সাফল্য আসে না। প্রয়োজন লড়াইয়ের মানসিকতা, শৃঙ্খলা। শিখিয়েছেন, প্রতিটি ধাক্কা কাটিয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়।

লাল-হলুদের প্রতিবাদ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : আইএসএল ফাইনালের জন্য রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ জানায়নি আয়োজকরা। এমন খবরে শুক্রবার থেকে উত্তাল রাজ্যর ক্রীড়ামহল। এই নিয়ে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ইস্টবেঙ্গল। সেখানে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে অসম্মান করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল প্রতিবাদ করলেও আয়োজকদের পক্ষ থেকে কিন্তু রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীকে ফাইনালের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

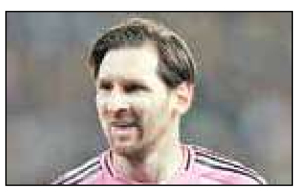

মায়ামিতেই থেকে যাচ্ছেন লিও মেসি

ফ্লোরিডা, ১২ এপ্রিল : লিওনেল মেসির সঙ্গে চুক্তি নবীকরণের পথে ইন্টার মায়ামি।

আগামী ৩১ ডিসেম্বর মায়ামির ক্লাবটির সঙ্গে আর্জেন্টাইন মহাতারকার বর্তমান চুক্তি শেষ হচ্ছে। তবে ইন্টার মায়ামি মেসিকে ছাড়তে চাইছে না। লিও মেজর লিগ সকারে আরও কিছুটা সময় কাটাতে চাইছেন। দু’পক্ষের ইচ্ছাতেই নতুন করে চুক্তি হচ্ছে।

সূত্রের খবর, নতুন চুক্তির ব্যাপারে দু’পক্ষের মধ্যে মৌখিক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে। বাকি শুধু সই পর্ব। এমএলএসের এক ক্রীড়া পরিচালক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘মেসি মেজর লিগ সকারে যোগ দেওয়ার পর থেকে লিগ নিয়ে সারা বিশ্বের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। এমনও শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ লিগটিকে নাকি এখন ‘মেসি লিগ সকার’ বলেও ডাকছে। তবে, এই নামকরণ যেন নেতিবাচক দিকে মোড় না নেয় সেদিকেও চোখ রাখতে হবে।’ কাজেই মেসির চুক্তি নবীকরণের ফলে ইন্টার মায়ামি যেমন উপকৃত হবে তেমন গোটা লিগেও এর প্রভাব পড়বে।

২০২৭ পর্যন্ত লিভারপুলে সালাহ

লন্ডন, ১২ এপ্রিল : জল্পনাকল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। বৃহস্পতিবারই জানা যায় মহম্মদ সালাহর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে লিভারপুল। শুক্রবারই সেই খবরে সিলমোহর পড়ে গেল।

গত সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে সালাহ বলেছিলেন, অ্যানফিল্ডে এটাই তাঁর শেষ মরশুম। চুক্তি নবীকরণের ব্যাপারে লিভারপুল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। এরপরই শোরগোল শুরু। তবে শেষ পর্যন্ত আরও দুই বছরের জন্য অল রেডসে থেকে গেলেন তিনি। ২০২৭ সাল পর্যন্ত লিভারপুলে থাকছেন সালাহ। তিনি বলেছেন, ‘আমি খুবই উত্তেজিত। আশা করি এই ক্লাবে আরও ট্রফি জিততে পারব। এখন দলও অনেক ভালো। নিজে ফুটবলটাও উপভোগ করতে পারব। আট বছরের সম্পর্ক। এবার সেটা দশ বছর হবে। কেরিয়ারের সেরা সময়টা এখানে কাটাচ্ছি।’

শোনা যাচ্ছে লিভারপুলে থাকতে তিনি সৌদি আরবের ক্লাবের ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জয়পুরে রাজস্থান-বধে মরিয়া বিরাটরা

রোহিতদের সামনে রাজধানীর চ্যালেঞ্জ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের চ্যালেঞ্জ নিতে নয়াদিল্লিতে পৌঁছে গেলেন লোকেশ রাহুল।

নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : চারে চার। টানা চতুর্থ জয়ে টগবগিয়ে ছুটছে দিল্লি ক্যাপিটালস। তবে দিল্লি বহুদূর। প্রথম আইপিএল ট্রফির মূল লক্ষ্যপূরণে অনেক হার্ডল পেরোতে হবে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গত ম্যাচে জয়ের পর দলকে যে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর কেভিন পিটারসেন। আত্মতুষ্টি নয়, ফোকাস ধরে রাখায় জোর।

আগামীকাল যে মানসিকতা নিয়ে ফের মাঠে নামছে চলতি লিগে একমাত্র অপরাজিত দল দিল্লি। প্রতিপক্ষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটা জয়ে ধুঁকতে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের একমাত্র জয় ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। অলরাউন্ড পারফরমেন্সে শাহরুখ খান ব্রিগেডকে উড়িয়ে দেওয়ার পর মনে হয়েছিল, মুম্বই ঘুরে দাঁড়াবে। যদিও তা হয়নি। শেষ দুই ম্যাচে ফের হারে শুরুতেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা।

অক্ষর প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন দিল্লির সম্পদ টিমগেম। জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, ট্রিস্টান স্টাবস, ফাফ ডুপ্লেসির সঙ্গে ব্যাটিং বিভাগে ছাপ রাখছেন বাংলার অভিষেক পোড়েলও। তবে তুরুপের তাস লোকেশ রাহুল। আরসিবি-র বিরুদ্ধে গত ম্যাচে ৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেন। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের দ্বৈরথে জসপ্রীত বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্টদের জন্য নিঃসন্দেহে পয়লা নম্বর কাঁটা লোকেশ। চোট সারিয়ে ফেরার পর বুমরাহকে এখনও চেনা ছন্দে দেখা যায়নি। বোল্ট শুরুটা ভালো করেও, তা ধরে রাখতে পারছেন না। অপরদিকে, নড়বড়ে মুম্বই ব্যাটিংয়ের জন্য থাকছে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলের স্পিন যুগলের চ্যালেঞ্জ। চলতি লিগে কুলদীপ স্বমেজাজে রয়েছেন। নবাগত লেগস্পিনার ভিপরাজ নিগম চলতি লিগের আবিষ্কার।

আগামীকাল বাড়তি নজর মিচেল স্টার্ক-রোহিত শর্মা টক্করে। ছন্দে ফিরতে মরিয়া হিটম্যান স্টার্কের এক্সপ্রেস গতি আর সুইং কীভাবে সামলান, চোখ থাকবে। একইভাবে সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মাদের দিকে তাকিয়ে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিপাক্ষিক যুদ্ধে মুম্বইয়ের পক্ষে স্কোরলাইন ১৯-১৬। যদিও ঘরের মাঠে এগিয়ে দিল্লি (৯-৫)। রবিবার অপর ম্যাচে জয়পুরে মুখোমুখি রাজস্থান রয়্যালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রাজস্থানের তুলনায় (৫ ম্যাচে ২টি জয়) লিগ টেবিলে আরসিবি (৫ ম্যাচে তিনটি জয়) সুবিধাজনক অবস্থানে। তবে দুই দলের কাছে কাল জয়ে ফেরার ম্যাচ। শেষ ম্যাচে রাজস্থান হেরেছে গুজরাট টাইটান্সের কাছে। আরসিবি-কে হারিয়েছে দিল্লি। হারের সঙ্গে দলের অন্দরমহলে কোন্দলের ছবি। অধিনায়ক রজত পাতিদারের সঙ্গে বিরাট কোহলির সমীকরণ নিয়ে কানাঘুষো খবর ভাসছে। সাফল্যের স্পর্শে যে বিতর্কে জল ঢালার তাগিদ থাকবে।

রাজস্থান সেখানে ঘরের মাঠে জয়ে ফিরতে মরিয়া। হোম অ্যাডভান্টেজের পুরো ফায়দা নিতে বদ্ধপরিকর। যশস্বী জয়সওয়ালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। প্রাক্তনদের অনেকের দাবি, ফোকাস নড়ছে যশস্বীর। নিজেকে না বদলালে পৃথ্বী শা-র হাল হবে। কাল সমালোচকদের চুপ করানোর মঞ্চ। উলটোটা হলে চাপ বাড়বে তরুণ ওপেনারের ওপর।

ম্যাচের মূল আকর্ষণ সেই বিরাট কোহলি। জয়পুরে পা রাখা থেকে বিরাটে-মজে গোলাপি শহর। সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে কাল ভক্তদের প্রত্যাশা পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

রাজস্থান রয়্যালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : জয়পুর

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

দল জিতলেও ব্যর্থ ‘ওপেনার’ ঋষভ

আরও একটি বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পথে নিকোলাস পুরান। লখনউয়ে শনিবার।

গুজরাট টাইটান্স-১৮০/৬
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৮৬/৪
(১৯.৩ ওভারে)

লখনউ, ১২ এপ্রিল : মাঝে ঠিক ১১০৮ দিন। ২০২২-এর নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতের জার্সিতে নেপিয়ারের পর আজ লখনউ। টি২০ ফর্ম্যাটে আবারও ওপেনারের ভূমিকায় ঋষভ পন্থ। চলতি আইপিএলে মিডল অর্ডারে খেললেও রান পাচ্ছেন না। ছন্দে ফিরতে মরিয়া ঋষভের অগত্যা ওপেন করার সিদ্ধান্ত।

১৮১-র জয়ের লক্ষ্যে আইডেন মার্করামের সঙ্গে যখন ঋষভ নামছেন, অনেকেই অবাক। গত কয়েকটা ম্যাচে মার্করামের সঙ্গে মিচেল মার্শ ওপেন করেছেন। মার্শের জায়গায় আজ মার্করামের সঙ্গী ঋষভ। ৩৮ বলে ৬৫ রানের জুটিতে ভালো শুরুও দেন। শেষপর্যন্ত মার্করাম, নিকোলাস পুরানের আগ্রাসী ইনিংসের হাত ধরে জয়ও আসে। কিন্তু চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি ঋষভকে।

৬ রানে মাথায় মহম্মদ সিরাজের বলে জস বাটলার ক্যাচ ফেলেন তাঁর। কিন্তু সুযোগ নিতে পারেননি ঋষভ। গোটা চারেক বাউন্ডারি হাঁকালেও সারাক্ষণ নড়বড়ে দেখাল। শেষপর্যন্ত ঋষভের ১৮ বলে ২১ রানের ইনিংসে ইতি পড়ে প্রসিধ কৃষ্ণার বলে। এরপর ফিনিশিং টাচ মার্করাম (৩১ বলে ৫৮) ও পুরানের (৩৪ বলে ৬১) হাফ সেঞ্চুরিতে।

ডেভিড মিলার (৭) ফেরার পর ডেথে উত্তেজক পরিণতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। যদিও পুরানদের কাজ সম্পন্ন করতে ভুলচুক করেননি আয়ুষ বাদোনি (অপরাজিত ২৮)। শেষ ওভারে রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোরকে পরপর চার-ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন। ৩ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জয় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের। যার সুবাদে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে সরিয়ে তিন নম্বরে পৌঁছে যায় লখনউ সুপার জায়েন্টস (৬ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট)। গুজরাট টাইটান্সেরও সংগ্রহ ৬ ম্যাচে ৮।

> আমি খুশি। আগেও বলেছি, নিজেদের প্রক্রিয়াতে ভরসা রাখতে হবে।
>
> **ঋষভ পন্থ**

অথচ টসে জিতে লখনউ ফিল্ডিং নেওয়ার পর দাপট ছিল গুজরাটেরই। চলতি ফর্ম বজায় রেখে ১২০ রানের যুগলবন্দি ওপেনারদ্বয় বি সাই সুদর্শন (৩৭ বলে ৫৬) ও শুভমান গিলের (৩৮ বলে ৬০)। কিন্তু সুদর্শন-গিলের তৈরি মঞ্চ কাজে লাগাতে পারেনি মিডল অর্ডার। ১২ ওভারে ১২০/০ স্কোর থেকে ১৮০/৬-এ আটকে যায়।

প্রথম একাদশে ফেরা ওয়াশিংটন সুন্দর (২), শেরফানে রাদারফোর্ড (২২), রাহুল তেওয়াটিয়াদের (০) ব্যর্থতায় দুশোর গণ্ডি পেরোতে পারেনি গুজরাট। অথচ একসময় ২১০-২১৫ রানের সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। ম্যাচের পর যে কথা শোনা গেল গুজরাট অধিনায়ক শুভমানের গলাতেও। শেষপর্যন্ত যে ব্যর্থতা ব্যবধান গড়ে দেয়।

এর সঙ্গে যোগ হয় একঝাঁক ক্যাচ মিস। ঋষভ, মার্করাম, পুরান— তিনজনেরই ক্যাচ পড়ে। যার পুরোদস্তুর ফায়দা তোলেন পুরানরা। ম্যাচ শেষে ঋষভ বলেছেন, ‘আমি খুশি। আগেও বলেছি, নিজেদের প্রক্রিয়াতে ভরসা রাখতে হবে।’ নিজের ব্যাটিং নিয়ে জানান, প্রতি ম্যাচে উন্নতি করছেন। মার্শের অনুপস্থিতিতে এদিন শুরুতে নামার সুযোগে ক্রিজে বাড়তি সময় কাটানোর চেষ্টা করেছেন।

ওপেনিং জুটিতে ১২০ রানের পার্টনারশিপ গড়েও জিতে ফেরা হল না শুভমান-সুদর্শনদের।

শ্রেয়সকে টেক্কা অভিষেকের, জয়ে ফিরল সানরাইজার্স

পঞ্চাশ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ শ্রেয়সের। তখনও জানতেন না হারতে হবে।

পাঞ্জাব কিংস-২৪৫/৬
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৪৭/২

হায়দরাবাদ, ১২ এপ্রিল : কথায় আছে সকাল দেখে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। পাঞ্জাব কিংস-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের ছবিটাও সেই রকমই। মহম্মদ সামির প্রথম ওভারেই ১৪ রান নিয়ে শুরু করেন পাঞ্জাবের ওপেনিং জুটি প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিং (২৩ বলে ৪২)। তারপর শ্রেয়স আইয়ারদের চার-ছক্কার বৃষ্টিতে পাঞ্জাব মেল থামে ২৪৫/৬ স্কোরে। এই পাহাড় সমান রানটাও অভিষেক শর্মার (৫৫ বলে ১৪১) তাণ্ডবে রক্ষা পায়নি। ১৮.৩ ওভারে সানরাইজার্স ২ উইকেটে ২৪৭ রান তুলে নেয়। যার সুবাদে আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রানতাড়া করার নজির গড়ে নেয় হায়দরাবাদের দল।

প্রিয়াংশ গত ম্যাচে আনক্যাপড প্লেয়ার হিসেবে দ্রুততম শতরান করেছিলেন। এদিন শুরুটা করেন সেই মেজাজেই। দিল্লির ২৪ বছরের প্রিয়াংশ (১৩ বলে ৩৬) প্যাট কামিন্সের দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলেই ছক্কা হাঁকান। পরের বল পাঠান ফাইন লেগ বাউন্ডারিতে। তিনি আউট হয়ে ফেরেন হর্ষল প্যাটেলের (৪২/৪) বলে। মারমুখী মেজাজে রানের গতি বজায় রাখেন অধিনায়ক শ্রেয়সও (৩৬ বলে ৮২)। তাঁদের দাপটে চলতি আইপিএলের পাওয়ার প্লে-তে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান (৮৯) তুলল পাঞ্জাব। অন্যদিকে, শ্রেয়স নিজের আইপিএল কেরিয়ারের দ্রুততম (২২ বলে) অর্ধশতরান করলেন। তিনি ইনিংস সাজান ছয়টি করে চার ও ছক্কায়।

১৩-১৭ ওভারে ৪ উইকেট তুলে রানের গতিতে কিছুটা লাগাম পরান হর্ষল ও অভিষেককারী এশান মালিঙ্গা (৪৫/২)। ১১ বলে ৩৪ রানের ইনিংসে স্লগ ওভারে সামি-কামিন্সদের দুর্ভোগ বাড়িয়ে দেন মার্কাস স্টোয়িনিস। সামি (৭৫/০) এদিন বাসিল থাম্পিকে সরিয়ে সানরাইজার্স বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক রান খরচের নজির গড়েন।

রানতাড়ায় নেমে অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেডের ওপেনিং জুটি পালটা দিয়ে ৫ ওভারে ৭৭ রান তুলে দেয়। হেডকে (৩৭ বলে ৬৬) ফিরিয়ে যুযবেন্দ্র চাহাল (৫৬/১) যখন ওপেনিং জুটি ভাঙলেন ততক্ষণে তাদের স্কোরবোর্ডে ১২.২ ওভারে উঠে গিয়েছে ১৭১ রান। অভিষেক অবশ্য তারপরও চালিয়ে যান। এদিন তিনি ১০টি ছক্কা ও ১৪টি বাউন্ডারি মারেন। এরপর ৪ ম্যাচ বাদে হায়দরাবাদকে জয়ের মুখ দেখতে সমস্যায় পড়তে হয়নি। এদিন জিতে তারা লাস্টবয়ের তকমা ঘুচিয়ে আটে উঠে এসেছে।

ফাইনালের সেরা বাগান সমর্থকরা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই সমর্থকদের শব্দব্রহ্মে কেঁপে উঠল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। আইএসএলে প্রথম 'ডাবল' জেতার উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেমি ম্যাকলারেনরা। অবশ্য উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত সময়ের ৬ মিনিটে ম্যাকলারেনের গোলের পর থেকেই। শুধু অপেক্ষা ছিল রেফারির শেষ বাঁশি বাজানোর।

ম্যাচ শেষের পর থেকেই উৎসবে মাতোয়ারা বাগান ফুটবলাররা। গতবার লিগ-শিল্ড জিতলেও হাতছাড়া হয়েছিল আইএসএল কাপ। এবার সব আক্ষেপ পূরণ হয়েছে। তাই আনন্দের মাত্রা ছিল দ্বিগুণ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দলের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা অধিনায়ক শুভাশিস বসুর হাতে ট্রফি তুলে দিলেন। সেই সময় সবুজ-মেরুন আতসবাজির আবহে যুবভারতী যেন আক্ষরিক অর্থেই 'মোহনভারতী' হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য 'মোহনভারতী' হওয়ার সূচনাটা হয়েছিল ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই। ম্যাচের আগেই গ্যালারিতে চোখে পড়ল একটা বড় টিফো। 'এটা চ্যাম্পিয়নদের ঘর। বাকিদের প্রবেশ নিষেধ।' আসলে মোহনবাগান সমর্থকরা ভারতীয় ফুটবল বুঝিয়ে দিলেন, এখানে তাদের রাজত্ব চলবে।

ম্যাচ যতই এগিয়েছে বাগান সমর্থকদের শব্দব্রহ্মের মাত্রা ততই বেড়েছে। জেসন কামিংস গোলশোধ করার পর থেকে দর্শকদের চিৎকার বেঙ্গালুরু এফসি-র ওপরে বাড়তি চাপ তৈরি করে। যে কারণে 'ডাবল' জিততে বড় কোনও অসুবিধা হয়নি সবুজ-মেরুনের।

শনিবার বিকেল থেকেই যুবভারতী সংলগ্ন চত্বর ছিল মোহনবাগান সমর্থকদের দখলে। ৩ নম্বর গেটের পাশে দেখা গেল আমতা নিবাসি সস্ত্রীক এক বাগান সমর্থককে। হাতে একটা পোস্টার। তাতে লেখা, 'সাত মাস পরে ফাইনালে উঠেছি। বউ বলেছে, চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাড়ি ফিরতে।' আবার সোদপুরের রনি বারুই বুকে লিস্টন কোলাসোর নাম লিখে ঘুরছিলেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখে বললেন, 'আজ লিস্টন গোল করবে।' অনেক মোহনবাগান সমর্থককে দেখা গেল 'চ্যাম্পিয়ন' জার্সি পরে খেলা দেখতে এসেছেন।

এদিন ম্যাচ শুরুর আগে মোহনবাগান টিমবাস প্রবেশ করা মাত্র 'জয় মোহনবাগান' ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছিল যুবভারতী। সাধারণত বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে দেখা যায়, সেভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখান না। এদিন বাগান সমর্থকদের সঙ্গে তিনিও আবেগে ভেসে মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখালেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, 'আমরা আবার চ্যাম্পিয়ন হব।' এরপর সৌজন্যের চিত্র দেখা গেল বেঙ্গালুরু ফুটবলারদের প্রবেশের সময়। নিখিল পূজারি সহ কয়েকজন বেঙ্গালুরু ফুটবলার পরিবার নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করছিলেন। সেইসময় তাদের কোনও কটাক্ষ না করে, হাত মিলিয়ে সৌজন্য দেখালেন মোহনবাগান সমর্থকরা। এদিন চোটের জন্য দলে ছিলেন না নিখিল। গ্যালারিতে প্রবেশের আগে তিনি বলে গেলেন, 'ফাইনাল না খেলতে পারায় আক্ষেপ রয়েই গিয়েছে। তবে আশা করছি, আমরাই চ্যাম্পিয়ন হব।' এদিন ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ ট্রফি জয়ী উত্তরবঙ্গের ফুটবলার আদিত্য থাপা।

এদিন পঞ্চানন হালদার নামে এক দৃষ্টিহীন অধ্যাপক তাঁর দুই ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন।

আমতা নিবাসী এক ভদ্রলোক স্ত্রীর আবদারের কথা পোস্টারে লিখে মাঠে এসেছিলেন। ছবি : প্রতিবেদক

আইএসএলে দ্বিমুকুট জয়ের পর দিমিত্রিস পেত্রাতোসের স্টেইনগান সেলিব্রেশন। উচ্ছ্বসিত সঙ্গী জেসন কামিংসও। শনিবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

কাছে, তবুও দূরে। আইএসএল কাপ যেন মুখ ফিরিয়েই থাকল সুনীল ছেত্রীর থেকে। -ডি মণ্ডল

ট্র্যাজিক নায়কই থাকলেন সুনীল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : চল্লিশ পেরিয়েও সুনীল ছেত্রী এখনও ফ্যাক্টর। কেন তা আরও একবার বোঝালেন। শনিবারের আলো ছড়ানোর পরও তাঁকে ট্র্যাজিক নায়ক থেকে যেতে হল।

আইএসএলে কি শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন সুনীল? না তিনি নিজে মুখে এখনও এই ব্যাপারে কোনও কথাই বলেননি। তবুও তা যদি হয়ও তাহলে অস্বাভাবিক হবে না। আগামী বছর আইএসএলের সময় তাঁর বয়স হবে ৪১। কাজেই বেঙ্গালুরু এফসি তাঁকে খেলাবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন থাকতেই পারে। আবার এই কথাও ঠিক যে সুনীল এখনও একইরকম ক্ষিপ্র, একইরকম আগ্রাসী, আর সুযোগসন্ধানী। শনিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে ফাইনালের শুরু থেকেই চনমনে দেখাল তাঁকে। প্রায় গোটা ম্যাচজুড়ে ব্যস্ত রাখলেন টম অ্যালড্রেড, আশিস রাইদের। উঠে নেমে খেললেন। ভিড়ের মধ্যে থেকেও জায়গা খুঁজে নিলেন বারবার। কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বাগান গোলরক্ষক বিশাল কেইথকে।

এদিন মাঠে নামার সময়ই যেন আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছিল সুনীলের শরীরিভাষায়। অভিজ্ঞতা দিয়েই চেষ্টা করলেন ম্যাচটা জেতার। শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরু হারলেও কোথাও গিয়ে হয়তো জিতলেন সুনীল। চল্লিশ পেরিয়েও যেভাবে ১২০ মিনিট খেলে গেলেন তাতে বাহবা দিতেই হয়। তবে অতিরিক্ত সময় বক্সের একেবারে সামনে থেকে ফ্রি কিক লক্ষ্যে না রাখতে পেরে হতাশ চোখে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হয়তো নিজেও বুঝছেন ফুটবল মাঠে তাঁর সময়টা কমে আসছে। অভিব্যক্তি সেই রকমই। তবে প্রথমার্ধে রীতিমতো মাঠে রাজ করলেন সুনীল। ১৯ মিনিটে বাগান রক্ষণের ভিড়ের মধ্যেও জায়গা করে নিয়ে দুরন্ত হেড। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তাঁর আরও একটি দুর্দান্ত হেডার একেবারে ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

আরেকদিকে ৪৯ মিনিটে আলবার্তো রডরিগেজের আত্মঘাতী গোলের পরও সংযমী সুনীল। না বলেই বুঝিয়ে দিলেন ম্যাচ এখনও অনেক বাকি। পেনাল্টি থেকে জেসন কামিংস গোল শোধ করার পর সুনীল চেষ্টা করলেন দলকে উদ্বুদ্ধ করার। আর সব শেষে অতিরিক্ত সময়ে জেমি ম্যাকলারেনের গোলের পর কিছুটা মুষড়ে পড়লেন। হতেও তো পারে এটাই তাঁর খেলা শেষ ফাইনাল।

সমর্থকদের কাছে মোলিনা এখন ম্যাজিশিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ এপ্রিল : ট্রফি পেলেন মাঠে। মাঠের বাইরেও আরেকটা ট্রফি পাচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অধিনায়ক শুভাশিস বসু। সেই আনন্দ ম্যাচের পর ভাগ করে নিলেন সকলের সঙ্গে। জানিয়ে দিলেন, বাবা হতে চলেছেন মোহনবাগান অধিনায়ক।

আইএসএলের প্রথমদিকে ছন্দে দেখা যায়নি দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের। তাই সমর্থকরা আওয়াজ তোলেন 'গো ব্যাক মোলিনা।' শনিবারের পর কিন্তু সমর্থকরাই বলছেন, 'ম্যাজিশিয়ান মোলিনা।' আইএসএলে প্রবেশ করার পর এই প্রথমবার 'ডাবল' জিতল মোহনবাগান। তাই কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক। স্প্যানিশ কোচ অবশ্য নিজে কোনও কৃতিত্ব নিতে নারাজ। তিনি পুরো কৃতিত্বটা দিয়েছেন খেলোয়াড়দের। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'মরশুমের শুরুতে ডুরান্ড ফাইনালে হেরে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাইনি।'

পাশাপাশি মোলিনা কিন্তু এটাও জানিয়েছেন, সাফল্য পেতে সময় লাগে। তিনি বলেছেন, 'আমি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলি। সেটায় সাফল্য এসেছে। তবে পদ্ধতি মেনে চলতে গেলে সময় লাগে।' ২০১৬ সালেও তিনি আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। সেবার অবশ্য এটিকে-র দায়িত্বে ছিলেন। তবে ৯ বছর আগের সেই রাতের সঙ্গে এদিনের কোনও তুলনা স্প্যানিশ কোচ টানতে চাননি। পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'তখনকার সময়ের সঙ্গে এখনকার কোনও তুলনা টানতে চাই না।'

আপাতত 'মিশন ডাবল' কমপ্লিট। এবার সামনে সুপার কাপ। সোমবারই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনায় বসবেন তিনি। কোচ মোলিনা কি সামনের মরশুমে থাকবেন? উত্তরে ইতিবাচক ইঙ্গিতই দিয়ে রাখলেন তিনি। বাগান কোচ বলেছেন, 'সামনের মরশুমেও মোহনবাগানে থাকতে চাই। তবে আমার সঙ্গে এখনও চুক্তি বর্ধিত করা নিয়ে কোনও কথা হয়নি।' এই সাফল্য নিজের স্ত্রী-পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন স্প্যানিশ কোচ। এদিকে, বেঙ্গালুরু কোচ জেরার্ড জারাগোজা অবশ্য ফাইনাল হেরে রেফারিংকেই দায়ী করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আমাদের বাংলার দল মোহনবাগানকে নিয়ে আমরা গর্বিত। আবার একবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য তোমাদের অভিনন্দন। এই চমৎকার জয়ের জন্য তোমাদের কুর্নিশ জানাই। তোমাদেরকে নিয়ে আমরা গর্বিত।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিযোগ বিএফসি কর্ণধারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ এপ্রিল : বেঙ্গালুরু এফসি কর্ণধার পার্থ জিন্দাল এদিন অভিযোগ করেন তাঁর গায়ে বাজি ছোড়া হয়েছে । তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন 'আজ আমি যখন দলের ফুটবলারদের জন্য চিৎকার করছিলাম তখন আমার গায়ে আতশবাজি ছোড়া হয়। কলকাতায় আইএসএল ফাইনালের জন্য এটা কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা?' পরে রেফারিং নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিএফসি কর্তারা।

৫ গোল ম্যান সিটির, ড্র করল আর্সেনাল

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বড় জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার তারা ৫-২ গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসকে। ২১ মিনিটে ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ে সিটি। তারপর প্রথমার্ধে দুই গোল শোধ করেন কেভিন ডি ব্রুয়েন ও ওমর মারমৌশ। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান সিটির মাতেও কোভাসিচ, জেমস ম্যাকাটি এবং নিকো ওরেইলি। অন্য ম্যাচে আর্সেনাল ১-১ গোলে ড্র করেছে ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে। ৬১ মিনিটে থমাস পার্টে এগিয়ে দেন গানারদের। গোল শোধ করেন ব্রেন্টফোর্ডের ইয়োয়ানে উইসা।

বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ম্যাচ ড্র হয়েছে ২-২ গোলে। ৪৮ মিনিটে ডর্টমুন্ডকে এগিয়ে দেন ম্যাক্সিমিলিয়ান বেইয়ার। ৬৫ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান বায়ার্নের রাফায়েল গুয়েরেরো। ৬৯ মিনিটে বায়ার্ন এগিয়ে যায় সার্জ গ্যানাব্রির গোলে। ৭৫ মিনিটে ওয়াল্ডেমার অ্যান্টন ২-২ করেন।

ব্যাটার ধোনিকে 'কটাক্ষ' বীরুর

-খবর উনিশের পাতায়

বাগানে জোড়া ট্রফি জয় কেরিয়ারে সেরা অনুভূতি

ট্রফি জয়ের পর সাক্ষাৎকারে ম্যাকলারেন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ এপ্রিল : সমর্থকদের মুখে চওড়া হাসি। ৯৬ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনের শট জালে জড়াতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি। সেই গোলেই আইএসএল কাপ ঘরে তুলল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ট্রফি জয়ের রেশ নিয়ে শনিবার রাতেই দেশে ফিরলেন জেমি। তার আগে অল্প সময়ে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে।

প্রশ্ন : আপনার গোলেই আইএসএল কাপ জয়। সেইসঙ্গে এই মরশুমে মোহনবাগানের সর্বাধিক গোলস্কোরার। কেমন অনুভূতি?

জেমি : এই স্বাদের ভাগ হবে না। দুর্দান্ত অনুভূতি, বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমার ফুটবল কেরিয়ারেও এটা অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা বললেও ভুল হবে না। সমর্থকদের হাসি মুখগুলো দেখে আজ খুব খুশি। 'মেরিনার্সদের' এটা গর্বের মুহূর্ত।

অতিরিক্ত সময়ে গোল করে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ট্রফি এনে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন। স্ত্রী ইভার সঙ্গে কাপ জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন তিনি। ছবি : ডি মণ্ডল

INDIAN SUPER LEAGUE RELIANCE STAR

গোল্ডেন গ্লাভস **বিশাল কেইথ**	এমার্জিং প্লেয়ার **ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ**
গোল্ডেন বুট **আলাদিন আজারাই**	সেরা গ্রাসরুট ডেভেলপেন্ট **জামশেদপুর এফসি**
	সেরা এলিট ইয়ুথ প্রোগ্রাম **পাঞ্জাব এফসি**

প্রশ্ন : পিছিয়ে পড়েও চ্যাম্পিয়ন, কীভাবে সম্ভব হল?

জেমি : আমরা সবাই একসঙ্গে ট্রফিটা জিতেছি। ম্যাচের আগে টিম মিটিংয়ে সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারাবো। পিছিয়ে পড়ার পরও আমরা হাল ছাড়িনি। আমাদের প্রতিজ্ঞা যে শুধু কথার কথা ছিল না তা প্রমাণ করেছি।

প্রশ্ন : মোহনবাগানে প্রথম মরশুম, সবমিলিয়ে কেমন অভিজ্ঞতা?

জেমি : মোহনবাগানে প্রথম মরশুম দারুণ কাটল। দারুণ ফুটবল খেলেছি আমরা। লিগ-শিল্ড আর আইএসএল কাপ তারই ফসল। এই মুহূর্তগুলো এখন উপভোগ করতে চাই।

প্রশ্ন : আগামী মরশুম নিয়ে কী পরিকল্পনা?

জেমি : আপাতত দেশে ফিরছি। এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবো। সমর্থকদের থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। ওরা আমার খুব কাছের। আজ যা কিছু সবটা সমর্থকদের জন্য। আগামী মরশুমে আবার দেখা হবে। জয় মোহনবাগান।

রেফারিদের কমিটি গঠন আজ

শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার সন্ধে ৬টায় শুরু হবে। সংস্থার বিদায়ি সচিব রানা দে সরকার জানিয়েছেন, সংস্থার দপ্তর চিনু ভবনে কাল দুই বছরের নতুন কমিটি গঠন হবে। সচিবের রিপোর্ট পেশ ছাড়াও কোষাধ্যক্ষ অডিট রিপোর্ট দেবেন।

রাজ্য স্কুল দলে শিলিগুড়ির ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলা ফুটবল দলে সুযোগ পেয়েছে শিলিগুড়ির পাঁচজন। শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব চঞ্চল মজুমদার জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা ফুটবল দলে ডাক পেয়েছে নেতাজি হাইস্কুলের রাজদীপ রায় ও চঞ্চল বর্মন এবং বিবেকানন্দ হাইস্কুলের রাজা বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের দলে সেন্ট মেরি'স গার্লস স্কুলের গায়ত্রী নায়ক ও পরমানন্দ নেপালি হাইস্কুলের সিমরন হেমব্রম রয়েছে। দুটো প্রতিযোগিতাই মণিপুরে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের খেলা শনিবার ও ছেলেদের খেলা রবিবার শুরু হচ্ছে। বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ায় তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য।

খেলো ইন্ডিয়া গেমসে দেবরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ এপ্রিল : খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে টেবিল টেনিসে নামছে শিলিগুড়ির দেবরাজ ভট্টাচার্য। অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় স্কুল গেমসে টেবিল টেনিসে সোনা জয়ের সুবাদে দেবরাজ এই প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। সেখানে তাকে নামতে হবে সিঙ্গলসে। দেবরাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য ও সচিব চঞ্চল মজুমদার।